পথের ডাক

[নাট্যভারতীতে অভিনীত]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শুভ উদ্বোধন

২৩শে পৌষ, ১৩৪৯, ইং ৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৩

বৈকাল—৩টায়

কাত্যায়নী বুক ষ্টল

২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুকবি

শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য

প্রীতিভাজনেষু

লাভপুর, বীরভূম

ফাল্গুন, ১৩৪৯

পরিচয়

পুরুষগণ

রায়বাহাদুর	...	স্বীয় চেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি
ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী	...	প্রফেসর
অতুল	...	বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র
যতীন	...	ছাত্র
নিখিলেশ	...	ঐ
রমেন	...	ঐ
কুড়োরাম	...	কলিয়ারির ওভারম্যান
কানাই	...	ঐ কর্ম্মচারী
খাজাঞ্চী	...	ঐ ঐ
ভক্তারাম	..	ঐ সর্দ্দার
বিছে	...	ভিক্ষা-ব্যবসায়ী ছেলে

অন্ধ ভিক্ষুক, ডাক্তার, ছাত্রগণ, কুলীগণ, বেয়ারা ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

জ্যোতির্ম্ময়ী	...	নিখিলেশের মা
সুনন্দা	...	রায়বাহাদুরের কন্যা
রমা	...	ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর কন্যা
ইলা	...	কলেজের ছাত্রী
দামিনী	...	ঝি

সখীর মা, ছাত্রীগণ, কুলীরমণীগণ

পথের ডাক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলেজের করিডোর

(নেপথ্যে ক্লাস বসিবার ঘণ্টা বাজিল)

একদল ছাত্রী প্রবেশ করিল।

১ম ছাত্রী। আমি নিজে চোখে দেখেছি। First fifty names আজ কাগজে বেরিয়েছে। অতুল মুখার্জ্জী twenty seventh place ; Poor রমা চ্যাটার্জ্জী !

২য় ছাত্রী। সে তো কই আজ আসেই নি দেখছি।

১ম ছাত্রী। তেজস্বিনী বোধ হয় কঠিনকঠিন শব্দ চয়ন ক'রে লিপিকা রচনায় নিমগ্ন আছে। ধর—"তোমার অক্ষমতার লজ্জায় আমার উঁচু মাথা পথের ধূলোয় মিশে গেছে"—।

২য় ছাত্রী। বেচারা রমা ! I. C. S. গৃহিণী হবার এত বড় কল্পনা—

১ম। চুপ ! Dr. Chatterjee আসছেন। রমা বোধ হয় পিছনে ? দেখতো !

২য় ছাত্রী। (পিছনের দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া) নাঃ, সে সঙ্গে নেই, আসেনি। বেচারী !

১ম। চল, চল।

উভয়ের প্রস্থান

প্রফেসার ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উত্তেজনা পরিস্ফুট। বগলে একগাদা বই। তিনি আপনার মনেই সেক্সপীয়র আবৃত্তি করিতে করিতে করিডোর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন।

To be or not to be,—that is the question—;
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them—;

আবৃত্তি শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি রঙ্গমঞ্চ
অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন

তিনজন ছাত্রের প্রবেশ

১ম। অতুল twenty seventh হয়েছে! The most brilliant boy of our University.—I. C. S. competetionএ বাঙালীর আর chance নাই। মাদ্রাসীদের একচেটে হয়ে গেল।

২য়। অঙ্কেই ওরা মেরে দেয়। 90% ninty percent mark তো বাঁধা।

৩য়। বাবা—ginger merchantএর vesselএর খবরে দরকার কি? বাদ দাও না ওসব কথা। আমাদের তো সেই কেরাণীগিরি ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। চল—চল—Roll call টা সেরে দিয়ে সটকে পড়ি।

সকলের প্রস্থান

নিখিলেশ ও যতীনের প্রবেশ। নিখিলেশের পরণে খদ্দর, আধময়লা কাপড় চোপড়, মুখে চোখে সদ্য-বিগত বিপুল পরিশ্রমের চিহ্ন। যতীনের পরণেও খদ্দর।

যতীন। কি কাণ্ড বল দেখি তোর? আমি তো ভেবেই আকুল। Flood reliefএ গিয়ে মানুষ একেবারে নিখোঁজ?

নিখিল। অনাবশ্যক ভাবনা তোর। বান কমে যাবার পর গেছি। সুতরাং ভেসে যাবার চিন্তা উঠতেই পারে না।

যতীন। তুই ভেসে যাবি—এ কথা আমি একবারও ভাবিনি। ভাবছিলাম বিবাগী হলি নাকি?

নিখিল। বিবাগী?

যতীন। নইলে আর ভাবি কি বল?

নিখিল। এই Twentieth Centuryতে শুদ্ধোদনের ভাইপো সেজে যারা আজও ব'সে আছে—তারাই ওরকম ভাববে। যুগোপযোগী বুদ্ধি নিয়ে একটু মাথা ঘামালেই বুঝতে পারতিস আমি কোথায়!

যতীন। একটা কাণ্ড ক'রে এসে আর মেলা বাজে বকিসনে নিখিল।

নিখিল। বাজে? ওরে গর্দ্দভ—এই সভ্যতার যুগে—মানুষ হারালে খুঁজবার জায়গা মাত্র দুটি। দু' জায়গার এক জায়গায় না এক জায়গায় পাত্তা মিলবেই। হাসপাতাল—অথবা পুলিশ হাজত। হয় মিউজিয়ম, নয় চিড়িয়াখানা। তা—চিড়িয়াখানায় জায়গাটা মন্দ নয় রে যতীন।

যতীন। তুই কিন্তু এ কি কাণ্ড করে এলি বল্‌তো? ভলেন্টিয়ারী করতে গিয়ে খামকা খামকা জেল খেটে চলে এলি? তোর মা শুনলে কি বলবেন বল তো?

নিখিল। আমার মা? (হাসিল)। মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যতীন। জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী গিয়েছিলাম। মাকে প্রণাম ক'রে সব বললাম।

যতীন। মা কি বললেন?

নিখিল। মা শুধু জিজ্ঞাসা করলেন—food reliefএ যাওয়া তো আইন বিরুদ্ধ নয়। তবে জেল হ'ল কেন? আমি সব কথা বললাম—

গেলাম food reliefএ লোকের দুর্দ্দশা দেখে কান্না আসে, অথচ সেখানকার জমিদার গমস্তা এতে মহাখুসী, বলে কি জানো, বলে এখানকার প্রজারা ভয়ানক বদমাস পাজী ; ভগবান সেই জন্যেই ওদের সাজা দিয়েছেন। কেউ ওদের সাহায্য করিতে পাবে না। সেই নিয়ে হাঙ্গামা—আমাদের ওপর জুলুম। শেষ সইতে না পেরে জমিদারের একটা চাপরাশীকে একদিন বসিয়ে দিলুম এক চড়—ব্যাস। মামলা করলে। পুলিশও রিপোর্ট দিলে—আমরা সব ভয়ঙ্কর লোক। হয়ে গেল একমাস জেল। একেবারে complete rest হয়ে গেল। ওজন বেড়ে গেছে।

যতীন। তারপর ?

নিখিল। মাথায় হাত দিয়ে মা আশীর্ব্বাদ করলেন।

যতীন। কিন্তু ওদিকের সংবাদ ? তোর হবু শ্বশুর রায়বাহাদুরের খবর কি ? তিনি জেনেছেন ব্যাপারটা ?

নিখিল। জননীটি তো আমার সাক্ষাৎ সত্যযুগের ব্যাঘ্রী, হুঙ্কার করে সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। চিঠি লেখা আমি দেখে এসেছি।

যতীন। তারপর ? ভদ্রলোক বোধ হয় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন।

নিখিল। বোধ হয় মানে ? ক্ষিপ্ত হ'য়ে নাচতে আরম্ভ করবেন—মানে রণ-নৃত্য।

যতীন। (হাসিয়া) জানি। কিন্তু সে তো খুব ভয়ের কথা নয়—ভয়ের কথা—রায়বাহাদুরের কন্যা। ভাবীকালে—জেল-ফেরত স্বামী দেখে তাঁর যদি হিষ্টিরিয়া হয় তবেই তো মুস্কিল !

নিখিল। মুস্কিল আসান—is raw ammonia without a single drop of lavender.

যতীন। কাজটা কিন্তু সত্যই অন্যায় ক'রেছিস্ নিখিল। চার বছর বয়স থেকে যখন তোর বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে আছে—এর থেকে যখন নিষ্কৃতি

পাবার উপায় নেই, তখন এ-পথ তোর নয়। রায়বাহাদুরের অগাধ সম্পত্তি তাঁর একমাত্র কন্যা—তাঁদের মত জীবনে পথ চললেই ভাল করতিস। এই নিয়ে সমস্ত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে একটা—

নিখিল। তুই একটা idiot.

যতীন। তুই idiot,—

নিখিল। আমি idiot? জানিস—বাঙালীর ছেলে আজকাল মেম বিয়ে ক'রে শাঁখা শাড়ী পরাচ্ছে? Darlingএর বদলে প্রিয়টমো বলাচ্ছে? আর আমি একটা বাঙালীর মেয়েকে জর্জ্জেট ছাড়িয়ে খদ্দরাইজ করতে পারব না?

একটি সুবেশা উগ্র প্রসাধন সমন্বিতা ছাত্রী চলিয়া গেল

যতীন। দেখেছিস? মেমেরা বাঙালীনি হতে চাচ্ছে, কিন্তু বাঙালীনীরা যে মেমসাহেব হতে চাচ্ছে তা দেখেছিস? তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

নিখিল খাতা লইয়া একটা কাগজ ছিঁড়িয়া বাহির করিল

যতীন। কি ওটা?

নিখিল। কবিতা। 'তরুণ' কাগজটা ক'মাস থেকেই জ্বালাচ্ছিল লেখার জন্যে। একটা কবিতা লিখেছি। নে, নোটীশ বোর্ডটার ওপর এঁটে দে কবিতাটা। ঠিক এই নিয়ে কবিতা।

যতীন। (কবিতাটী বোর্ডে পেরেকে আঁটিয়া আবৃত্তি করিয়া পড়িল)

"গার্গীদেবী মাখতো কি না লোধ্ররেণু কে জানে
ধূপের ধোঁয়ায় সুবাস করতো চুল?
ব্রহ্মবিদ্যা শোনার পরে পরতো কিনা সেই কানে
কানপাশা আর ঝুমকো কিম্বা দুল?

ভগবানের বার্ণিশে হায়, হাল ফ্যাসানের গার্গীদের
লোক সমাজে মুখ দেখানো ভার।
শিক্ষা শাড়ী সব যে তাদের এক জিনিষের রকম ফের
এর পরে আর সন্দ রইবে কার ?

নিখিল। Hush! A tigress is coming—প্রফেসার চ্যাটার্জ্জী নন্দিনী—রমা চ্যাটার্জ্জী! চলে আয়!

উভয়ের প্রস্থান

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে রমা চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ। অত্যন্ত সাধাসিধা বেশ ভূষা, একবিন্দু প্রসাধন বাহুল্যের চিহ্ন নাই। তেজস্বিনী মেয়ে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে ইলা।

রমা। বাহুল্য হ'লেও তোমার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ ইলা। অতুলবাবু I. C. S. competitionএ 27th হয়েছেন—nomination পান নি, তার জন্যে আমি একবিন্দুও দুঃখিত নই। অতুলবাবু বাবার প্রিয়ছাত্র ছিলেন—সেই হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে পূর্ব্বরাগের ভূমিকা ছিল না—অথবা অতুলবাবুর কেরিয়ার দেখে আমি তাঁকে পাকড়াও করতে চেষ্টা করিনি।

জ্যোতি। মাফ করো ভাই রমা। অতুলবাবুর failure উপলক্ষ্য ক'রে আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি—

রমা। (বোর্ডের দিকে চাহিয়া কবিতা পড়িয়া) দেখছ ইলা, বোর্ডের লেখাটা দেখেছ ?

জ্যোতি। ছি—ছি—ছি—! লজ্জার কথা!

রমা। লজ্জা? তুমি কি মনে কর ইলা—এদের লজ্জা আছে? এরা গ্রেটা গার্ব্বোকে গবেষণা করে, এলিসা ল্যাণ্ডিকে চিঠি লেখে—বাংলা দেশের সিনেমা ষ্টারদের নিয়ে কবিতা লেখে-।

বোর্ডের লেখাটা ছিঁড়িয়া দিল

কাপুরুষের দল সব—একবিন্দু সাহস নেই,—জানতাম যদি চোরের মত না লিখে—সামনে দাঁড়িয়ে লিখতে পারতো।

খাতায় লিখিতে লিখিতে নিখিলের প্রবেশ এবং খাতা হইতে
কাগজ ছিঁড়িয়া বোর্ডে আবার সে আঁটিয়া দিল
মুখে আবৃত্তি করিয়া লিখিল

বোর্ডের লেখাটা মিথ্যাই ছিল যদি
সেটা মুছে ফেলা মিথ্যা নয় কি আরও ?
সত্যি কথাই যদি হয়েছিল লেখা
দুঃসাহসিকা ! সেটা মুছে দিতে পারো ?

কোন দিকে না চাহিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল

রমা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) দাঁড়ান আপনি।

নিখিল গ্রাহ্য না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, রমা দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

দাঁড়ান।

নিখিলেশ দাঁড়াইল। এবং একটু হাসিল

আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

নিখিল। কোথায় ? এবং কেন ?

রমা। অথরিটিজদের কাছে, আপনাকে এর জবাবদিহি করতে হবে।

নিখিল। আমি যাব না।

রমা। কাউয়ার্ড কোথাকার! আপনার—

নিখিল। কাউয়ার্ড নই বলেই যাব না। আপনি আমাকে ধ'রে যাবেন—আমি যাব, সে আমি পারব না। আমার নাম নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—Roll 115—4th year, আপনি স্বচ্ছন্দে নালিশ করতে পারেন। সাক্ষীর দরকার হবে না, আমি নিজেই সব কথা স্বীকার করব। আচ্ছা—নমস্কার।

রমা। প্রতি নমস্কার আমি করব না। নমস্কার পাবার মত যোগ্যতা আপনার নাই।

Dr. Chatterjeeর প্রবেশ

ইলা চলিয়া গেল

এই যে বাবা। (নিখিলকে) দাঁড়ান আপনি!

চ্যাটার্জ্জী। রমা, I have resigned—

রমা। Resigned? তুমি কাজ ছেড়ে দিয়েছ বাবা?

চ্যাটার্জ্জী। Have you read this book?

রমা। 'India Unveiled'

চ্যাটার্জ্জী। হ্যাঁ। বিদেশী পর্য্যটকের অতি ঘৃণিত কুৎসা রটনা। ভারতবাসী অসভ্য—ভারতীয়েরা বর্ব্বর—তাদের সমাজ কলঙ্কিত—তাদের আধ্যাত্মিকতা অতি ঘৃণিত মদ্য মাংস নারী নিয়ে ব্যভিচারের মহোৎসব—হাস্যকর যাদুবিদ্যার নামান্তর। আমি এরই প্রতিবাদ লিখিব। আজ কয়েক দিন আমি অহরহ চিন্তা করেছি রমা। আজ আমি মনস্থির করেছি। প্রতিবাদ লিখবার সংকল্প নিয়ে তাই কাজ থেকে অবসর নিলাম; প্রতিবাদে আমি অন্য দেশকে গাল দিতে চাইনে; তাদের কুৎসিৎ দিকের তথ্য প্রকাশ করব না। বিগত যুগের সংস্কৃতির ইতিহাসকে ভিত্তি করে—বর্ত্তমানকে প্রকাশ করব আমি। নিষ্ঠুর শোষণে কল্পনাতীত দারিদ্র্যের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের জাতি—তিলেকের জাতি—বিবেকানন্দের জাতি—গান্ধীর জাতির কাহিনী লিখব আমি। This is my mission of life—I have resigned—

রমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিখিলেশ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

চ্যাটার্জ্জী। কল্যাণ হোক তোমার। রমা—আমি চল্লাম।

চ্যাটার্জ্জীর প্রস্থান

নিখিলেশ চলিয়া যাইতেছিল

রমা। কবিতাটা আপনি নিজে হাতে মুছে দিয়ে যান।

নিখিল। না।

রমা। You shall repent for this. আমাকে তা হ'লে দোষ দেবেন না।

প্রস্থানোদ্যত

নিখিল। নমস্কার।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিখিলেশদের গ্রামের বাড়ী

মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল গৃহস্থের বাড়ী। পূজার ঘর। একটি কাঠের সিংহাসনে (বার্ণিস করা নয়) লক্ষ্মী ঝাঁপি, দুই পাশে দুইটি কাঠের পেঁচা। পাশেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি, রামকৃষ্ণের পাশে বিবেকানন্দের ছবি, উভয় ছবির নীচে আরও একখানি দর্শকের—অপরিচিত এক সাধারণ বাঙালী-ভদ্রলোকের ছবি। নিখিলেশের বিধবা মা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী (বয়স ৪৫।৪৬) বসিয়া মালা দিয়া ছবিগুলি সাজাইতেছেন। তিনি সাজানো শেষ করিয়া প্রণাম করিলেন। ঠিক সেই সময়ে আসিয়া প্রবেশ করিল ঝি। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার পাশেই দাঁড়াইল। জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রণাম-শেষের অপেক্ষা করিয়া রহিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী। (প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া ঝিকে দেখিয়া) কি-রে দামিনী?

ঝি। দাদাবাবুর শ্বশুর এসেছেন মা।

জ্যোতি। (হাসিয়া) আগে বিয়ে হোক, তারপর শ্বশুর ব'ল মা! কখন এলেন?

ঝি। মটর থেকে এই নামছেন। গোটা একটা মটর ভাড়া ক'রে এয়েচেন। মস্ত মস্ত দুটো ঝুড়ি, আমের পাতা বেরিয়ে আছে, বোধ হয় আম আছে।

জ্যোতি। ঝুড়ি শুদ্ধ নামিয়ে রেখে দিক, যেন খোলা না হয়। আর সরকার মশাইকে—

নেপথ্যে রায়বাহাদুর শিবপ্রসাদ। কই, বউ ঠাকরুণ কই? কোথায়?

বলিতে বলিতেই তিনি জুতা পায়েই ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন!

রায়বাহাদুরকে জুতা পায়ে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া ঝি জিভ কাটিল।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন:—

জ্যোতি। আসুন, ঠাকুপো, আসুন। (তিনি নিজেই আসন পতিয়া দিলেন) বসুন ঠাকুরপো। জুতো খুলে ভাল হয়ে বসুন।

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ, ভাল হয়ে বসতে হবে বৈ কি। সমস্ত ব্যাপারের একটা সুব্যবস্থা না ক'রে আমি নড়ব না, প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি। দাঁড়ান আগে প্রণাম করি।

জ্যোতি। (পিছাইয়া গেলেন) থাক ঠাকুরপো; মেয়েদের শুচিবাইয়ের কথা তো জানেন। আমি পুজোয় রয়েছি। আর (হাসিয়া) আপনি ট্রেণ থেকে আসছেন, পথে কেলনারের খানা নিশ্চয় খেয়েছেন। সায়েব মানুষ।

শিবপ্রসাদ। (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন) তা খেয়েছি। তবে অখাদ্য কিছু খাইনি বউদি।

শিবপ্রসাদ নমস্কার করিয়া জুতা খুলিয়া আসনে বসিলেন

জ্যোতি। দামিনী, ঠাকুরপোর জুতো জোড়াটা বাহিরে রেখে দে তো মা।

শিব। ও হো হো—এটা বুঝি পূজোর ঘর!

জ্যোতি। হ্যাঁ, লক্ষ্মীর ঘর।

শিব। বাইরে বাইরে আপিসে আমাদের কারবার—ভুল হয়ে যায়। আর আমাদের লক্ষ্মীর ঘর তো উঠেই গেছে। লক্ষ্মী আমাদের ব্যাঙ্কে। (হাসিলেন) এ গুলি বেশ লাগে আমার।

জ্যোতি। দামিনী, বাইরের বারান্দায় ঠাকুরপোর মুখ হাত পা ধোবার জল দে। আর বামুন ঠাকরুণকে বল জল খাবারের ময়দা মাখতে। আমি আসছি।

দামিনী চলিয়া গেল

শিব। আপনি ব্যস্ত হবেন না বউদি। আগে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার পত্র পেয়ে আমি ছুটে আসছি। আমাকে কঠিন সমস্যায় ফেলেছেন আপনারা।

জ্যোতি। সমস্যা আসে বই কি জীবনে। সেই সমস্যার সমাধান যারা করতে পারে—তারাই তো সংসারে বড় মানুষ। আপনি কর্ম্মী-কৃতী পুরুষ, সেই জন্যেই তো সর্ব্বাগ্রে আপনাকেই জানালাম সমস্যার কথা। নিখিলেশ যখন এসে বললে—মা আমি জেল খেটে এলাম—তখন সর্ব্বাগ্রে আপনাকেই পত্র লিখলাম।

শিব। পত্র পেয়ে আমিও ছুটে আস'ছি। কিছু মনে করবেন না বউদি, অবিনাশ দা যখন হঠাৎ মারা গেলেন—তখন এই আশঙ্কা ক'রেই আমি আপনাকে বলেছিলাম—নিখিলেশকে আমার হাতে দিন, আমি ওকে মানুষের মত মানুষ গড়ে তুলব। কিন্তু আপনি বলেছিলেন—নিখিলেশের জন্যে আপনি ভাববেন না ঠাকুরপো। আপনার দাদার সন্তান অমানুষ হবে না। তা ছাড়া—ছেলেকে মানুষ ক'রে গড়ে তোলবার ভার ভগবান মাকেই দিয়েছেন। আমি কখনও সে ভারের অমর্য্যাদা করব না। আপনি শিক্ষিতা মেয়ে—আপনার কথায় আমি নির্ভর করেছিলাম

জ্যোতি। ভগবানের দায়িত্বের কি আমি অমর্য্যাদা ক'রেছি ঠাকুরপো ?

শিব। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আপনার কাছে যতদিন নিখিল ছিল—ততদিন আপনার পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু তারপর কলিকাতায় গিয়ে তার মতিগতি অন্য রকম হয়েছে। মাট্রিকুলেশনে সে স্কলারশিপ পেয়েছিল—কিন্তু আই-এ তে সেই ছেলে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করলে ? অবশ্য চাকরী তাকে কোনদিন করতে হবে না। সুনন্দা আমার একমাত্র সন্তান। কিন্তু বিদ্যার গৌরবকে আমি শ্রদ্ধা করি।

জ্যোতি। বিদ্যার গৌরবকে শ্রদ্ধা—আপনার চেয়ে আমি কম করি না ঠাকুর পো। কিন্তু আপনি তো জানেন—আপনার দাদা ছিলেন ঠাকুরের মঠের শিষ্য। আমার দীক্ষাও সেই দীক্ষা। বিদ্যার গৌরবের চেয়েও মনুষ্যত্বের গৌরব আমার কাছে আরও বড়। তাই কলেজে গিয়ে সে যখন সেবা ধর্ম্মে কাজ করতে আরম্ভ করলে—তখন আমি আপত্তি করি নি। কখনও করব না।

শিব। আপনি কি প্রকারান্তে আমাকে জবাব দিচ্ছেন বউদি ?

জ্যোতি। (জিভ কাটিয়া) না না ঠাকুরপো, সে অধিকারই যে আমার নেই। সুনন্দার অন্নপ্রাসনে গিয়ে তিনি নিখিলেশকে আপনাকে দান করে এসেছিলেন। ফিরে এসে আমায় বলেছিলেন—নিখিলেশের বিয়ের সম্বন্ধ করে এলাম অমুকের মেয়ের সঙ্গে। নিখিলেশের বয়স তখন চার। তাই আমি হেসেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—হাসি নয়, শুনে রাখ, নিখিলেশের বিয়ে পর্য্যন্ত যদি আমি না থাকি—তবে তাঁরা অমত না করলে—আমাদের অমত করবার অধিকার রইল না। আমি কি জবাব দিতে পারি ঠাকুর পো ?

শিব। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) কথা যখন তুললেন বউ-দি, তখন আমার দিকের কথাও আমি বলব। সত্য যদি কঠোর হয়—কিছু

মনে করবেন না। দেখুন, অবিনাশদা আমি বাল্যবন্ধু। অবশ্য মতের পার্থক্য আমাদের চিরকাল ছিল। যখন এই বিয়ের কথা হয় তখন আমার জীবনের সবে আরম্ভ। ছোট কণ্ট্রাক্ট বিজিনেশ আরম্ভ করেছি। তারপর ভাগ্যই বলুন—আর ভগবানের দয়াই বলুন—কি আমার কর্ম্ম-শক্তিই বলুন—যাতেই হোক—ধীরে ধীরে আজও পর্য্যন্ত আমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র বেড়েই চলেছে মনুষ্যত্বের কথা বললেন—আমিও অমানুষ নই। গ্রামে স্কুল করেছি, হাসপাতাল দিয়েছি, যে কোন বড় প্রতিষ্ঠান আমার কাছে আসে আমি কখনও তাদের ফিরিয়ে দিই না। অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্বেও আমি অবিনাশদার কাছে যে কথা দিয়েছিলাম—তা ভুলিনি। সুনন্দা আমার একমাত্র সন্তান—আমি ইচ্ছে করলে—বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছেলে—

জ্যোতি। (হাসিয়া) তা নিশ্চয়ই পারতেন। রাগ করবেন না ঠাকুর পো—আমি নিখিলেশের মা। আমার চোখে নিখিলেশই আমার বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছেলে। জানেন তো, "তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন।"

শিব। নিখিলেশ সম্বন্ধে আপনার ধারণা মিথ্যে হ'ত না বউ দি, যদি এই ডেঁপোমি তার মধ্যে না ঢুকত। এই ডেঁপোমির ভয়েই আমি তখন আপনাকে লিখেছিলাম—নিখিলকে আমার হাতে দিন।

জ্যোতি। (আঘাত পাইলেন) আপনি একে ডেঁপোমি বলেন ঠাকুর পো?

শিব। (ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন) ডেঁপোমি ছাড়া কি বলব? দেশে flood হয়েছে, Reliefএর দরকার—সত্যিই—দরকার। কিন্তু ভলেণ্টিয়ার হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে সেখানে গিয়ে হৈ-চৈ করলে কতটুকু relief হয় বলুন আপনি? Reliefএর জন্যে আসল দরকার টাকার। যার যতটুকু সাধ্য সেই পরিমাণ টাকা দিলেই তো সব চেয়ে

বড় সাহায্য হয়। নিখিলেশ আমাকে লিখলে আমি তৎক্ষণাৎ—যা সে বলত পাঠিয়ে দিতাম।

জ্যোতি। নিখিলেশ যে তা' করেনি ঠাকুর পো—তার জন্যে আমি তাকে লক্ষবার আশীর্ব্বাদ করছি। তা-হ'লে—

শিব। বউ দি, আপনি কি বলছেন বউ দি?

জ্যোতি। আমার কথা শেষ হয়নি ঠাকুরপো। তা হ'লে আজ না হ'লেও কাল আপনি তাকে মনে মনে ঘেন্না করতেন। যে চোখে বাংলা দেশের লোক আজ ঘরজামাইকে দেখে থাকে, সেই চোখেই তাকে দেখতেন।

শিব। (স্তব্ধতারপর) শুনুন বউদি। ঢাকা দিয়ে কথা বলে মীমাংসা হবে না। তাতে অনেক সময়ের দরকার। সে সময় আমার নেই। শুনুন—আমি খোলাখুলি কথা বলছি—আপনি তার খোলাখুলি উত্তর দিন।

জ্যোতি। বলুন।

শিব। আমি চাই যে, নিখিলেশ এখন থেকে এই সব নিয়ে আর মাতামাতি করবে না। আমার কলকাতার বাসায় থাকবে। আর—

জ্যোতি। আর?

শিব। এই যে জেল সে খেটে এল—এর প্রতিকারের জন্য আমি তাকে মিনিষ্টারের কাছে নিয়ে যাব। প্রয়োজন হ'লে তাকে একটা বণ্ড লিখে দিতে হবে।

জ্যোতি। দামিনী? মুখ হাত ধোবার জল দিয়েছিস? জলখাবার হ'ল?

শিব। থাক বউ দি, আগে আমার কথার উত্তর দিন।

জ্যোতি। আপনি মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, জল খান; আমায় একটু ভাবতে দিন।

শিব। (জ্যোতির্ম্ময়ীর সম্মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন), আমার উত্তর আমি পেয়েছি বউ দি, আমি উঠলাম। নমস্কার (দ্রুত বাহিরে গিয়া জুতা পরিতে আরম্ভ করিলেন)

জ্যোতি। দমিনা, সরকার মশায়কে বল, আমের ঝুড়ি দুটো—যা ঠাকুরপো এনেছিলেন, সে দুটো ওঁর গাড়ীতে তুলে দিক।

শিবপ্রসাদের পুনঃ প্রবেশ

শিব। বউ দি, অবিনাশদার সঙ্গে দাদা সম্পর্কটাও কি আপনি মুছে ফেলতে চান ?

জ্যোতি। সে তো আপনিই ফেলছেন ঠাকুর পো। আপনি হাতে মুখে জল না দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

শিব। জানেন বউ দি, আপনার চিঠি যখন গেল— নিখিলেশের জেলের খবর পেয়ে সুনন্দা কেঁদেছে।

জ্যোতি। তাকে আমার অশীর্ব্বাদ দেবেন ঠাকুর পো। ইন্দ্রের মত স্বামী হবে তার। ইন্দ্রাণীর মত সে যেন সুখী হয়।

শিব। আপনি তা' হ'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বউ দি ?

জ্যোতি। জেনে শুনে নতুন করে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করা কি উচিত হবে ঠাকুর পো ? সেই জন্যেই তো আপনার মেয়েকে শিবের মত স্বামী লাভের আশীর্ব্বাদ করলাম না। শিবের মত জামাই ধনাধিকারীরা কোন কালে সহ্য করতে পারেন না।

[শিব। (একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া) বলে দিন বউদি, আপনাদের সরকারকে—আমের ঝুড়ি দুটো মোটরে তুলে দিক।]

প্রস্থান

জ্যোতির্ম্ময়ী। (ছবির সম্মুখে প্রণাম করিয়া বলিলেন) তোমার কথা যদি মানতে না পেরে থাকি—তুমি আমায় মার্জ্জনা ক'রো ; কিন্তু মা হয়ে নিখিলেশের এতবড় সর্ব্বনাশ আমি করতে পারব না ; পারব না।

তৃতীয় দৃশ্য

Dr. CHATTERJEEর বাড়ী

বসিবার ঘর। অত্যন্ত সাধারণ ভাবে সাজানো—চারিদিকে কেবল বইয়ের আধিক্য।

Dr. Chatterjee বিবেকানন্দের বই পড়িতেছিলেন।

বাহির হইতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল

চ্যাটার্জ্জী। ভেতরে আসুন।

অতুলের প্রবেশ—দাম্ভিক উগ্র চেহারা

অতুল! এস! এস! তোমার কথাই আমি অহরহ মনে করছি। আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি তুমি শুনেছ! বস—তুমি বস।

অতুল বসিল

I have resigned.

অতুল। শুনেছি।

চ্যাটার্জ্জী। এইবার তুমি এসেছ—এখন আমি নিশ্চিন্ত।

অতুল। I. C. S. Competitionএ আমি nomination পাই নি। This was my last chance. বয়সের বাধায় আর আমার পরীক্ষা দেওয়া চল্‌বে না।

চ্যাটার্জ্জী। I am glad.—অতুল, nomination যে তুমি পাওনি এতে আমি সুখী হয়েছি। তোমাদের মত শক্তিমান ছেলে দাসত্বের নাগপাশেই যদি নিজেকে আবদ্ধ করে শক্তিকে পঙ্গু করে রাখবে তবে দেশের সেবা করবে কারা? I am glad—অতুল, এতে আমি এক বিন্দুও দুঃখিত হই নি।

অতুল। দুঃখ আমি পেয়েছি। কিন্তু সে দুঃখকে জয় করব আমি। আমি স্থির করেছি আমি ইংল্যাণ্ড যাব। Engineering পড়ব আমি।

(চ্যাটার্জ্জী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন)

চ্যাটার্জ্জী। ইংল্যাণ্ড যাবে? ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বে? কিন্তু—এ কি অতুল! (খুব কাছে এসে মুখের দিকে চেয়ে) তোমার মুখে চোখে এত ক্লান্তি? নিশ্চয় তোমার কিছু খাওয়া হয়নি।

রমা। অতুলবাবু? কখন এলেন?

চ্যাটার্জ্জী। অতুলের খাওয়া হয়নি রমা শিগ্‌গির কিছু খাবার ব্যবস্থা কর মা!

রমা। আপনার কি অসুখ করেছে?

চ্যাটার্জ্জী। শুনছ রমা, অতুল এখনও খায় নি—আর তুমি—that is bad—খাবার নিয়ে এস শিগ্‌গির। দাঁড়াও, সকাল বেলায় আমি কিছু খেয়েছি না কি বল তো?

রমা। (হাসিয়া) গরম মুড়ি যে খেলে বাবা!

চ্যাটার্জ্জী। O yes! মুড়িগুলোর মধ্যে কিন্তু সার পদার্থ কিছু নেই। এই খেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফের ক্ষিধে পায়। গরম সিঙাড়ার ব্যবস্থা কর দেখি এবার। বুঝলে?

[রমার প্রস্থান

চ্যাটার্জ্জী। শোন অতুল—আমি কি ঠিক করেছি শোন। Unveiled Indiaর প্রতিবাদ লিখব আমি। পড়েছ তুমি বইখানা? পড়নি? সদ্য বেরিয়েছে—তুমি পড়নি। পড়লে তোমার মাথায় আগুন জ্বলে যাবে। অনন্যকর্ম্মা হয়ে আমি এর প্রতিবাদ লিখবার জন্যে কলেজের কাজে resignation দিয়েছি। এবার রমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমার কাজ আরম্ভ করতে চাই।

অতুল। আপনাকে আমি বলেছি আমি England যেতে চাই।

চ্যাটার্জ্জী। Good idea ; আমার কোন আপত্তি নাই। যতদিন তুমি না ফিরবে, রমা আমার কাছেই থাকবে।

অতুল। আপনি আমাকে কি সাহায্য করতে পারেন ?

চ্যাটার্জ্জী। কি সাহায্য বল ?

অতুল। অর্থ সাহায্য। England যেতে হলে অর্থের প্রয়োজন। আমার অবস্থা আপনি জানেন।

চ্যাটার্জ্জী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তুমি আমায় লজ্জা দিলে অতুল। (ড্রয়ার খুলিয়া Bankএর পাশ-বই খুলিয়া) এই দেখ আমার সঞ্চয়, সম্বল মাত্র পাঁচ শো টাকা।

(অতুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল)

এতে যদি তোমার কোন সাহায্য হয় আমি দিতে পারি। হ্যাঁ আরও আছে, রমার গায়ে সামান্য কয়েকখানা গহনা, তাও তুমি নিতে পার।

(অতুল চুপ করিয়া রহিল)

অতুল !

অতুল। বলুন।

চ্যাটার্জ্জী। What else can I do for you my boy ? আর কি করতে পারি আমি, বল ?

অতুল। পারেন। রমার দায়িত্ব থেকে আপনি আমায় নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

চ্যাটার্জ্জী। (সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন) অতুল !

অতুল। হ্যাঁ, রমার দায়িত্ব থেকে আপনি আমায় নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

(অতুল অসঙ্কোচে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

চ্যাটার্জ্জী। কি বলছ তুমি অতুল !

অতুল। আমার অবস্থা আপনি জানেন। আমার আশা ছিল

I. C. S. Competition-এ আমি খুব উচ্চস্থান অধিকার করব। সেই ভরসাতেই আপনাকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি নিজেই পড়েছি অথৈ সমুদ্রে। এর ওপর রমার দায়িত্ব আমি কি করে গ্রহণ করব? আপনি আমায় মুক্তি দিন।

চ্যাটার্জ্জী। বস অতুল, বস। এতক্ষণে তোমার আজকের মন আমি বুঝতে পারছি। I. C. S. Competition-এর ব্যর্থতায় তুমি আঘাত পেয়েছ। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না my boy. Failures are pillars of success. আমি বলছি I. C. S-এর চেয়েও তুমি বড় হবে, you will be a nation-builder. বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছ তুমি, সুন্দর স্বাস্থ্য তোমার, ভবিষ্যতের জন্য তোমার চিন্তিত হওয়া উচিত নয় অতুল!

(অতুল তিক্ত হাসি হাসিল)

তা' ছাড়া অতুল, রমাকে আমি লেখাপড়া শিখিয়েছি; সেই সঙ্গে আরও একটা বড় শিক্ষা দিয়েছি—দারিদ্র্যকে সে ভয় করে না, দুঃখকে সে হাসিমুখে উপেক্ষা করতে পারে, তোমার সকল দুঃখ-কষ্টের ভাগ সে হাসিমুখে বরণ করে নেবে।

অতুল। কিন্তু আমি? আমি তাকে কোন্ মুখে দুঃখ কষ্টের বোঝা তুলে দেব? কোন মুখে বলব এই পৃথিবীর এই অগাধ অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য বিলাস-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তোমার অধিকার নাই—ওদিকে তুমি চেয়ে দেখো না। আমাকে মাফ করবেন, আমি তা পারব না। আমার স্ত্রীকে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখতে চাই। আমার জীবন সহস্রের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে বড় হয়ে উঠবে এই আমার আশা। বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে আমার পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব—আমাকে মার্জ্জনা করবেন।

চ্যাটার্জ্জী। ভগবান তোমাকে মার্জ্জনা করুন অতুল। আমার মার্জ্জনা-অমার্জ্জনায় তোমার কিছু যাবে আসবে না।

(অতুল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

কালই পড়ছিলাম - ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা কুৎসাপূর্ণ বইয়ে একজন বিদেশী লিখেছে—এই বাংলা দেশ সম্বন্ধেই লিখেছে—In Bengal, of late years, several cases have become public of girls committing suicide at the approach of marriageable age to save their fathers the crashing burden of their marriage dowry. It is pity—a great pity. অতুল, তুমিই সেটা প্রমাণ করে দিলে।

অতুল। না—পণ আমি চাই নি, পণ আমি চাইব না। কিন্তু দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি। রমাকে আমি স্নেহ করি। তাই তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার পাততে আমি পারব না। আ নিজের আশা-আকাঙ্খাকে আমি হত্যা করতে চাই না। তাই আমি আপনার কাছে মুক্তি চাই।

(রমা জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল)

রমা। (থালাখানি টেবিলের উপর নামাইয়া দিল) খান অতুলবাবু। বাবা, তোমার খাবার এখন আনলাম না। তুমি তো এখন খেতে পারবে না। খান্ অতুলবাবু।

অতুল। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) আবার আপনাকে বলছি, আপনি আমাকে মার্জ্জনা করবেন, আমি চল্লাম।

(দ্রুতপদে রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গেল)

রমা। দাঁড়ান্ অতুলবাবু! দাঁড়ান্।

(অতুল দাঁড়াইল)

বাবা মুখ ফুটে আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন নি। কিন্তু আমি আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি।

অতুল। আমাকে তুমি মার্জ্জনা কর রমা।

রমা। তাও ক'রেছি। মুখ ফুটে চাইবার আগেই করেছি। দুর্ব্বল করুণার পাত্র যারা—তাদের ওপর রাগই যে করা যায় না, তাই চাইবার আগেই তারা মার্জ্জনা পেয়ে থাকে। আপনি কিন্তু খেয়ে যান।

অতুল। না, করুণার পাত্র বলে এ থেকেও তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

[প্রস্থান

(রমা জলখাবারের থালাটা উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল)

চ্যাটার্জ্জী। রমা!

রমা। আসছি বাবা, খাবারগুলো কুকুরটাকে দিয়ে আসি আগে।

(ভিতরে গিয়া রমা পুনরায় ফিরিয়া আসিল)

বল' বাবা!

চ্যাটার্জ্জী। মা!

রমা। (চ্যাটার্জ্জীর বক্তব্যের প্রতীক্ষা করিয়া) বাবা!

চ্যাটার্জ্জী। তোকে কি বলব—আমি যে খুঁজে পাচ্ছি না মা।

রমা। দুঃখ আমি পাই নি বাবা। তোমার আশীর্ব্বাদ আমাকে অমানুষের হাত থেকে রক্ষা করেছে—সেইটে আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা।

চ্যাটার্জ্জী। এত বড় ফাঁকি? অতুলের মত শিক্ষিত ছেলের মধ্যে এত বড় ফাঁকি—এ যে আমি কল্পনা করতে পারি না মা! চৈতন্যের দেশ, বিবেকানন্দের দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ কি অমানুষে ভরে গেল!

রমা। না বাবা। তা হয় না। মানুষ আছে বই কি। তবে মানুষেরা মানুষ বলে নিজেদের জাহির ক'রে বেড়ায় না, তাই অমানুষগুলোই বেশী ক'রে চোখে পড়ে।

চ্যাটার্জ্জী। তোর কথা সত্য হোক। কিন্তু তোকে নিয়ে যে আমি সমস্যায় পড়লাম মা!

রমা। কোন সমস্যা নেই বাবা। রাণী-ভবানীর দেশের মেয়ে, রায়-বাঘিনীর দেশের মেয়ে আমি। এ যুগের লেখাপড়া শিখে বাইরের চেহারাই শুধু পাল্‌টেছে, কিন্তু তাঁদের যোগ্যতা আমাদেরও আছে। সে যুগে খাঁড়া নিয়ে লোকে যুদ্ধ করত বাবা, তারপর হয়েছিল বাঁকা তলোয়ার, এখন তলোয়ারের চেহারা হয়েছে সোজা। (প্রণাম করিয়া) তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর বাবা।

চ্যাটার্জ্জী নীরবে তাহার মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

সেবাশ্রমের কক্ষ

পুরানো একখানি ঘর। ঘরের আসবাসের মধ্যে একটা ভাঙা টেবিল, খান দুয়েক পুরানো বেঞ্চ, খান দুই পুরানো চেয়ার। একদিকে একখানা ছোট চৌকী—'বেড' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফার্ষ্ট এডের বাক্স—কিছু ঔষধপত্র একটি শেল্‌ফে সাজানো। দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় বোর্ড, তাহাতে মোটা হরফে লেখা বিবেকানন্দের বাণী—

"তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ, সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র। ভুলিও না—নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই।

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।”

এ ছাড়াও দেওয়ালে দুইপাশে দুইখানি চার্ট—মৃত্যুর হিসাব ও দেশের আমদানি-রপ্তানির হিসাব। ঘরখানির মধ্যে দারিদ্র্য সুপরিস্ফুট; কিন্তু একটি পবিত্র পরিচ্ছন্নতা চারিদিকে উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত। বেডের বিছানার চাদর পরিষ্কার—আসবাবপত্র সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সাজানো। যতীন ছেলেটি আপন মনে লিখিতেছিল।

(নিখিলেশ একটা পথচারী ছোঁড়ার হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল এবং তাহাকে একটা বেঞ্চের উপর বসাইয়া দিল)

নিখিল। বস ওইখানে, চুপ ক'রে—ভ-য়ে আকার ল-য়ে ওকার ছ-য়ে একার ল-য়ে একারের মত—মানে ভালো ছেলের মত বস। হ্যাঁ!

যতীন। ওটা আবার কে?

নিখিল। খুদে শয়তান। একেবারে বিচ্ছু! দেখ না—হাতটা কামড়ে কি করে দিয়েছে। বলব কি হে, ডালকুত্তার বাচ্চার মত হাতে কামড়ে ধরে ঝুলতে আরম্ভ করলে।

যতীন। জোটালে কোত্থেকে?

নিখিল। বল কেন? সেই যে সেই অন্ধ ভিখিরীটা—'আয় বাপ', 'আয় বাপ' বলে পিলে-চমকানো চীৎকার ক'রে ভিক্ষে করে হে—; আমি

আসছি, দুপুর বেলা পথটায় জনমানব নেই—দেখি সেই ভিখারীটা আর এই ছোঁড়াটা হনুমান আর অহিরাবণের বেটা মহীরাবণের মত যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। অন্ধটার কোমরে গেঁজেতে তার ভিক্ষের টাকা ছিল, ছোঁড়াটা সেইটা ছিঁড়ে নিয়ে পালাচ্ছিল—কিন্তু অন্ধ হলেও শব্দ-ভেদী হাতে ধরে ফেলেছে। ছুটে গেলাম। ছোঁড়াটার কাছে ছিল একটা হাতা কি খন্তার ভাঙা ডাঁট—খপ্ ক'রে বসিয়ে দিলে অন্ধটার মাথায়। মেরেই দে ছুট। বহু কষ্টে ধরলাম। কচ্ কচ ক'রে ড্যালকুত্তার মত কামড়ায় হে। রমেনকে দিয়ে ভিখারীটাকে পাঠিয়েছি হাঁসপাতালে। (ছোঁড়াটার প্রতি) এ্যাই। (ছোঁটাটা একটু একটু করিয়া বেঞ্চের প্রান্তদেশের দিকে সরিতেছিল) সরে পড়বার মতলবে আছিস বুঝি ? (ছোঁড়াটার হাত ধরিয়া একটা জানালার ধারে লইয়া গিয়া) শোন্। নীচে রাস্তা দেখতে পাচ্ছিস ?

(ছোঁড়াটা তাহার মুখের দিকের চাহিল। নিখিল ছেলেটাকে দুই হাতে তুলিয়া জানালা পার করিয়া বাহিরে ধরিয়া—)

দিই আলগোছে—এই দোতালা থেকে রাস্তার ওপর নামিয়ে ? দিই ?

ছোঁড়াটা। না।

নিখিল। আর পালাবি না ?

ছোঁড়া। না।

নিখিল। দেখিস্ ?

ছোঁড়া। হ্যাঁ।

নিখিল। আচ্ছা। (জানালা হইতে লইয়া আসিয়া বেঞ্চে বসাইয়া দিল) বস্ তবে চুপ করে। কিছু খাবি ?

ছোঁড়া। একটা বিড়ি দাও।

নিখিল। কি !

ছোঁড়া। বিড়ি।

নিখিল। হুঁ! সোনামণি আমার বাপের ঠাকুর! আর কি খাবি? গাঁজা—চরস—মদ।

ছোঁড়া। উঁহু—শুধু বিড়ি খাই।

নিখিল। সর্ব্বরক্ষে।

যতীন। ভাগিয়ে দাও, ওকে ভাগিয়ে দাও।

নিখিল। উঁ-হু। যে কামড় ও আমাকে দিয়েছে, ওকে আমি সহজে ছাড়ব না। এস্পার কি ওস্পার একটা করবই। হয় ওকে ভাল করে তুলে সেবাশ্রমের কাজে লাগাব, নয় আমিই শেষ পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে গাঁট কেটে বেড়াব।

যতীন। পাগলামো ক'র না নিখিল, পাগলামো কোরো না।

নিখিল। পেছনের দিকে চাও যতীন, স্বামীজীর মন্ত্রের দিকে চেয়ে দেখ। আমাকে বাধা দিও না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখব।

যতীন। (কিছুক্ষণ পরে) কলেজে কি হ'ল?

নিখিল। ফাইন করেছে—না দিলে সাসপেণ্ড করবে। বললে—লজ্জা হয় না তোমার? বললাম—হয়। কিন্তু কবিতা লিখেছি ব'লে নয়—মেয়েরা অতিরিক্ত পাউডার মাখে বলে লজ্জা হয়। চটে গেল বেজায়।

(কথাবার্ত্তার অবসরে ছেলেটা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে বেঞ্চে শুইল ও ঘুমাইয়া পড়িল)

যতীন। যাক, শোন। শক্তিগড়ের বিমল খবর দিয়েছে, আশে-পাশে ভীষণ কলেরা হয়েছে। এক সপ্তাহে পঁচিশজন মারা গেছে।

(পত্রখানি নিখিলেশের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।)

নিখিল। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পত্রখানি লইল, তারপর পড়িল, পড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)—আরে, ছোঁড়াটা ঘুমিয়ে পড়ল

দেখছি? (হাসিয়া) চঞ্চল ছেলে—একটু শান্ত হয়েছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে।

(কোলে তুলিয়া লইয়া ভিতরের দরজা দিয়া চলিয়া গেল)

(যতীন পত্র পড়িতে লাগিল। রমেন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অন্ধ ভিক্ষুককে লইয়া প্রবেশ করিল। ভিক্ষুককে বিছানায় শোয়াইয়া দিল)

ভিক্ষুক। আমাকে ছেড়ে দেন বাবু, ও আমার কিছু হবে নি। পথে থাকলে আমার দু' পয়সা রোজগার হবে।

যতীন। কি হ'ল? হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলে কেন ওকে?

রমেন। সামান্য আঘাত। ব্যাণ্ডেজ করেই ছেড়ে দিলে। রাখলে না। রাখা নিয়মও নয়।

ভিক্ষুক। কিছু লাগেনি বাবু, ও আমার কিছু লাগেনি। সেবার বাঁ পা'টার ওপর দিয়ে গাড়ী চলে গেল—আপনি ভাল হ'ল। ঘা ছিল ছ'মাস, রোজগার ডবল হয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে দেন বাবু আমাকে।

যতীন। বেশ ত, ওবেলায় যাবে। এ বেলাটা এইখানে বিশ্রাম ক'রেই যাও। রমেন, ওকে ওঘরে নিয়ে যাও।

ভিক্ষুক। বাবুমশায়, তবে আমাকে দুখানা রুটি খেতে দেবেন। ভাত খেলে আমার ঘা বাড়বে।

রমেন। আচ্ছা, আচ্ছা—তাই দেব। চল।

[রমেন ও ভিক্ষুকের প্রস্থান

(রমার প্রবেশ)

(যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল)

রমা। নমস্কার।

যতীন। নমস্কার।

রমা। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

যতীন। আমি আপনাকে চিনি। আমরা একসঙ্গে একই কলেজে পড়ি মিস্ চ্যাটাৰ্জ্জী।

রমা। তা হ'লে ভালই হ'য়েছে। ভেবেছিলাম—অপরিচিত লোকের কাছে গিয়ে পড়ব। শুনুন—আমি কি জন্যে এসেছি।

যতীন। বলুন।

রমা। আমার বাবা গিয়েছেন—বৰ্দ্ধমান জেলায় এক বন্ধুর বাড়ী। সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। দেখলাম বন্যায় অঞ্চলটা ভেসে গেছে। বাবার সঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে দেখলাম। সেখানে সৰ্ব্বত্র আপনাদের সেবাশ্রমের নাম শুনলাম। আপনারা সেখানে flood reliefএ গিয়েছিলেন। আপনি গিয়েছিলেন কি?

যতীন। না। আমি যেতে পারিনি। আমাদের সম্পাদক গিয়েছিলেন—অন্য সভ্যেরাও অনেকে গিয়েছিলেন?

রমা। আপনাদের সম্পাদক কোথায়?

যতীন। (হাসিয়া) তিনি ভেতরে আছেন—আসবেন এখুনি।

রমা। আপনারা কি মেয়েদের মেম্বার করেন?

যতীন। আছেন দু'চার জন।

রমা। তাঁরা কেউ যান নি সেখানে? মেয়েরা কেউ এসেছিলেন বলে তো সেখানে শুনলাম না।

যতীন। আমাদের মহিলা সভ্যেরা আমাদের অর্থ-সাহায্য করেন—কখন কখনও সমিতির মিটিংয়ে আসেন—হাতে-কলমে বাইরের কাজ করার তাঁদের অসুবিধে আছে, আমরাও কখনও অনুরোধ করিনে। আমরা থাকতে আপনারা কাজ করবেন—সে যে আমাদেরই লজ্জার কথা।

রমা। আমি কিন্তু নিজে কাজ করতে চাই।

(যতীন চুপ করিয়া রহিল)

আপনাদের কি কোন আপত্তি আছে?

যতীন। মিস চ্যাটার্জী—আপনি কেন এর মধ্যে আসছেন? আপনারা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—আপনাদের স্থান ঘরের মধ্যে—বাইরের কাজের ভার পুরুষের—

রমা। না—ও যুক্তি আমি স্বীকার করি না। এই যুক্তিতেই দীর্ঘকাল আমরা পঙ্গু হয়ে রয়েছি ঘর, গৃহ, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! এ সব ছলনা। আমি মুক্তি চাই, পুরুষের সঙ্গে সকল কর্ম্মে সমান অধিকার চাই। আপনাদের আপত্তি থাকে—আমি চলে যাচ্ছি। আমি নিজে এমনি সঙ্ঘ গড়ে তুলব। প্রয়োজন হয় শুধু মেয়েদের নিয়েই গড়ে তুলব।

(নিখিলেশের প্রবেশ—পিঠে হাভারস্যাক ও ওয়াটার বট্‌ল্)

নিখিলেশ। সেদিন আমি সেই কবিতাটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দেব রমা দেবী।

রমা৺ আপনি?

(দুই পা পিছাইয়া গেল)

নিখিল। আমিই সেবা-সংঘের সম্পাদক। সেদিন আমি নূতন করে কবিতা লিখব আপনাদের বন্দনা ক'রে। বলব কি—আজই ইচ্ছে করছে খাতা-কলম নিয়ে বসে যাই।

রমা। খাতা-কলম নিয়ে যিনি বসেন—তাঁর প্রতি বা তাঁর বন্দনার প্রতি আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই বা আগ্রহ নেই নিখিলেশবাবু; তবে আমার সম্মুখে যে মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে—তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। সেদিন আপনাকে নমস্কার করিনি, আজ আপনাকে নমস্কার করছি।

নিখিল। যাক গে—ও কথা। আপনি কি আমাদের সংঘের সভ্য হতে চান?

রমা। চাই। সমস্ত জীবন—নিখিলবাবু, আমার সমস্ত জীবন আমি এই কাজে উৎসর্গ করতে চাই।

নিখিল। যতীন, রমা দেবীকে আমাদের সভ্য করে নাও। আমি চললাম।

রমা। কোথায়?

নিখিল। শক্তিগড়। কলেরা হয়েছে সেখানে।

রমা। দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই। যতীনবাবু, আমাকে কি কিছুতে সই করতে হবে? কত চাঁদা দিতে হবে?

যতীন। চাঁদা? চাঁদা আপনার কর্ম্ম। সইও কিছু করতে হবে না। শুধু অন্তরে অন্তরে শপথ গ্রহণ করতে হবে। কেবল—ওই দেওয়ালের দিকে স্বামীজীর স্বদেশ-মন্ত্রের দিকে চেয়ে দেখুন। সমস্ত অন্তর দিয়ে ওই মন্ত্র গ্রহণ করুন।

(রমা মনে মনে পড়িতে পড়িতে সহসা স্ফুটকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে যতীন নিখিলেশও যোগ দিল)—

"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই! ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

(প্রণাম করিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রঙ্গমঞ্চের একপ্রান্ত হইতে অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত একটি বাংলো বিস্তৃত। বাংলোটির অর্দ্ধাংশ রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বদেশের নেপথ্যে চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটি বারান্দা। বাংলোর গায়ে রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে একটি ফটক। ফটকের পাশ হইতে রঙ্গমঞ্চের অপর পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত একটি দেওয়াল! ফটকের পাশেই ছোট একটি টেবিল। টেবিলটি লেবার-রেজিষ্ট্রারের। বারান্দায় ঘরের দুয়ারের সম্মুখে টুলের উপর বসিয়া আছে একজন তকমা-আঁটা পিওন। ঘরের দরজার মাথার লেখা 'Office'।

(নেপথ্যে শব্দ উঠিতেছে—ঘং—ঘং—ঘং। তিনবার ঘণ্টার আওয়াজ। একজন হাঁকিল—হোই—টালোয়ান!)

পর মুহূর্ত্তেই ইঞ্জিনের শব্দ আরম্ভ হইল।

মুন্সী এখনও আসে নাই। মুন্সীর আসনের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে ওভারম্যান—খাকী হাফপ্যাণ্ট, খাকী হাফ-হাতা কামিজ, বগলে একটা শোলার টুপি। সবই কয়লার কালিতে ময়লা। হাতে একটা মোটা লাঠি এবং খাদের তলায় ব্যবহার্য্য বাতি। এক পাশ হইতে প্রবেশ করিল একদল 'কামিন', মেয়ে কুলি—সকলেরই হাতে শিকে লাগানো বড় কেরোসিনের ডিবে, মাথায় বিঁড়ার উপর ঝুড়ি। তাহারা গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে প্রবীণা একজন আগাইয়া গেল লেবার-রেজিষ্ট্রারের টেবিলের কাছে। অন্য মেয়েরা গান গাহিয়াই চলিল।

গান

বাঁকা চাঁদ পাহাড়ে, রঙে আঁকা আহা রে,

কাজ নাই থাক্ রে।

এই মাটি কালো সে, তবু হায় ভাল সে,

গায়ে তাই মাখ্ রে।

মহুয়ার ফুলরে, শুধু মিছে ভুলরে

মেটে না তো ক্ষুধাও।

কালো মাটি কয়লা, ওরা বলে ময়লা,

জানি গড়ে সুধাও।

দূরে বাঁশী বাজলো, তাহে কিবা কাজ লো

দূরে তারে রাখ্ রে।

মণিভরা খনিতে, চল্ মণি গণিতে,

আছে কত লাখ্ রে॥

ওভারম্যান কুড়ারাম। কি গো সখির মা, নামবি নাকি খাদে? এঁ্যা?

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ গো। মরদরা সব নেমেছে সেই কখন; কয়লা কেটে ডাং করেছে এতক্ষণে। বোঝ দিব কখন? মুন্সী বাবু কই গো? গেল কোথা?

কুড়োরাম। আসছে আসছে। হোই—কানাই! কানাই হে।

প্রৌঢ়া। হাঁ গো বাবু, কাল তুমি ভক্তার দলকে মদ দিলে, খাসী দিলে। আমাদিগে দিলে না কেনে?

কুড়া। দিব দিব। আজ দিব। কাল উদিগে দিয়েছি—আজ তোদের পালা। খাদ থেকে উঠেই কিন্তু আবার গাড়ী বোঝাইয়ের

কাজে লাগতে হবে। কোম্পানীর আজকাল মেলা অর্ডার। অন্নদাতা প্রভু। বুঝলি সখির মা—না করলে হবে কেনে? এ্যাঁ।

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ—তা বটে, ঠিক বটে বাবু।

কুড়া। হ্যাঁ—ঠিক বটে বাবু। হুঁ—হু! এইবার কি হয় দেখ্ না সখির মা! জামাইবাবু বিলাত থেকে mining শিখে এল। এইবার কি হয় দেখ্ না! এ fieldএ ফার্ষ্ট নম্বর কলিয়ারী। খাদের নীচে বিজলী বাতি হবে! তোদের ধাওড়ায় হবে। হুঁ—হুঁ! হুঁ—হুঁ। দেখ্ না কি হয়। তবে চুপি চুপি একটি কথা তোকে বলে দি সখির মা। আর চুরি করে কয়লা কাটিস না যেন! খবরদার! হুঁ—হুঁ—আর সে দিন নাই বাবা। বিলাত ফেরত জামাইবাবু মালিক এখন। একেবারে শেলেদা বাঘ।

প্রৌঢ়া। হুঁ। তুর মিছে কথা। ওই সোনার পারা চেহারা—ওই আবার বাঘ হয়! মিছে কথা বলছিস তু।

(আফিস হইতে বাহির হইয়া আসিল অতুল। খাকী হাফপ্যাণ্ট, সার্ট ইত্যাদি পরণে)

অতুল। ওভ্যারম্যান বাবু।

(কুড়ারাম আঁতকাইয়া উঠিয়া প্রায় ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া দুলিতে লাগিল। এ দোলা তাহার অভ্যাস)

কুড়ারাম। আজ্ঞা, জামাইবাবু।

অতুল। মুন্সীবাবু কোথায় গেলেন? কামিনরা এখনও দাঁড়িয়ে কেন?

কুড়ারাম। আসছে আজ্ঞা, এখনি আসছে। কানাই হে! ও কানাই। (আবার দুলিতে লাগিল)

(কানাইয়ের প্রবেশ)

কানাই। বাপরে বাপরে বাপরে, আচ্ছা বিশকুশী হাঁক—(অতুলকে

দেখিয়া লোকটা যেন পাথর হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে সেলাম করিয়া বলিল) ভারী জল তেষ্টা পেয়েছিল স্যার!

অতুল। এইখানে কুঁজো-গেলাস রাখবেন আজ থেকে। কামিনদের নাম রেজিষ্টারে enter করে নিয়ে ভেতরে যেতে দিন ওদের!

(মুন্সী তাড়াতাড়ি গিয়া চেয়ারে বসিল। মেয়েরা আগাইয়া গেল। নেপথ্যে ঘণ্টার শব্দ হইল)

মুন্সী। ঠাণ্ডারামের দল তো? নাম আমি লিখে রেখেছি। সবাই এসেছিস্ তো?

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ গো। ঘরে বসে থাকলে পয়সা দিবি তুরা? (মেয়েদের প্রতি) আয় গো! সব আয় গো!

(গানের এক লাইন গাহিতে গাহিতে মেয়েরা ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল)

অতুল। (মেয়েরা চলিয়া যাইবার পর) ওভারম্যানবাবু!

কুড়ারাম। আজ্ঞা জামাইবাবু?

অতুল। কাল আপনি খাদের কুলিদের মদ আর খাসীর দাম দিয়ে ওভার-টাইম খাটিয়ে লোডিং করিয়েছেন?

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু! বেশী অর্ডার আছে—পঁচিশখানা গাড়ী লেগেছে—

অতুল। থামুন আপনি। শুনুন—ভবিষ্যতে আর এমন করবেন না, যেটুকু আপনার duty তার বেশী কোম্পানি আপনার কাছে প্রত্যাশা করে না। ঘড়ির ছোট কাঁটাটা যদি বড় কাঁটার কাজ করতে চায়—তবে সেটা চলতে গিয়ে অচল হয়ে যায়। সমস্ত দিন কুলিগুলো খেটেছে—রাত্রে আবার তাদের মদ-মাংস খাইয়ে কাজ করিয়েছেন আপনি! তাদেরও মানুষের শরীর। আমার কথা বুঝেছেন আপনি?

কুড়া। আজ্ঞা হ্যাঁ জামাইবাবু!

অতুল। হ্যাঁ কথাটা মনে রাখবেন।

[প্রস্থান

কুড়া। কানাই কুঁজো গেলাস এনেছিস ভাই? উঃ বুকটা শুখায়ে গেল রে।

কানাই। কুঁজা কুমার বাড়ীতে, গেলাস বাজারে, জল নদীতে। কুঁজা গেলাস! বিষ নাই, তার কুলার পারা চক্করটি আছে। ঘর-জামাই—

কুড়ারাম। চুপ চুপ!

কানাই। চুপ? চুপ করতে বলছিস? (কাঁদিয়া ফেলিয়া খাতাখানা খুলিয়া দেখাইল, তাহাতে কালি পড়িয়া গেছে) এই দেখ কি হল!

কুড়ারাম। এই মরেছিস রে, কালি ফেলাইলি কি করে?

কানাই। তুমাকে দিলে ধমক, আমি উঠলাম চমকায়ে আর দোয়াতটি গেল উল্টায়ে। এখন এ আমি কি করি বল্ দেখি ভাই? বাঘের মত এসে ধরবেক মাইরি। তখন যদি বলি তোমার ধমকে ইটি হয়েছে স্যার—মানবেক শালা? এগুলেও নিব্বংশের বেটা, পিছালেও তাই। ই আমি কি করি বল্ দেখি ভাই?

কুড়ারাম। দাঁড়া ভাই, জল খেয়ে আসি। গলা আমার শুকায়ে গেল।

কানাই। আমার লেগেও এক গেলাস আনিস ভাই।

(কানাই থুথু দিয়া আঙুল ঘষিয়া কালি তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নেপথ্যে হর্ণের শব্দ)

কুড়ারাম। ওরে বাবারে! রায় বাহাদুর এলেন লাগছে! অন্নদাতা প্রভু, আয়—আয় কানাই—সেলাম দিয়ে আসি, দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান

(রায়বাহাদুর ও অতুলের প্রবেশ)

রায়। এই আমার স্বপ্ন অতুল। এ আমার সম্পত্তি নয়—সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র নয়—এ আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষের প্রতীক। বিংশ-শতাব্দীর নূতন ভারতবর্ষ। যন্ত্রশিল্পে সমৃদ্ধ—বিজ্ঞানবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত। আমি নিজে হাতে গড়েছি এই ক্ষুদ্র অংশটুকু। এখন তোমার হাতে ভার তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। একে তুমি প্রসারিত কর, বাড়িয়ে তোল।

অতুল। আমি প্রাণ দিয়ে আপনার স্বপ্নকে সফল করবার চেষ্টা করব আমি। আপনি আমাকে সন্তানের আসন দিয়েছেন—মর্য্যাদা দিয়েছেন—স্নেহ দিয়েছেন—আমি তার অমর্য্যাদা করব না।

রায়। জানি অতুল, সে কথা আমি জানি। জান অতুল, নিস্ব রিক্ত হাতে সংসারে পথে বেরিয়েছিলাম। খালি মাথায় রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ঠিকেদারী নিয়ে কাজ করিয়েছি। ছাতা কিনি নি পয়সা খরচ হবে বলে। সেখান থেকে এলাম কলিকাতা। খিদিরপুর ডকে মালখালাসের কাজ নিলাম। সেখান থেকে Export import, তারপর সুরু করেছি কলকারখানা—কলিয়ারী নিয়ে কাজ। পৃথিবীতে মানুষ অনেক দেখেছি। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। তুমি যেদিন ক্লান্ত দেহে, মলিন পোষাকে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে—সেইদিন তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয় নি। আমি তোমায় চিনেছিলাম, তাই নিঃশংসয়ে তোমার হাতে আমার সুনন্দাকে তুলে দিয়েছি। আমি ভুল করিনি।

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। বাবা!

রায়। মামি, মাই মাদার—সুনি—সুনন্দা! মা জননী!

সুনন্দা। আমি তোমার জন্যে বসে আছি বাবা, তুমি কলকাতা

থেকে আসছ—কিন্তু তুমি এসে আপিসে বসে আছ। কতদিন পর এলে বল তো!

রায়। কতদিন পর? একমাস!

সুনন্দা। একমাসই কি কম বাবা?

রায়। শোন অতুল, পাগলী কি বলে শোন! ওরে মা, জীবন-যুদ্ধে পুরুষ ছুটবে দেশে-দেশান্তরে—যুদ্ধ জয় ক'রে সে ফিরবে সেই প্রতীক্ষাতেই তো আনন্দ তোদের! এত উতলা হ'লে চলবে কেন?

সুনন্দা। উতলা? না বাবা উতলা আমি হই না। মা যখন মৃত্যুশয্যায় তুমি তখন বম্বেতে। মা উতলা হন নি। মাকে বলেছিলাম—বাবা যে এখনও এলেন না মা। মা বলেছিলেন—উতলা হ'সনে সুনন্দা—কখনও যেন উতলা হসনে। আমি উতলা হইনে বাবা!

অতুল। সুনন্দা কি সব বলছ তুমি?

সুনন্দা। তুমি ওঁকে জিজ্ঞেস কর বাবা। আমি কখনও উতলা হইনে। সকালে বেরিয়ে আসেন—খাদের নীচে নামেন, বাড়ী ফিরে খাবার সময় হয় না, খাদের নীচে খাবার পাঠিয়ে দি; জিজ্ঞেস কর ওঁকে—কোনদিন উতলা হয়নে আমি।

রায়। আচ্ছা—আচ্ছা—ঝগড়াতে কাজ নেই। চল তোর দরবারে যাই চল।

সুনন্দা। না বাবা, তোমার কাজ থাকলে তুমি শেষ করে এস।

[প্রস্থান

রায়। অতুল! সুনন্দাকে ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না।

অতুল। না না, সুনন্দা সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করবেন না। ওর প্রকৃতি বড় স্নিগ্ধ—বড় শান্ত।

রায়। ওই—ওই আমার ভয় অতুল। বড় স্নিগ্ধ, বড় শান্ত! ওর মা ছিল ওই রকম। জীবনে কোনদিন কোন অসন্তোষ প্রকাশ

করে নি, কিন্তু তার মৃত্যুর পর যতবার তার মুখ আমি স্মরণ করি—ততবার আমি শিউরে উঠি—মনে হয় পুঞ্জীভূত অতৃপ্তি অসন্তোষ তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে রয়েছে, মনে হয় দীর্ঘ দিন শ্যামল তৃণক্ষেত্র ভ্রম করে একটা আগ্নেয়গিরিকে বুকে আঁকড়ে ধরেছিলাম।

অতুল। আপনি ভাববেন না, সুনন্দাকে এবার আমি কাজ দেব। কুলিদের ছেলেদের জন্যে child welfare করব, মেয়েদের জ maternity home করব—তার কাজের ভার দেব সুনন্দার উপর।

রায়। Good—খুব ভাল আইডিয়া। এস আর দেরী কর না। সুনন্দা অভিমান ক'রে গেল বোধ হয়।

অতুল। না—না। গিয়ে দেখবেন সে বইয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে আছে।

রায়। হ্যাঁ, পড়তে ও বরাবরই ভালবাসে। কিন্তু—

অতুল। কিন্তু—কি?

রায়। ওটাও বোধ হয় ওর পক্ষে ভাল নয়। তোমার কাছে আমি গোপন করি নি। ছেলেবেলায় ওর সম্বন্ধ করেছিলাম—নিখিলেশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে। সে কবিতা লিখত—গল্প লিখত কাগজে। সুনন্দার মা সেই সব কাগজ কিনতেন। তা থেকেই—। (আক্ষেপের স্বরে) সেই—সেই আমার সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে।

অতুল। চলুন—আপনি বাংলোয় চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

যতীন সেবাসংঘ আপিসের কাজ করিতেছে। রমা প্রবেশ করিল। তাহার এক কাঁধে একটা ঝোলা, অন্য কাঁধে একটা ওয়াটার বটল। তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিল বিছে। তাহার বেশভুষা পরিচ্ছন্ন। রমা আসিয়া ঝোলা ও ওয়াটার বটল রাখিয়া আসিয়া একটা চেয়ারে বসিল। বিছে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

রমা। আমার অভিযোগ আছে যতীনবাবু।

যতীন। অভিযোগ? কি হয়েছে মিস চ্যাটার্জ্জী?

রমা। আপনি নিজে কি কিছু বুঝতে পারেন না যতীনবাবু? এ পৃথিবীতে গতিই জীবন। যার মধ্যে গতি নেই সে মৃত—সে জড়। আমাদের সংঘ কি চলছে? সে কি এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নেই?

যতীন। আপনার কথাটা আংশিক ভাবে সত্য রমাদেবী।

রমা। আংশিক ভাবে? (হাসিল) সংসারে আপনি সত্যকারের বন্ধু যতীনবাবু। বন্ধুর ত্রুটি ঢাকাবার জন্য সত্যকেও আপনি পূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারছেন না। নিখিলেশবাবুর ত্রুটি সম্বন্ধে আপনি আমার মতই সচেতন। নিখিলেশবাবুর জন্যই আজ সংঘের এই অবস্থা।

যতীন। নিখিলেশ নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন মিস চ্যাটার্জ্জী।

(নিখিলেশ পিছনে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল)

সে আমাকে বারবার বলেছে—যতীন তুই বরং সংঘের ভার নে। আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

রমা। পথ খুঁজে পাচ্ছেন না?

(নিখিলেশ সামনে আসিয়া ধীরে ধীরে বসিল)

নিখিল। সত্যই পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না রমা দেবী।

রমা। কিন্তু—।

নিখিল। কিন্তু কি রমা দেবী? বলুন।

রমা। যাক নিখিলেশবাবু—শুনলে আপনি আঘাত পাবেন।

নিখিল। আঘাত আমি গায়ে মাখিনে রমা দেবী। ও সম্পর্কে আমার মনের চামড়ার গণ্ডারের চামড়ার অপবাদ আছে। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

রমা। কথাটা সত্য। চামড়াটা পাতলা হ'লে আজ আপনাকে রাশি রাশি ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখে হা হুতাশ করতে হ'ত না। অনেক আগেই বাল্যপ্রেম অনুভব করতে পারতেন। তাতে দেশও উপকৃত হ'ত। জীবন সার্থক হলে মানুষ অনেক আশার কথা শুনতে পেত সাহিত্যিক নিখিলেশবাবুর কাছে।

যতীন। আপনার কথার আমি' প্রতিবাদ করব রমা দেবী। নিখিলেশের কবিতা তো প্রেমের কবিতা নয়। বেদনার কবিতা।

রমা। সে বেদনা ব্যর্থ প্রেমের বেদনা যতীনবাবু। আমি পূর্ব্বেই বলেছি তো সংসারে আপনি সত্যকারের বন্ধু।

নিখিল। শুনুন রমা দেবী। আজ আপনাকে কতকগুলি ঘটনার কথা বলব। আপনার কথার উত্তরে নয়; বলবার সময় হয়েছে, আপনি শুনবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন বলে বলব।

রমা। তার অর্থ?

যতীন। আমাদের সংঘের একটি নিয়ম আছে রমা দেবী। সে নিয়মটি হ'ল—সংঘের বাইরের বিভাগে তিন বৎসর কাজ করার পর বিশ্বাসভাজন সভ্যকে আমরা ভিতরের বিভাগের কথা বলি, তার সম্মতি থাকলে গ্রহণ করি। সেবার বিভাগটি আমাদের বাইরের বিভাগ।

রমা। কি বলছেন যতীনবাবু? (সে উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল)

যতীন। বসুন রমা দেবী।

রমা। (বসিল) ভিতরের বিভাগে কি—আপনারা বিপ্লবী।

নিখিল। ঠিক অনুমান করেছেন—আর অনুমান করা কিছু কঠিনও নয়। আমাদের দেশে স্বামীজীর সেবাধর্ম্ম থেকেই বিপ্লবীদলের জন্ম হয়েছে। আমরা অনেক দূর এগিয়েছিলাম—অনেক কল্পনা করেছিলাম। আয়োজনও করেছিলাম। কিন্তু—

রমা। কিন্তু? কি কিন্তু নিখিলবাবু? আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না?

নিখিলেশ। না। আপনাকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন আমাদের নিজেদের বিশ্বাসের প্রশ্ন। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত আয়োজন আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। পথ খুঁজছিলাম—অত্যন্ত সংগোপনে পথ খুঁজছিলাম। কিছুদিন আগে প্রাচীনকালের এক বিপ্লবী নেতার সংগে দেখা হ'ল, তিনি বললেন—ও পথ নয়। জিজ্ঞাসা করলাম তবে পথ কি? তিনি বললেন—পাইনি বলেই সন্ন্যাস নিয়েছি।

রমা। কিন্তু পথ তো পড়ে রয়েছে সামনে—হাতছানি দিয়ে ডাকছে—আপনারা চোখ বন্ধ ক'রে বসে থাকলে পথের ইঙ্গিত দেখতে পাবেন কি ক'রে নিখিলেশবাবু?

নিখিলেশ। জানি আপনি কোন পথের কথা বলছেন—

রমা। হ্যাঁ, গণবিপ্লবের কথা বলছি। এত বড় ইতিহাস—এত বড় সার্থকতা—এর দিকে পিছন ফিরে বসে থাকলে কোন কালে পথ পাবেন না।

নিখিলেশ। সেই পথেই যাত্রা করতে উদ্যত হয়ে পা বাড়িয়েও আমি থমকে দাঁড়িয়েছি রমা দেবী।

রমা। তার কারণ সম্ভবতঃ আপনার দুর্ব্বলতা নিখিলেশবাবু। আপনার জীবনের ব্যর্থতা। যার জন্য আপনি রাশি রাশি প্রেমের কবিতা—যাকে যতীনবাবু বললেন—বেদনার কবিতা, তাই লিখেছেন এবং একটি আধ্যাত্মিক বেদনা ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন।

নিখিলেশ। না। তারও কারণ বলি শুনুন। আপনার বাবা সেদিন তার বইয়ের একটি অধ্যায় আমাকে শোনালেন। আমাকে নূতন করে চেনালেন ভারতবর্ষকে। তিনি নিজেও এ ভারতবর্ষের রূপকে প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পান নি। মহাকবির ভাষা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন—

“নদীতীরে রুদ্র রৌদ্র বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন-বস্ত্র প'রে তৃণাসনে একাকী মৌন বসে আছে। বলিষ্ঠ ভীষণ, দারুণ সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী, তার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলছে।” রমা দেবী এই ভারতবর্ষকে যেদিন থেকে আপনার বাবা আমায় নূতন করে দেখালেন—সেদিন থেকে আমি থমকে দাঁড়িয়েছি।

রমা। তা হ'লে পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে অতীতের অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা সুরু করুন। সামনে চলার আপনাদের অধিকার নাই।

নিখিলেশ। সেই দ্বিধার মধ্যে আমরা স্তব্ধ হয়ে পড়েছি—এ অভিযোগ আপনার সত্য।

রমা। তা হ'লে আপনাদের সঙ্গে পথ চলা আমার সম্ভবপর হবে না নিখিলেশবাবু! আপনাদের দলের সংস্রব আমি ত্যাগ করছি। আমায় আপনারা মুক্তি দিন।

নিখিলেশ। শুনুন রমা দেবী, শুনুন।

(অগ্রসর হইয়া গেল)

একটা কথা।

রমা। বলুন।

নিখিলেশ। আপনি উল্কার মত ছুটতে চাচ্ছেন—

রমা। তার কারণ উল্কার বেগ আমার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে। আপনাদের মত আমি ফুরিয়ে যাই নি। আমি থামতে পারি না। আপনারা মৃত—আপনারা ফুরিয়েছেন—আপনারা পাথরের টুকরো হয়ে পড়ে আছেন।

নিখিলেশ। আপনি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।

রমা। আমায় মানতে পারবেন আপনি ?

নিখিলেশ। শুধু আমার কথা নিয়েই আপনার মনে প্রশ্ন উঠল রমা দেবী ? ভাল, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আনুগত্যের শপথ নিতে প্রস্তুত আছি।

রমা। দলের নেতৃত্ব নিয়েই কলহ বাধে নিখিলেশবাবু। নেতাও যা রাজাও প্রায় তাই। কোশল নৃপতির মত রাজাই বলুন আর নেতাই বলুন, সংসারে বিরল। পরাজিত হয়ে পুনরায় রাজ্যলাভের ষড়যন্ত্র না করে শত্রুর কাছে ধরা দিয়ে নিজের মাথার মূল্য দরিদ্রকে দিতে চান —এমন মানুষ কাব্যেই থাকে। প্রশ্নটা আপনাকে অর্থাৎ পরাজিত দলপতিকেই বিশেষ ক'রে সেই জন্য।

নিখিলেশ। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি মিস্ চ্যাটার্জ্জী, আপনি দলের

নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আমি আপনার আদেশ অবনতমস্তকে স্বীকার করছি।

রমা। বেশ। তাহ'লে তাই গ্রহণ করলাম আমি। বাইরে সেবা সংঘের কাজ যেমন চলছে তেমনি চলবে। ভিতর থেকে আরম্ভ হোক শ্রমিক-সংগঠন। শ্রমিক প্রধান অঞ্চলগুলি আমাদের ঘোরার প্রয়োজন আছে। তারই ব্যবস্থা করুন আগে। কালই আমি একটা প্রোগ্রাম আপনাদের দেব। আচ্ছা—আজ চলি। নমস্কার—

[প্রস্থান

যতীন। কাজটা কি ঠিক করলি নিখিলেশ? রমাকে কি তুই ভালবেসেছিস?

নিখিলেশ। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া) তার অর্থ?

যতীন। নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার আর আত্মসমর্পণ একই কথা যে!

নিখিলেশ। আমার মনে হচ্ছে—তুই ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে পড়েছিস যতীন। রজ্জুতে সর্প ভ্রম করছিস!

(রমেনের প্রবেশ)

রমেন। Hey। বন্দেমাতরম্!

যতীন। রমেন! বন্দেমাতরম্! কোথা থেকে?

রমেন। অনেক দূর থেকে। চল—অনেক কথা আছে।

তৃতীয় দৃশ্য

সুসজ্জিত বাংলোর কক্ষ

সুনন্দা ও রায়বাহাদুর শিবপ্রসাদ।

দেওয়ালে হেনরী ফোর্ড, এডিসন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছবি।
একটি ফ্রেমে বাঁধানো বোর্ডে লেখা—

"নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র।
তব লৌহ-গলন শৈল-দলন অচল চলন-মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘন-পিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া।
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধন-কর ইন্দ্রজাল তন্ত্র।"

(রায়বাহাদুর চায়ের টেবিলে বসিয়াছেন। সুনন্দা নীরবে পাশে দাঁড়াইয়া চা তৈয়ারী করিতেছে! সুনন্দা সুন্দরী শান্ত মেয়ে। ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী)।

রায়বাহাদুর। Western educationএর গুণই এ ও আমি সহস্রবার প্রণাম করি। সময় ওদের কাছে অমূল্য। কর্ম্মই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

(সুনন্দা নীরবে চামচ দিয়া চা নাড়িতে লাগিল)

অতুলের শিক্ষা যদি এ দেশেই শেষ হত, তবে ও এতক্ষণ ভক্তিগদগদ হয়ে শ্বশুরের তদ্বিরে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াত।

(সুনন্দা একটু মৃদু হাসিল। চায়ের কাপটি সম্মুখে রাখিয়া)—

সুনন্দা। চা, খাও বাবা।

রায় বাহাদুর। অতুলের নার্ভ আমাদের দেশের পক্ষে Extra-ordinary--I am glad, আমি ভাগ্যবান যে, অতুলের মত জামাই পেয়েছি। নিখিলেশের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়নি—সে তোর ভাগ্য, আমার ভাগ্য! কই সুনন্দা, তুই তো চা খাচ্ছিস নে মা?

সুনন্দা। সকালে চা আমি খেয়েছি বাবা।

রায়। আরে এ চা হ'ল আমার নতুন চা-বাগানের চা। খেয়ে দেখ্। তুই আবার তার ডিরেক্টর! তুই না খেলে অন্যলোকে খাবে কেন? আর চা কখনও একা খেতে ভাল লাগে? আচ্ছা, আমি তৈরী করে দিচ্ছি তোকে।

সুনন্দা। (হাসিয়া) না—না, আমি তৈরী করে নিচ্ছি বাবা।

রায়। জানিস সুনন্দা, Tea Company থেকে এবারই আমরা বেশ handsome dividend দিয়েছি। তোর ডিভিডেণ্ডের টাকা পাস নি তুই? অতুল বলেনি তোকে?

সুনন্দা। বলেছেন। আমার নামের share-এর dividendএর টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন?

রায়। A perfect businessman. He is wonderful. জানিস মা, কলিয়ারী থেকে একটা bye-productএর scheme অতুল করেছে, আমি সেটা একজন বড় expert সাহেব engineerকে দেখিয়েছিলাম, লোকটা অবাক হয়ে গেল।

(সুনন্দা চুপ করিয়া রহিল)

তাই তো সুনন্দা, তুই তো কিছু বলছিস না মা? আমি যে একাই বকে যাচ্ছি!

সুনন্দা। কি বলব বাবা?

শিব। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া) কেন সুনন্দা?

সুনন্দা। আমি এ সবের কি বুঝি বাবা?

শিব। কিন্তু তোমায় তো এসব বুঝতে হবে। নইলে তো অতুলকে তুমি বুঝতে পারবে না। তার প্রতিটি কাব্যকে তোকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তার গৌরবে তোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তুই মুগ্ধ হবি। তবে তো তার উৎসাহ বাড়বে, বর্ষার নদীর মত বিস্তীর্ণ হবে, প্রবলবেগে ছুটে চলবে। তুই হাসছিস সুনন্দা?

সুনন্দা। হাসছি—তোমার কথা শুনে।

শিব। কেন? আমি কি ভুল বললাম?

সুনন্দা। না বাবা। উপমাটা তুমি ঠিকই দিয়েছ, কিন্তু তাঁর উৎসাহ এমনিতেই বর্ষার নদীর মত। বর্ষার নদী আপনার বেগেই ছোটে। সে কারও উজ্জ্বল মুখের মুগ্ধ দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে না। আবার কুলের ভাঙা ঘরের মানুষের কান্নাতেও তার গতির বেগ কমে না।

শিব। সুনন্দা!

সুনন্দা। (হাসিয়া উঠিল) কেমন ঠকেছ তো তুমি? পারলে না তো আমার সঙ্গে সাহিত্যের তর্কে?

শিব। সাহিত্যের তর্ক?

সুনন্দা। হ্যাঁ।

শিব। তুই সাহিত্যিক খুব ভালবাসিস, না? খুব বই পড়িস।

(আসিয়া দাঁড়াইলেন বইয়ের সেল্‌ফের ধারে)

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল, নিখিলেশ—নিখিলেশ—নিখিলেশ—

(বই টানিয়া বাহির করিলেন)

দেবতার নবজন্ম—নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কে নিখিলেশ? কোন নিখিলেশ?

সুনন্দা। লেখক নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্য পরিচয় তো জানি না।

(শিবপ্রসাদ সরিয়া আসিলেন)

শিব। তুই আর এই সব বইগুলো পড়িস নে সুনন্দা।

সুনন্দা। কেন বাবা ?

শিব। না। আমি পছন্দ করি নে। শুধু হৃদয়—শুধু ভাবাবেগ—শুধু স্বপ্ন—শুধু কল্পনা করা দুঃখ! দেশের সর্ব্বনাশ করে দিলে ওই বইগুলো।

সুনন্দা। বাবা!

শিব। এই গুলো – এই গুলো। (নিখিলেশের বইগুলি টানিয়া লইয়া) এই গুলো! (ফেলিয়া দিলেন মেঝের উপর এবং বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন)।

(সুনন্দা বইগুলি কুড়াইয়া লইয়া সেল্‌ফের উপরে রাখিল)

সুনন্দা। বেয়ারা!

(বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল)

সুনন্দা। ধর, বইগুলি ধর। (কতকগুলি বই তাহার হাতে তুলিয়া দিল।)

(অতুল ও শিবপ্রসাদের প্রবেশ)

শিব। আজই তুমি এক হাজার টাকার বইয়ের অর্ডার দাও। ভাল ইংরাজী বাংলা বই।

(সুনন্দা তখনও বই বেয়ারার হাতে তুলিয়া দিতেছিল)

অতুল। এ কি ? বইগুলো কি হবে ?

সুনন্দা। (বেয়ারাকে) কেরাণীবাবুদের ক্লাবের লাইব্রেরীতে দিয়ে এস, বলবে আমি দান করলাম। বুঝেছ ?

অতুল। সে কি ?

সুনন্দা। ফিরে এসে বাকীগুলো নিয়ে যাবে। সমস্ত বই, সমস্ত! বুঝেছ। একখানা বইও যেন না থাকে।

শিব। সুনন্দা!

সুনন্দা। যাও তুমি যাও।

(বেয়ারা চলিয়া গেল)

অতুল। কি হ'ল সুনন্দা?

সুনন্দা। (হাসিয়া) আজ থেকে বই আর পড়ব না! বাবা বারণ করেছেন। [প্রস্থান

শিব। ঠিক তার মত। (স্থির দৃষ্টিতে তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন)।

শিব। ঠিক ওর মায়ের মত। তুমি বস অতুল। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। সুনন্দার সম্বন্ধে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

অতুল। সুনন্দার সম্পর্কে?

শিব। হ্যাঁ। সুনন্দার সম্পর্কে। সুনন্দাকে কি তুমি—?

অতুল। আপনি যা প্রশ্ন করছেন আমি বুঝেছি। সুনন্দাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি।

শিব। প্রশ্নটা হয় তো ঠিক হয়নি আমার। সুনন্দার সঙ্গে তোমার—অর্থাৎ সুনন্দার ব্যবহার তোমাকে পীড়া দেয় না অতুল।

অতুল। আপনি সুনন্দার উপর অবিচার করছেন। হয় তো ভুল বুঝেছেন।

শিব। ভুল বুঝেছি?

অতুল। আমি সকালে উঠি, দেখি সুনন্দা স্নান ক'রে নিজে হাতে আমার জন্যে চা তৈরী করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাজে বেরিয়ে যাই, দুপুরে ফিরি—সুনন্দা আমার স্নানের ব্যবস্থা করে রাখে নিজের হাতে। পরিবেশন করে নিজের হাতে। আবার বেরিয়ে যাই, ফিরি রাত্রে, সুনন্দা প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি ক্লান্ত দেহে বিছানায় এলিয়ে পড়ি, সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

শিব। ঠিক তার মত, ওর মায়ের মত। (কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) কিন্তু এত উদাসীন কেন বলতে পার? জীবনে কোন দাবী নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই—

অতুল। কি নাই সুনন্দার? কিসের আকাঙ্ক্ষা তার থাকবে?

শিব। কখনও রাগ করে না—জীবনে কোন উত্তাপ নাই—

অতুল। সুনন্দার প্রকৃতি শান্ত, স্নিগ্ধতাই তার ধর্ম্ম। আপনি তাকে ভুল বুঝছেন!

শিব। ভুল? (সুনন্দার মায়ের ছবির কাছে গিয়া) (This woman—এই ভদ্রমহিলাটি অবিকল সুনন্দার মত ছিলেন।

অতুল। এখন আমার কিছু কথা আছে। আপনাকে এতদিন জানাই নি। সন্দেহ হয়েছিল—কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারিনি বলে জানাইনি। আজ আমি স্থির সিদ্ধান্ত করেছি। খাদের ভিতরে fire হবার সম্ভাবনা হয়েছে।

শিব। (ছবির নিকট হইতে ঘুরিয়া অতুলের কাছে আসিলেন) কি হবার সম্ভাবনা রয়েছে? fire? আগুন?

অতুল। হ্যাঁ, আগুন। খাদের ভিতর গরম কিছুদিন থেকেই বেড়েছে। কুলীরা বলেছিল, আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু ম্যানেজার-বাবু বলেছিলেন—ওটা কুলীদের মজুরী বাড়াবার একটা ফিকির। মধ্যে মধ্যে এক আধজন কুলী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

শিব। এক আধজন কুলীর অজ্ঞান হওয়াটা নিশ্চিত প্রমাণ নয়। অমিতাচারী হতভাগার দল মদটদ খায়—তারপর খারাপ শরীরে খাদে নামে—অজ্ঞান হয়। আমার প্রশ্ন Do you feel it? তুমি বুঝতে পারছ?

অতুল। আমি তো বললাম—আমি প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছি।

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। বাবা।

শিব। (তাহার দিকে তাকাইলেন না, শুধু সেইদিকে হাত তুলিয়া বলিলেন) এখন নয় মা, অত্যন্ত গুরুতর সমস্যার কথা বলছি আমরা।

(সুনন্দা চলিয়া গেল)

প্রতিকারে তুমি কি করতে বল ?

অতুল। যেখানে গরম বেশী—I mean source locate ক'রে সেই কয়েকটা সুড়ঙ্গ seal ক'রে বন্ধ করে দেওয়া হোক্,—আর আরও একটা shaft কেটে উত্তাপ বের করে দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

শিব। (প্ল্যান পাড়িয়া খুলিয়া ধরিলেন) দেখাও তো কোন কোন গ্যালারী তুমি seal করতে চাও ?

অতুল। This one—This one—

শিব। তুমি যা বলছ তাতে পশ্চিম দিকের একটা বিরাট অংশ চিরদিনের মত বন্ধ করতে হবে।

অতুল। কিছু মনে করবেন না। না করলে—হয় তো আরও অনেক বেশী অংশ শেষে ছেড়ে দিতে হবে।'

রায়। আমার বিবেচনায় shaft কাটিয়ে কয়েকদিন দেখা হোক। চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্! তাতে একটার জায়গায় দুটো shaft কেটে উত্তাপ বেরুবার পথ করে দাও। দেখতে দোষ কি!

(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

আমি নিজে একবার দেখতে চাই।

(কুড়ারাম ওভারম্যানের প্রবেশ)

(আসিয়াই সেলাম করিয়া দুলিতে লাগিল)

কুড়ারাম। আজ্ঞা হুজুর, সাত নম্বর ধাওড়াতে একজন কুলি মরেছে, ডাক্তার বলেছে—কলেরা। আর একজনকেও ধরেছে বলছে।

রায়। যে লোকটা মরেছে—তার লাশটা জালিয়ে দাও। যার হয়েছে—তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। ডাক্তারকে খবর দাও।

(প্ল্যান দেখিতে লাগিলেন)।

অতুল। Overman বাবু!

কুড়া। আজ্ঞা জামাই—(বলিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া গেল, ঢুলুনি থামিয়া গেল)।

অতুল। আমার মনে হয় যারা কাল রাত্রে মদ-মাংস খেয়ে over-time খেটেছে—তাদেরই কেউ কলেরা হয়ে মরেছে! সত্যি কি?

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল। ঘড়ির ছোট কাঁটা বড় কাঁটার কাজ করতে ছুটলে—কি হয় দেখেছেন?

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল। দেখেও আবার আপনি তাই করেছেন? আপনি overman, আপনার কাজ খাদের নীচে। কার কোথায় অসুখ হ'ল—সে দেখবার ভার ডাক্তারের।

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল। তবে?

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু—ই কুঠীর প্রথম থেকে আমি আছি আজ্ঞা. নিজের হাতেই কুঠী গড়েছি। তখন ই সব ডাঙা ছিল, জঙ্গল ছিল—ভালুকমুণ্ডার ডাঙায় ভালুক আসত রাত্তে। একা এসে আমি—

অতুল। থামুন আপনি। যান এখন। (তবু overman গেল না) যান—যান।

রায়। (প্ল্যান হইতে মুখ তুলিয়া) যাও—যাও! (কুড়ারাম দুঃখিত ভাবে চলিয়া গেল)। (আঙুল দেখাইয়া দিলেন)।

(ওদিকে ঠিক এই সময়েই প্রবেশ করিল সুনন্দা
হাতে খাবারের থালা)

সুনন্দা। এমনি করেই মানুষকে তাড়িয়ে দিতে হয় ?

শিব। তুই এই সময় খাবার নিয়ে এলি সুনন্দা ?

সুনন্দা। বেলা যে অনেক হয়েছে বাবা।

শিব। কটা বাজল ?

সুনন্দা। একটা বেজে গেছে বাবা।

শিব। ফিরতে অন্তত তিন ঘণ্টা। চারটে বেজে যাবে। এ বেলা আর খাওয়া হবে না মা। এস অতুল।

সুনন্দা। না—বাবা—সে হবে না। খেয়ে যাও। আমি নিজের হাতে রেঁধেছি !

শিব। ছেলেমানুষী করো না মা। Dont behave like a baby

(স্নেহভরেই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অগ্রসর হইলেন)

অতুল জীবনে কখনও ভাগ্যকে স্বীকার করিনি। পুরুষাকারকে অবলম্বন করেই চলেছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—সময়টা খারাপ। যা তুমি বলছ, তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা—বহু লক্ষ টাকা who can say গোটা মাইনটাই নষ্ট হয়ে যাবে না।

[উভয়ের প্রস্থান

সুনন্দা। লক্ষ লক্ষ টাকা বহু লক্ষ টাকা—!

(খাবারের থালাটা জানালা খুলিয়া ফেলিয়া দিল)

হায়রে টাকা ! হায়রে মানুষ !

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতায় ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর বাড়ী

(চ্যাটার্জ্জী ও রমা)

চ্যাটার্জ্জী। বলুক মা, যে যা বল্‌ছে বলুক। তোকে আমি জানি। সেদিন তুই আমাকে বলেছিলি—পুরাকালে অস্ত্র ছিল খাঁড়া, তারপর হয়েছিল বাঁকা তলোয়ার, আজ তলোয়ারের চেহারা হয়েছে সোজা। লোকে আমায় বলে—আমার সংসারজ্ঞান নেই, আমি অন্ধ। অন্ধও যদি হই আমি—তবু আমার স্পর্শ-বোধ তো আছে মা। আমি যে স্পর্শ ক'রে বুঝতে পারছি—আমার সোজা তলোয়ারে একবিন্দু মরচের কর্কশতা কোথাও পড়ে নি। মালিন্যহীন তলোয়ারের ওপর রোদের ঝক্‌মকানি অন্ধ চোখেও যে অনুভব কর্‌তে পারি, উত্তাপের স্পর্শ এসে যে চোখে লাগে।

রমা। মনে আমি কিছু করিনি বাবা. কিন্তু আমার এই দুঃখ যে মানুষের এত বিষ ?

চ্যাটার্জ্জী। বিষই তো মানুষের স্বভাবের আদিম সম্পত্তি মা। সেই বিষকে অমৃতে পরিণত করাই তো মনুষ্যত্বের সাধনা। দেবতাদের মধ্যেও কেবল একটী দেবতাই নীলকণ্ঠ। তিনিই মঙ্গলের দেবতা। কুৎসাপূর্ণ চিঠিগুলো আমি তখনই পুড়িয়ে ফেলতাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল তোকে দেখানো উচিত। আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে এ আঘাত তোর উপরেই আঘাত। তাই তোকে না দেখিয়ে পারলাম না। এখন এ গুলো—(চিঠি কয়েকখানা তিনি ছিঁড়িয়া পোড়াইয়া দিলেন)।

রমা। (চ্যাটার্জ্জীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল) বাবা! তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

(প্রণাম করিল)

চ্যাটা। আশীর্ব্বাদ ? (মাথায় হাত দিয়া) আমার সকল আশীর্ব্বাদ তোকে যে অহরহ ঘিরে আছে রমা—নতুন করে কি আশীর্ব্বাদ তোকে করব ? বস্ মা বস্। নিখিলেশ আজ ক'দিন আসে নি, না-রে ?

রমা। না, আমার সঙ্গে দেখাও হয়নি। আমার মনে হয় বাবা, তিনিও বোধ হয় এমনি ধরণের বেনামী চিঠি পেয়েছেন।

চ্যাটা। হবে। বিশ্বাস তো নেই। কিন্তু সে না এলে যে আমার লেখা এগুচ্ছে না মা। নতুন চ্যাপ্টার আরম্ভ করেছি—তাকে শোনাতে না পারলে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। চমৎকার বোধশক্তি নিখিলেশের। ওর নতুন বইখানা পড়েছিস রমা ? 'দেবতার নবজন্ম'! সুন্দর বই। আমি অবাক হয়ে গেছি মা—ওর দৃষ্টির ভঙ্গি দেখে!

রমা। পড়েছি বাবা।

চ্যাটা। আমার বই কিন্তু পড়িস নে। একদিনও শুনতে চাইলি না—আমি কি লিখেছি!

রমা। তোমার বই আমি আগাগোড়া মুখস্থ বলতে পারি বাবা! তুমি যখন থাক না বাড়ীতে, তখন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার বই পড়ি।

চ্যাটা। (উৎসাহে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুই পড়িস্ ?

রমা। মুখস্থ বলব বাবা ?

চ্যাটা। শুনবি,—আমার নূতন চ্যাপ্টারের আরম্ভটা একটু শুনবি ? শোন—(খাতা খুলিয়া) "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা"—পৃথিবীর লোককে আমি অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছি—হিন্দু মুসলমান—বৌদ্ধ খৃষ্টান সে যে ধর্ম্মাবলম্বী হোক, Indian, European, American, কাফ্রি-

নিগ্রো, এমনকি অনাবিষ্কৃত অরণ্যের আদিমতম নামহীন জাতি, সে যেই হোক, সব—সব—আমার ভারতের চক্ষে অমৃতের পুত্র, যেহেতু তার সাধনা অমৃতের সাধনা। তোমরা শোন—যারা তোমাদের মধ্যে অমৃতের সন্ধান সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেছে সেই তাদের কথা তোমাদের বলব, তোমরা শোন।... জানিস রমা, নিখিলেশের পরামর্শে আমি ইংরেজী বাংলা দুটো ভাষাতেই বইখানা লিখছি! আমার দেশবাসীকে বঞ্চিত করে পৃথিবীর লোককে শোনাবার জন্যে শুধু ইংরেজীতে লেখার কোন অর্থ হয় না। নিখিলেশের যুক্তি আমি মেনে নিয়েছি।—এবপর ইংরেজীটা একটু শোন—

(নেপথ্যে ডাকপিওন—চিঠি হ্যায় বাবুসাব)

চ্যাটা। কি আশ্চর্য্য! এদের একটুও সময়-জ্ঞান নেই! দেখ তো মা চিঠিগুলো!

(রমা বাহিরে গিয়া চিঠি লইয়া আসিল, অনেকগুলি চিঠি)

রমা। এ যে অনেক চিঠি বাবা!

চ্যাটা। আমি আমার পুরানো বন্ধুবান্ধবদের চিঠি দিয়েছিলাম রমা। আমার বইয়ের কথা জানিয়ে তাদের কাছে appeal করেছিলাম। বইখানা ছাপাতে হবে তো! তাঁরা সব উত্তর দিয়েছেন। (চিঠিগুলি লইয়া খুলিতে খুলিতে) জানিস মা, আমি আরও একটা সঙ্কল্প করে রেখেছি। বল্ তো দেখি কি সে সঙ্কল্প? দেখি তুই আমার মনের কথা অনুমান করতে পারিস কি না?

রমা। তুমি ইয়োরোপ আমেরিকা ঘুরতে যাবে বাবা, সেখানকার ইউনিভারসিটিতে তুমি বইয়ে যা লিখেছ তাই বক্তৃতা দেবে।

চ্যাটা। No, no—You get a big zero। পারলে না তুমি। তুমি একটি প্রকাণ্ড রসগোল্লা পেলে।

(রমা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

চ্যাটা। আমি আমার বইয়ের Copyright তোদের সেবাশ্রমকে দান করব।

রমা। সত্যি বাবা? সত্যি?

(নেপথ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী)—কে আছেন বাড়ীতে?

চ্যাটা। কে দেখত মা, মনে হচ্ছে কোন মহিলা ডাকছেন যেন।

(রমা অগ্রসর হইয়া গেল)

রমা। কে আপনি? ভেতরে আসুন।

(জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবেশ করিলেন)

জ্যোতি। এইটে কি বিনোদবাবুর বাড়ী? প্রফেসার বিনোদ বিহারী চাটুজ্জ্যে মশায়?

রমা। হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন?

(জ্যোতির্ম্ময়ী ডাঃ চ্যাটার্জ্জীকে দেখিয়া
ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিলেন)

জ্যোতি। তুমিই বোধ হয় রমা? আমি নিখিলেশের মা। (ডাঃ চ্যাটার্জ্জীকে লক্ষ্য করিয়া) আমি আপনার কাছেই এসেছি।

(নমস্কার করিলেন)

(রমা প্রণাম করিল—জ্যোতির্ম্ময়ী নীরবে মাথায়
হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন)

চ্যাটা। নমস্কার! নমস্কার! আসুন আসুন। বসতে দাও রমা, বসতে দাও মা!

জ্যোতি। ব্যস্ত হবেন না আপনি। (রমা চেয়ার আগাইয়া দিল) থাক্ মা! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলব।

চ্যাটা। রমা, তুমি বরং একটা আসন নিয়ে এস। আপনি নিখিলেশের মা। আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন। আমার বহু ভাগ্য। [রমার দ্রুত প্রস্থান

জ্যোতি। একটা অনুরোধ নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।

চ্যাটা। বলুন।

জ্যোতি। আমি আপনার কাছে রমাকে ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

চ্যাটা। রমাকে ভিক্ষে চাইতে এসেছেন?

জ্যোতি। নিখিলেশকে কি আপনি অযোগ্য পাত্র মনে করেন?

চ্যাটা। ও, আপনি রমার সঙ্গে নিখিলেশের বিবাহের কথা বলছেন?

জ্যোতি। হ্যাঁ।

চ্যাটা। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু—

জ্যোতি। এতে আর কিন্তু করবেন না আপনি। আমি শুনেছি রমা আর নিখিলেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা রয়েছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে কাজ ক'রে বেড়ায়। লোকে এ নিয়ে কথাও বলছে। প্রশংসা নিন্দা দুয়েরই সমান ভাগে ভাগী ওরা। আমার ইচ্ছে ওরা দুজনে জীবনে এক হয়েই কাজ করুক।

চ্যাটা। এর উত্তর তো আমি আপনাকে দিতে পারব না। রমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তার বিবাহ দিতে পারি না।

জ্যোতি। রমা কি—? রমার কি ইচ্ছে নেই?

চ্যাটা। আগে একটি ছেলের সঙ্গে আমি ওর বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম। সে ছেলেটি—

জ্যোতি। জানি। নিখিলেশ সে কথা আমায় বলেছে।

চ্যাটা। নিখিলেশ কি রমাকে বিয়ে করতে চায়?

জ্যোতি। তার কথা বলবেন না সে সন্ন্যাসীর মত ঘুরেই বেড়ায়। অসুখ করলে শুধু বাড়ী আসে—মায়ের দুঃখ বাড়াতে। কিন্তু আমি তাকে

বিয়ে করতে বাধ্য করব। এতখানি মেলামেশার পর সে যদি রমাকে বিয়ে না করে, তবে তার চেয়ে বড় অন্যায় আর হতে পারে না।

(রমার আসন লইয়া প্রবেশ)

থাক্ মা থাক্। (রমার হাত হইতে আসন লইয়া চেয়ারের উপর রাখিয়া দিলেন)

চ্যাটা। রমা, নিখিলেশের মা এসেছেন; তিনি তোমায় পুত্রবধূ করতে চান।

রমা। আমি ওঘর থেকে সব শুনেছি বাবা। কিন্তু না বাবা। আমার পথ আমি পেয়েছি। (জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া) আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

[প্রস্থান

চ্যাটা। আপনি বলতে পারেন এ আমার কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

জ্যোতিঃ। শুনুন, আমি এসেছিলাম, একটা বেনামী চিঠি পেয়ে। ভাবলাম নিখিলেশ যদি এত হীনই হয়ে থাকে—

চ্যাটা। না, না, না। নিখিলেশ হীন নয়—নিখিলেশ কখনও হীন হতে পারে না—। মিথ্যা সে চিঠি। তেমন চিঠি শুধু আপনিই পান নি। আমিও পেয়েছি। আমি কন্যার পিতা—আমাকে বিশ্বাস করুন—সে মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা।

জ্যোতিঃ। সে রমা মাকে দেখে বুঝেছি, আপনাকে দেখে বুঝেছি, সে চিঠি মিথ্যা। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছি। নিখিলেশকে আপনি বলবেন—

চ্যাটা। নিখিলেশের সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি?

জ্যোতিঃ। না। (হাসিয়া) আমার চেয়ে সে ভাল মা পেয়েছে—দেশ-জননী। আমার কথা তার আর মনে হয় না।

(ভিক্ষুক ছেলেটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া
চারিদিক চাহিতে লাগিল)

চ্যাটা। এই যে নিখিলেশের বাহন। কিরে? নিখিলেশ কোথায়?

ছেলে। রমাদি কোথায়?

চ্যাটা। শয়তান কোথাকার? জিজ্ঞাসা করলে জবাব না দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা করে! আগে নিখিলেশ কোথায় বল!

ছেলে। (চীৎকার করিয়া) রমা দি! আসানসোল থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। সেখানে যেতে হবে। কলেরা হয়েছে। নিখিলদা তোমায় যেতে বললে। বললে, ট্রেনের মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে।

[ছুটিয়া প্রস্থান

চ্যাটা। এই—ওরে!

(রামর প্রবেশ)

রমা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি নিখিলেশবাবুকে নিয়ে আসছি!

জ্যোতিঃ। তুমিই তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো মা। ট্রেনের আধ ঘণ্টা সময়। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে—ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। তাকে বলো দুষ্ট ছেলের মা বলে কি একটুও মন কেমন করে না।

(রমা তাঁহাকে প্রণাম করিল)

তোমাদের জয় হোক মা।

পঞ্চম দৃশ্য

কলিয়ারীর কুলি-বস্তী

[দেশী খাপরায় ছাওয়া কুলি-ধাওড়ার একাংশ। সরু শালের রোলার খুঁটি দেওয়া নীচু বারান্দা সামনে। অপরিষ্কার বারান্দা। বারান্দার গায়ে ঘরের একটিমাত্র দরজা—একপাল্লা দরজা। দরজা যেমন হালকা তেমনি অসংস্কৃত গঠন। দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে ২॥´×১॥´ মত একটি আইন-বাঁচানো জানালা। জানালাটিও দরজার অনুরূপ। বারান্দার সম্মুখে খোলা জায়গাটা কদর্য্য নোংরা। কতকগুলা কালো হাঁড়ি-সরা। এক জায়গায় কতকগুলা পাখীর পালক, দুই-এক আঁটি খড় পড়িয়া আছে। কতকগুলা আগাছাও জন্মিয়াছে। কেবল ঠিক মধ্যস্থলে একটি পুষ্পভারে সমৃদ্ধ পলাশের গাছ। লাল ফুলে গাছটি ভরিয়া উঠিয়াছে। বারান্দার উপর দুইটী ঝুড়ি, একটা গাঁইতি; বারান্দারই একপাশে একটা জলের হাঁড়ি কাত হইয়া গড়াইয়া পড়িয়া আছে, দেওয়ালে দড়ির আলনায় একখানা কালো রঙের কাপড় ঝুলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো আছে একটা কেরোসিনের ডিবে।

ঘরের খোলা দরজার ভিতর দেখা যাইতে আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা একটা শব। বারান্দায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে একজন কয়লাকাটা শ্রমিক। তাহার হাতে একটা শূন্য এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস। দুই হাতে সেটা ধরিয়া সে সম্মুখে বাড়াইয়া বলিতেছে—"জল—জল! জল—জল!"

বারান্দার বাহিরে খোলা জায়গাটার একদিকে কতকগুলি শ্রমিক মেয়ে ও একটি দীর্ঘাকৃতি শ্রমিক পুরুষ। নাম ভক্তা। অপরদিকে কুড়ারাম ওভারম্যান ও কলিয়ারির ডাক্তার। ওভারম্যান কুড়ারাম দাঁড়াইয়া ঢুলিতেছে। ভক্তা সর্দ্দার স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে রুগ্ন শ্রমিকটির দিকে। ডাক্তার একটা শিশিতে ওষুদ্‌ চোখের সামনে ধরিয়া মধ্যে মধ্যে ঝাঁকি দিতেছে। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। কাল সন্ধ্যার পর। শুধু একটা ডিবে জ্বলিতেছে—]

কুড়া। তুই এর উপরে মদ খেয়েছিস ভক্তা ?

ভক্তা। মদ খাব না তো বাঁচব কি ক'রে বাবু ? বুকটা যে আমার কি করছে ! উয়াদিগে যি আমি নিয়ে এলাম ইখানে। আমি উয়াঁদের সর্দ্দার। উয়ারা চাষ করছিল—বাস করছিল—থাকছিল। তোমরা বললে বাবু—লোক নিয়ে আয়, সর্দ্দার হবি, সর্দ্দারি দিব ; আমি লিয়ে এলাম, বললাম—মেয়ে মরদে খাটবি—পয়সা পাবি। মেয়েটা মরে গেল, মরদটা মরছে।

ডাক্তার। এই নে। ওষুদটা খাইয়ে দে। তিন খোরাক বুঝলি ! একবারে সবটা খাওয়াস না যেন।

ভক্তা। আমার ডাক ছেড়ে চেঁচাইতে মন হছে বাবু। তু আমাকে কিছু বলিস না।

(প্রবেশ করিল রমা নিখিল ও বিছে, সঙ্গে কানাই)

কানাই। এই দেখুন, ওই কুলিসর্দ্দার ভক্তারাম। ওই ডাক্তার-বাবু আর—ওই হল কুড়ারাম ওভারম্যান। ডাক্তারবাবু ওঁরা এসেছেন কলকাতা থেকে। আচ্ছা আমি যাই মশায় ! কাজ ছেড়ে এসেছি। জানলে পরে জামাইবাবু মাথাটি নিয়ে নিবে। [প্রস্থান

কুড়ারাম। কানাই হে, কানাই! (অনুসরণ)

(রমা নিখিল বিছে এতক্ষণ চা'রদিকে দেখিতেছিল)

(বিছে ঘরের দরজার কাছে গিয়া পিছাইয়া আসিয়া)

বিছে। মড়া! ঘরের মধ্যে একটা লোক মরে পড়ে রয়েছে।

রমা। মরে পড়ে আছে?

নিখিল। (বারান্দায় লোকটিকে শোয়াইয়া) ঘরে মরেছে—বাইরে মরছে! (হাসিল) গাছটার দিকে চেয়ে দেখুন রমা দেবী, গাছটা ফুলে ভরে গেছে। প্রকৃতি কাউকে বঞ্চনা করে না। তার বসন্ত সর্ব্বত্র আসে। কিন্তু মানুষের জীবনে কোথাও চিরবসন্ত—কোথাও চিরদিন মেরু-তুষারে ঢাকা, অনন্ত শীত-রাত্রি!

ভক্তা। (প্রণাম করিয়া) আপনকারা কে বাবু? হাঁগো মা-ঠাকরুণ?

রমা। তোমাদের অসুখ হয়েছে শুনে আমরা এসেছি—তোমাদের দেখতে, সেবা করতে। তুমি এদের সর্দ্দার?

ভক্তা। হাঁ, উয়ারা আমার আপন জাত, আমার গাঁয়ের মানুষ। আমি সর্দ্দার। উদিগে আমি ইখানে লিয়ে এলাম। বারো জনা মরে গেল ঠাকরুণ? আমার মনে হচ্ছে আমি ডাক ছেড়ে চেঁচাই!

নিখিল। পাউডারটা বের করুন রমা দেবী।

রমা। (অগ্রসর হইয়া) এই যে।

নিখিল। (পাউডার লইয়া) বিছে—মুখে জল দে দেখি।

(বিছে রোগীর মুখে জল দিল, নিখিল পাউডার ঢালিয়া দিল)

ভক্তা। ওই দেখেন ঠাকরুণ, ঘরে একটা মেয়ে মরে পড়ে আছে। বাবুরা বলছে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যা। বলেন ঠাকরুণ তাই পারি? আপনার মানুষ—আপন জাত!

(নিখিল উঠিয়া ঘরের মড়াটা দেখিয়া)

নিখিল। কত দূর নিয়ে যেতে হবে বল তো? শ্মশান কতদূর?

ভক্তা। এই খুব নগিছে বাবু। পো টাক্ রাস্তা!

নিখিল। (ভক্তার প্রতি) তোমাতে আমাতে নিয়ে যাব চল। কেমন? পারব না?

ভক্তা। আপুনি আমাদের মড়া ছোঁবেন বাবু?

ডাঃ। আপনি খৃষ্টান বুঝি?

নিখিল। না। (পৈতা খুঁজিয়া) যাঃ, গেল কোথায় রে বাবা!

রমা। কি?

নিখিল। পৈতে!

রমা। (হাসিয়া) ধোপার বাড়ী দেন নি তো?

নিখিল। উঁহু। Duplicate নেই। তা ছাড়া কালই যে পাক দিতে দিতে গলায় প্রায় ফাঁস লাগিয়ে ফেলেছিলাম। (পৈতে পাইয়া) এই যে! এই দেখুন। জাতি ব্রাহ্মণ, উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈকষ্য না হলেও—ভঙ্গ কুলীন।

ডাঃ। তাহলে আজ্ঞে—এ আপনাদের কি রকম আচরণ? নীচ জাতের মড়া ছোঁবেন?

রমা। ভাববেন না, ফিরে গিয়ে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব। এখন আমাদের একটু সাহায্য করুন দেখি।

ডাঃ। মাপ করবেন, মড়া আমি ছোব না। [প্রস্থান

নিখিল। মড়া আপনাকে ছুতে হবে না। শুনুন—শুনুন।

(কুড়ারামের প্রবেশ)

কুড়া। বলেন, আমাকে বলেন কি করতে হবে।

নিখিল। আমরা এখানে কলেরার রোগীদের সেবা করতে এসেছি। আমাদের থাকতে হবে তো। একটু থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত চাই—এই আর কি!

কুড়া। শুনেছি আজ্ঞা সব শুনেছি, কানাই বলেছে আমাকে। ইয়ার লেগে ভাবনা কি আজ্ঞা। সে আমি ঠিক করে দিছি। এখুনি ঠিক ক'রে দিছি। আমি এখানকার ওভারম্যান—নাম কুড়ারাম চক্রবর্ত্তী। মালিক রায়বাহাদুর আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। জামাইবাবুও লোক খুব ভাল। বিলাত-ফেরৎ। এখুনি বলে আমি সব ঠিক ক'রে দিছি। আমাকে বললেন—ভালই করলেন। সব ঠিক করে দিছি আমি। [প্রস্থান

রমা। idiot কোথাকার।

নিখিল। বাদ দিন রমা দেবী, বাদ দিন। এই নিখিলচন্দ্রই যদি কোনদিন মার্চ্চেণ্ট অফিসে চাকরি করে—তবে সেও বড় সাহেবের সম্বন্ধে এমনি পঞ্চমুখই হয়ে উঠবে! হয় তো—একটু চাতুর্য্যপূর্ণ ভাষায় —একটু চালাকিপূর্ণ চালে—তবে—ব্যাপারটা ঠিক একই। দেশী মুড়ি আর টিনবন্দী পার্চ্চড রাইস।

"ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত।

এ আমার, এ তোমার পাপ!

যাক গে—এক কাজ করুন। খানিকটা গ্লুকোজ দেওয়ার দরকার। আপনি ব্যবস্থা করুন বিছেকে নিয়ে। আমি বরং মালিকদের কাছ থেকে ঘুরেই আসি একবার। কাজ কি অনাবশ্যক ঝগড়া করে! তুমি আমাকে একটু পথ দেখাও তো ভাই—কোথায় তোমাদের মালিক থাকেন দেখি। এসে মড়াটি বের করবার ব্যবস্থা করব।

[ভক্তা ও নিখিলেশের প্রস্থান

(রমা বসিয়া ব্যাগ হইতে গ্লুকোজের বোতল বাহির করিল)

বিছে। রমা দি, ওই চোঙাটা থেকে কেমন আগুন বেরুচ্ছে দেখ!

রমা। ওসব পরে দেখবি। তুই এগিয়ে দেখ—ডাক্তার ছেলেদের গাড়ী কতদূর! একেবারে এখানে নিয়ে আসবি। [বিছের প্রস্থান

রমা আবৃত্তি করিতে লাগিল ঃ—

ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়—
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ
জাতি অভিমান—
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,

কুড়ারাম ও অতুলের প্রবেশ)

কুড়া। এই দেখুন—ইঁয়ারা এসেছেন আজ্ঞা, দেবতুল্য লোক, সেবা করতে এসেছেন। তাই বললাম আমি—আমাদের জামাইবাবু—ভারী জবর লোক, বিলাত ফেরৎ—শুনবামাত্র ছুটে এসেছেন! আমি তা'হলে রায়বাহাদুরকে খবর দি আজ্ঞা। [প্রস্থান

(অন্ধকারের জন্য অতুল ও রমা পরস্পরকে চিনিতে পারে নাই)

রমা উঠিয়া দাঁড়াইল। অতুল কাছে আসিল।

অতুল। নমস্কার! আপনারাই এসেছেন এখানে—কলেরায় কাজ করতে—

(পরস্পরের কাছে আসিল, অতুলের হাত হইতে টুপি পড়িয়া গেল। রমার হাত হইতে কাপটা পড়িয়া গেল)

রমা। কে? আপনি?

অতুল। তুমি? রমা? তুমি?

রমা। (আত্মসম্বরণ করিয়া কাপটা কুড়াইয়া লইয়া) নমস্কার! হ্যাঁ আমরাই এসেছি এখানে—কলেরায় সেবা করতে। ভাল আছেন আপনি?

অতুল। হ্যাঁ।

রমা। আর কিছু বলবেন অতুলবাবু ?

অতুল। এই ব্রত গ্রহণ করেছ জীবনে ?

রমা। ভাবপ্রবণ বাংলা দেশের মেয়ে আর কি করতে পারে বলুন।

অতুল। জানি না। সে সব কথা আলোচনার আমার অধিকার নাই। তবে যদি বলি মুগ্ধ হয়েছি শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তর নিয়ে তোমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে এসেছি তবে অবিশ্বাস করো না। শুধু স্বাগত সম্ভাষণ নয়—সাদর নিমন্ত্রণ—

রমা। নিমন্ত্রণ!

অতুল। হ্যাঁ। আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। তোমরা এখানে কলেরায় সেবা করতে এসেছ ; কিন্তু তোমাদের সেবারও তো প্রয়োজন আছে। তুমি শুনেছ নিশ্চয়—ওভারম্যান আমাকে জামাইবাবু বলে ডাকছেন। আমি বিবাহ করেছি। আমাদের ওখানে চল তোমরা, আমরা স্বামী-স্ত্রীতে তোমাদের সেবা করব।

রমা। সে কথা তো আমাকে বললে হবে না। আমাদের সম্পাদককে বলতে হবে।

অতুল। কে তোমাদের সম্পাদক ? কোথায় তিনি ?

রমা। নিখিলেশবাবু বোধ হয় আপনাদের বাড়ীর দিকেই গেছেন।

অতুল। নিখিলেশবাবু ? নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ? লেখক ?

রমা। হ্যাঁ। চেনেন তাকে আপনি ?

অতুল। নামটা চিনি। নিখিলেশবাবু—

[বলিতে বলিতে প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

রায় বাহাদুরের বাংলো

সুনন্দার গৃহ হইতে স্বতন্ত্র

সুনন্দা অন্ধকারের মধ্যেই বসিয়াছিল। বাহিরে রায় বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল, এবং নিজে একটি জানালার ধারে—বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রায়। কলকাতায় টেলিগ্রাম করুন। ডাক্তার কম্পাউণ্ডার ওষুদ যত শীঘ্র হয় পাঠিয়ে দিক। Public health department, Bengal. কলিয়ারীর বাহিরে—ওই ডাঙ্গাটায় খড়ের ছাউনি করে—Emergency Hospital এর জায়গা করুন।

ম্যানে। শুনেছি, আসানসোলে সেণ্টর করে একদল সেবাসংঘের লোক কাজ করছে—তারাও বোধ হয় খবর পেয়েছে। কলকাতা থেকে কিছুদিন হ'ল আসানসোলে এসেছে।

রায়। সেবাসংঘ? ভলেণ্টিয়ার? না-না-ওদের উপর আমার বিশ্বাস নেই আস্থাও নেই। আপনি Public health deparmentএ তার করুন। নিজের সেবায় যারা অক্ষম তারাই পরের সেবা ক'রে ঘুরে বেড়ায়।

ম্যানে। যারা মারা যাবে—তাদের ছেলে মেয়েদের কিছু টাকা দেওয়া দরকার। নইলে কুলি সব পালাবে। টাকা পেলে ওইটের জন্যেই থাকবে। আমি বলি—male member মারা গেলে তিরিশ—আর female memberএর জন্যে কুড়ি—

রায়। তিরিশ আর কুড়ি? ওটা পঞ্চাশ আর তিরিশ করে দিন। আজ পর্য্যন্ত মারা গেছে—বাইশ জন না?

ম্যানে। হ্যাঁ। হয়ে রয়েছে পনের জনের।

They are my men—আজই telegram করুন আপনি। আজই।

ম্যানে। যে আজ্ঞে।

রায়। আমাদের বাংলো কম্পাউণ্ডের কূয়োগুলোকে ডিসইনফেক্ট করা দরকার। পাহারা রাখাও দরকার।

ম্যানে। আজই করিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

রায়। একটা কথা। ম্যানেজারবাবু!

(ম্যানেজার পুনরায় ফিরিল)

রায়। প্রফেসর বিনোদ বিহারী চট্টোপাধ্যায়কে দেড় হাজার টাকার চেক পাঠাবার কথা—সেটা পাঠানো হয়েছে কি না জানেন ?

ম্যানে। ও—হ্যাঁ। বই ছাপাবার জন্যে তো ? পাঠানো হয়েছে তো ! দশ টাকা হিসেবে—দেড়শো বই পাঠাবার জন্যে চিঠির ড্রাফ্‌ট্‌ও করে দিয়েছি। সেটা বোধ হয় আজই যাবে।

রায়। না-না-না। তিনি আমার বাল্যবন্ধু। ও চিঠি পাঠাতে হবে না। আমার নামে পাঁচশো টাকা চ্যারিটি এ্যাকাউণ্টে খরচ লিখবেন।

ম্যান। বাকী হাজার টাকা ?

রায়। ওটা অতুলবাবুর টাকা। উনি নিজের নামে পাঠাতে চান না বলেই আমার নামে পাঠাতে বলেছি। অতুলবাবু আমায় চেক দিয়েছেন। ও টাকার জমাখরচ রাখতে হবে না।

ম্যানে। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান

(রায় বাহাদুর এতক্ষণে সুনন্দাকে লক্ষ্য করিলেন। জামা খুলিতে খুলিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন)

রায়। সুনন্দা? (সুনন্দা মুখ ফিরাইল) ওখানে দাঁড়িয়ে তুই? ওখানে এমন করে কেন রে?

সুনন্দা। এমনি বাবা। বাইরেটা দেখছিলাম। অন্ধকার দেখছিলাম। শরৎচন্দ্রের বইয়ের কথা মনে হচ্ছিল অন্ধকারেরও একটা রূপ আছে।

রায়। তুই বই পড়তে বড় ভাল বাসিস। সেদিন আমার উপর রাগ করে বইগুলো কেরাণীদের দিয়ে দিয়েছিস।

সুনন্দা। না বাবা।

রায়। না বললে আমি শুনবো কেন? ভাল, আবার বইয়ের অর্ডার দে তুই। পাঁচ হাজার টাকা দেব তোকে আমি বই কিনতে।

সুনন্দা। না বাবা। বই আর পড়ব না। কি হবে?

রায়। আমার উপর তোর একটা নিদারুণ অভিযোগ আছে যেন, আমি সেটা যেন মধ্যে মধ্যে অনুভব করি। এদিকে আয়। সুনন্দা!

(সুনন্দা কাছে আসিল)

রায়। (উঠিয়া তাহার মুখ তুলিয়া) সুনন্দা!

সু। বাবা।

রায়। আমি তোর বাপ। তুই কি একথা বলতে পারিস— কখনও তোকে আমি দুঃখ দিয়েছি, তোর কোন সাধ অপূর্ণ রেখেছি, তুই যা চেয়েছিস আমি দিই নি!

সু। আমি কি কখনও সে কথা বলেছি বাবা?

রায়। মুখে বলিস নি। কিন্তু, তোর মা সমস্ত জীবন আমাকে এমনি যন্ত্রণা দিয়ে গেছে। আবার তুই-ও তাই আরম্ভ করেছিস। কিন্তু কেন?

(সুনন্দা পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

রায়। বল্ সুনন্দা। আমি আজ তোর উত্তর শুনতে চাই। কেন?

সু। সংসারে সাধের জিনিষ পাওয়াই কি সব বাবা?

রায়। তবে মানুষ মানুষের জন্যে আর কি করতে পারে সুনন্দা?

সু। কিছু পারে না বাবা—কিছু পারে না। তুমি আমায় ক্ষমা কর বাবা। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

[দ্রুত প্রস্থান

(রায় বাহাদুর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন
সুনন্দা পুনরায় প্রবেশ করিল)

সু। আমার মায়ের মৃত্যুর সময় তুমি কি তাঁর কাছে থাকতে পারতে না বাবা?

রায়। আমার দুরদৃষ্ট—বিরাট কাজের মধ্যে কোন মতেই আমি ছুটি পেলাম না। বম্বেতে আটকে গেলাম। কাজ ফেলে আসতে পারলাম না!

সু। কাজ! কাজ! কাজ! সে তোমার কাজ! তাতে অন্য কার কি? তাতে তোমার লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। কিন্তু আমার মা? তাঁর ক্ষতির দুঃখ তুমি বুঝতে পার বাবা? তাঁর সেই দুঃখই আমি বয়ে বেড়াচ্ছি।

(সুনন্দা আবার চলিয়া যাইতেছিল)

রায়। (আর্ত্তস্বরে) সুনন্দা! অতুলও কি তবে তোকে—(সুনন্দা ফিরিয়া একটু হাসিল)

সুনন্দা। না, তিনি আমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখেন না বাবা। তাঁর দেওয়া জিনিষের বোঝার ভারে আমার নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। এত যত্ন তুমিও করতে না বাবা।

[প্রস্থান

(রায় বাহাদুর সুনন্দার মায়ের ছবির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন)

রায়। তুমি! তুমি! তুমি আমায় অভিসম্পাত দিয়ে গেছ!

(নেপথ্যে ভক্তার কণ্ঠস্বর)

রায়। সুনন্দা! জানিস কত বড় বিরাট কাজ তখন আমার মাথায়?

ভক্তা। মালিক বাবু। হুজুর!

নিখিল। কে আছেন ভেতরে?

রায়। কে?

নিখিল। (নেপথ্যে) আমি একজন বিদেশী।

রায়। ম্যানেজারবাবুর কাছে officeএ যান। এখানে নয়।

নিখিল। আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

রায়। ভেতরে আসুন।

নিখিল। (বলিতে বলিতেই প্রবেশ করিল) আমরা এসেছি কলকাতার এক সেবাশ্রম থেকে—এখানে কলেরায় সেবা করবার জন্যে। নমস্কার! তাই আপনার অনুমতি—

রায়। কে—কে—কে তুমি?

নিখিল। আমার নাম—এ কি? আপনি, কাকাবাবু?

রায়। নিখিলেশ, তুমি নিখিলেশ?

নিখিল। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমরা এখানে কলেরায় সেবা করতে এসেছি!

রায়। কলেরায় সেবা করতে এসেছ? Truth is stranger than fiction. জানো নিখিলেশ, এই কলিয়ারী, আমার সব তোমায় দিতে চেয়েছিলাম!

(প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল)

নিখিল। কাকাবাবু, সুনন্দা আমার বোন, তাকে আমি আশীর্বাদ করি।

রায়। থাক নিখিলেশ, সুনন্দার আলোচনা থাক। আমার বিশ্বাস ও আলোচনার তোমার অধিকার নাই।

নিখিল। বোনের সম্পর্কে আলোচনার অধিকার কি ভাইয়ের নেই কাকাবাবু?

রায়। Truth is truth—সূর্য্যের আলোয় রং ধরাণো যায় নিখিলেশ। চোখে রঙীন চশমা পরতে হয়, ওকে বলে আত্মপ্রতারণা।

নিখিল। বেশ—ও আলোচনা করব না—থাক—

(সুনন্দা বাহির হইয়া আসিল)

সুনন্দা। আমি সুনন্দা! আপনি নিখিলেশবাবু—লেখক! (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিল) আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমি আপনার ভক্ত পাঠিকা।

নিখিল। আশীর্ব্বাদ করি স্বর্গের লতার মত তুমি ফুলে ফলে ভরে ওঠ।

সুনন্দা। আপনি এখানে কলেরায় সেবা করবার জন্য এসেছেন?

নিখিল। হ্যাঁ। তাই এসেছি—কাকাবাবুর অনুমতির জন্য।

রায়। সে অনুমতি আমি দিতে পারব না নিখিলেশ।

সু। কেন বাবা?

রায়। কারণ এ অনুমতি না দেবার অধিকার আমার আছে।

নিখিল। কিন্তু আমি তো আমার কাজ থেকে নিরস্ত হতে পারব না কাকাবাবু।

রায়। They are my men নিখিলেশ, আমার আশ্রিত—আমার পোষ্য—তারা, তাদের ব্যবস্থা আমি করেছি।

নিখিল। তারা এখানে খেটে যায় কাকাবাবু। আপনার আশ্রিতও নয়—পোষ্যও নয়।

রায়। কলিয়ারী আমার, কুলী আমার। তাদের ভার—আমার।

সু। বাবা!

রায়। না—সুনন্দা, না।

সু। আমিও এ কলিয়ারীর একজন ডিরেক্টর—আমি বলছি ওঁদের সে অধিকার আছে।

(অতুলের প্রবেশ)

তুমি এসেছ? ইনি লেখক নিখিলেশবাবু। এখানে এসেছেন কলেরায় সেবা করতে।

অতুল। আপনি নিখিলেশবাবু? আমি অতুল। সুনন্দার স্বামী। আপনাকেই আমি খুঁজছি।

নিখিল। আপনি অতুলবাবু!

অতুল। আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি নিখিলেশবাবু।

নিখিল। অতুলবাবু, নিমন্ত্রণ জানাতে হবে রমা দেবীকে—তিনি

অতুল। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে নিখিলেশ বাবু। রমা বললে—আপনি সংঘের সম্পাদক—নিমন্ত্রণ আপনাকে জানাতে হবে।

নিখিল। রমা বলেছে—আমি সম্পাদক—নিমন্ত্রণ আমাকে জানাতে হবে?

অতুল। আমি তার কাছ থেকেই আসছি নিখিলেশ বাবু। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি—

নিখিল। ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু মাফ করবেন অতুলবাবু, আপনাদের নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না।

অতুল। কেন নিখিলেশ বাবু?

নিখিল। অসহনীয় দারিদ্র্য, দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনায় অন্ধকূপের মত ওই কুলি-বস্তিতে নিপীড়িত মানুষের সেবা করতে এসেছি আমরা, আপনাদের রাজপ্রাসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাস-প্রাচুর্য্যের আরামের

নিমন্ত্রণে আমাদের আকাঙ্ক্ষাও নেই, অধিকারও নেই। ওই কুলী বস্তিতে সামান্য একটু আশ্রয় পেলেই আমরা কৃতার্থ হব।

(প্রস্থানোদ্যত রায় বাহাদুর পথরোধ করিলেন)

রায়। আমি সে আশ্রয়টুকুও দিতে অক্ষম নিখিলেশ। আমার কলিয়ারী তোমাদের এই মুহূর্ত্তে ছেড়ে যেতে হবে।

সুনন্দা। বাবা!

রায়। থাম সুনন্দা। আমি এখানে ইমারজেন্সী হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছি। কলকাতা থেকে ডাক্তার আসছে—কম্পাউণ্ডার আসছে—তোমাদের কোন প্রয়োজন হবে না এখানে।

নিখিল। আপনার হাসপাতালে আমাদের কাজ করতে দিন। আমরা নার্সের কাজ করব।

রায়। ভাল। অতুল—

অতুল। বলুন!

রায়। আমার এই বাংলোর সমস্ত ফার্ণিচার বের করে দাও। এই বাংলোয় হবে—ইমারজেন্সী হাসপাতাল।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুলিবস্তির সেই ধাওড়া

চারিদিকে এখন আর কোন অপরিচ্ছন্নতা নাই। চারিদিকে একটি সুষ্ঠু শৃঙ্খলাই তক্তক্ করিতেছে। পুষ্পিত পলাশ গাছটার নীচে নিখিলেশ ও অতুল পরস্পরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অতুল। কলিয়ারির মালিকের জামাই হিসেবে নয়, কলিয়ারির সুপারিণ্টেডেণ্ট হিসেবেও নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবেই আপনাদের আমি—কি বলব? ধন্যবাদ নয়—কৃতজ্ঞতাও নয়, শ্রদ্ধা, নিখিলেশবাবু, অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

নিখিল। ফ্যাসাদে ফেললেন অতুলবাবু; ওই শ্রদ্ধা জিনিসটা আমার খুব বরদাস্ত হয় না। মানে—ওটা খুব গুরুগম্ভীর ব্যাপার। তার চেয়ে প্রীতি, স্নেহ, এগুলো অনেক ভাল লাগে আমার। 'আবার খাবো' গোছের জিনিষ—খেয়ে অরুচি ধরে না, ছেলে বুড়ো সবারই সমান মুখরোচক (হাসিল, তারপর গম্ভীর হইয়াও মাধুর্য্যের সঙ্গে বলিল) আমাকে আপনার প্রীতিভাজন বন্ধু মনে করলে আমি সুখী হব, সত্যিই তৃপ্তি পাব অতুলবাবু!

অতুল। আমি দিতে চাইলাম শ্রদ্ধা—কিন্তু আপনি নিতে চাইলেন প্রীতি; সে যে আমারই বড় ভাগ্য—অযাচিত সৌভাগ্য।

নিখিল। আপনি কিন্তু বড্ড formal অতুলবাবু! বড্ড গম্ভীর! কি এত ভাবেন মশাই?

অতুল। (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমার জীবনের সাধনা—বড় কঠোর সাধনা নিখিলবাবু। এ আমার অতি কঠোর কৃচ্ছসাধনা। আপনার মতের সঙ্গে, পথের সঙ্গে—আমার মতের পার্থক্য অনেক।

সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী আমরা। আপনি বুঝতে পারবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার সাধনার মধ্যে মুহূর্ত্তের অবকাশ নাই, আমি যেন অনুভব করি—অবকাশের আমার অধিকার পর্য্যন্ত নাই।

নিখিল। অতুলবাবু!

অতুল। আমি বৈজ্ঞানিক। অতিবাস্তব বৈজ্ঞানিক আমি। আমার সাধনা—আমি প্রকৃতিকে আয়ত্ত করব—স্ববশে আনব। অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য—দুর্লভ বিলাস—শ্রেষ্ঠ আহার সে ক্রীতদাসীর মত জোগাবে আমাকে, আমার স্বদেশবাসীকে, পৃথিবীর মানুষকে। আপনি কবি, আপনি শিল্পী—আপনি সেবাধর্ম্মী, আপনি বন্দনা ক'রে—সেবা ক'রে—তাকে তুষ্ট করতে চান। আপনি তার ভক্ত। আমি কিন্তু হ'তে চাই তার প্রভু। আপনারা বন্দনা ক'রে—সেবা ক'রে—তার স্বভাবের এতটুকু পরিবর্ত্তন করতে পেরেছেন? সে অতি নির্ম্মম নিষ্ঠুর, ক্রন্দনে গলে না, বন্দনায় হাসে, প্রার্থনায় নিষ্ঠুরার মত ব্যঙ্গ করে চলে যায়। নিখিলেশবাবু, তাই তাকে আয়ত্ত করবার সাধনা আমার, জোর ক'রে তাকে স্ববশে আনব আমি। নারীর মত—পৃথিবীর মত!

(রমা কথায় মধ্যস্থলেই অতুলের পিছনের দিকে প্রবেশ করিল)

রমা। তাই আপনার সাধনার হাতেখড়ি বুঝি প্রকৃতির প্রতীক—মেয়েদের ওপর নির্য্যাতন ক'রে অতুলবাবু?

অতুল। (ফিরিয়া) রমা?

রমা। হ্যাঁ, আমি। আপনি—

নিখিল। রমা দেবী। Miss. Chatterjee!

অতুল। তোমার কাছে আমার অপরাধ অনেক রমা।

রমা। না, সেজন্যে বলিনি আমি! আপনার হয়তো মনে নেই—আপনাকে আমি বলেছিলাম—না চাইতেই আমি মার্জ্জনা করেছি। আপনি তো জানেন, মিথ্যে কথা আমি বলিনে। আমি বলছি আপনার

স্ত্রীর কথা। পৃথিবীতে হয়তো জোর ক'রে আয়ত্ত করা চলে অতুলবাবু, কিন্তু নারীকে জোর ক'রে আয়ত্ত করবার কল্পনা করবেন না। সে যদি শক্তিতে আপনার চেয়ে খাটোও হয়—হার মানাটাই যদি তার অনিবার্য্য হয়ে ওঠে—তবে নিজেকে নিজে ধ্বংস ক'রে আপনাকে উপহাস করে সে চলে যাবে। আপনার স্ত্রীর মুখ দেখে আপনি কিছু বুঝতে পারেন না অতুলবাবু?

অতুল। তোমাকে ধন্যবাদ রমা। সুনন্দার মুখ আমি এবার ভাল ক'রে দেখব—তাকে বুঝবার চেষ্টা করব! কিন্তু ও সব কথা থাক। আমি এসেছিলাম তোমাদের নিমন্ত্রণ জানাতে। আমাদের মানে—সুনন্দা এবং আমার বাড়ীতে আজ নিমন্ত্রণ তোমাদের।

নিখিল। বেশ, বেশ, আমরা যাব, ঠিক সময়ে যাব অতুলবাবু। তবে একটা কথা—চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব রকম চাই কিন্তু। একমাস স্রেফ্ ভিটামিন চলছে, মানে ভাত আর শাকপাতা। আপনাদের মেনু থেকে পালং শাকটা বাদ দেবেন, উদর-জগতে পালং শাকের অরণ্য জন্মে গেছে।

অতুল। আচ্ছা তা' হলে আমি আসি। নমস্কার। [প্রস্থান

রমা। আমি কিন্তু যাব না নিখিলেশবাবু!

নিখিল। কেন? যাবেন না কেন?

রমা। এতদিন কুলি-ধাওড়ায় বাস ক'রে, দিনের পর দিন ওদের ওই নুন-ভাত খাওয়ার পর—চর্ব্ব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয় আমার মুখে রুচবে না।

নিখিল। এই তো পাগলামি আরম্ভ করলেন। না না, ছেলেমানুষি করবেন না রমা দেবী; মানুষকে আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

রমা। আঘাত কেউ পাবে না নিখিলবাবু; কারণ নিমন্ত্রণের ব্যাপারে আমি নিতান্তই গৌণ। সুনন্দা দেবী আপনার ভক্ত, আপনিই এক্ষেত্রে মুখ্য!

নিখিল। হুঁ ? দেখুন (কঠিন স্বরে কিছু বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, তারপর হাসিল) আপনি খুব রাগ করে আছেন কিনা বলুন তো ?

রমা। রাগ ? না রাগ কিসের জন্যে—কার ওপর করব ?

নিখিল। কার ওপর, কেন, সে সব হ'ল researchএর কথা। সে থাক। রাগ করেন নি, সেইটেই হ'ল বড় কথা। মানে, রাগ হলে রসবোধটাই সর্ব্বাগ্রে নষ্ট হয় কি না !

রমা। (হাসিয়া) না, রসবোধ আমার নষ্ট হয় নি।

নিখিল। তবে ? নিজের দিকের কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কি ক'রে ? মানে ষড়রসের সমারোহের আয়োজনে—আপনি 'না' বলছেন কি করে ? তা ছাড়া fools give feast—wise men eat them, রসিকতার এমন উপভোগ্য বাক্যটাকেই আপনি অস্বীকার করছেন ?

(ভক্তার প্রবেশ)

ভক্তা। বাবুমশায় ! ঠাকরুণ !

রমা। নিখিলেশবাবু !

নিখিল। থামুন। আদিম মানুষ এসেছে তার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাতে। চুপ করুন এখন, ভুলে যান সব।

(ভক্তা প্রণাম করিল)

ভক্তা। আপনারা এইবার চলে যাবেন বাবু ?

নিখিল। হ্যাঁ ভক্তারাম ! কলেরা থেমে গেছে, এইবার আমরা যাব।

ভক্তারাম বসিয়া নিখিলের পায়ে ধরিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করিল। আরে, আরে কর কি ?

ভক্তা। চরণটা একটু টিপে দি বাবু।

নিখিল। উঁহু ! উঁহু ! আমার ভারি সুড়সুড়ি লাগে। আরে, ছাড়—ছাড় !

ভক্তা। আপনারা চলে যাবে বাবু, আবার আমাদের মরণ হবে।

নিখিল। না—না। মরণ হবে কেন? খাবে দাবে, কয়লা কাটবে, গান করবে, মরণ হবে কেন? তোমাদের জামাইবাবু খুব ভাল লোক। উনি এবার তোমাদের থাকবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করবেন। আমাকে বলেছেন তিনি।

ভক্তা। খাদের ভিতর ধূমা হচ্ছে বাবু; আবার আমাদের মরণ হবে।

নিখিল। কি? কি হচ্ছে খাদের ভেতর?

ভক্তা। ধূমা হচ্ছে বাবু। মরব, আমরাই মরব!

নিখিল। ধূমা হ'লে তোমরা নেম না।

ভক্তা। লামতে যে হবে বাবু। খাদটো নইলে বাঁচবে কি ক'রে? বাবুরা জোর করে লামাবে। বেশী টাকা দিবে, আমরা লামব।

রমা। না তোমরা নেম না। বলবে আমরা নামব না।

ভক্তা। হাঁ ঠাকরুণ, বেশী টাকা দিবে যে গো। আমরা লামব না তো ঠাণ্ডারামের দল সব টাকা রোজগার ক'রে লিবে।

নিখিল। হুঁ। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

রমা। কি হ'ল? হঠাৎ যুদ্ধের ঘোড়ার মত অধীর হয়ে উঠলেন যে?

নিখিল। আসছি আমি।

রমা। ষড়রসের তালিকা থেকে লবণ রসটা বাদ দিতে বলতে চললেন নাকি?

নিখিল। রসিকতা আপনারও আসে দেখ্ছি রমা দেবী! ভারী খুসী হ'লাম কিন্তু। জানেন একবার একজন কবি বন্ধুকে ক'যে গালাগাল দিয়ে কবিতা লিখেছিলাম, কবিতাটা কিন্তু ভালো হয়েছিল। ভদ্রলোক সত্যিকার রসিক লোক, কবিতা পড়ে ভারী খুসী। একজোড়া দামী গ্লেজকিডের জুতো আমাকে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রমা। আমাকেও কি আপনি সেই রকম—

নিখিল। না। (গাছের ডাল নোয়াইয়া ফুল ভাঙিয়া) আপনাকে আমি উপহার দিলাম ফুল। আমি একবার অতুলবাবুর কাছ থেকে ঘুরে আসি।

(নিখিল চলিয়া গেল। রমা ফুলের স্তবকটি
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল)

ভক্তা। চুলে পর ঠাকরুণ, ভাল লাগবে। আমাদের মেয়েগুলান্ পরে—কেমন ভাল লাগে!

(রমা তাহার মুখের দিকে চাহিল)

রমা। একবার বিছেকে দেখতে পার ভক্তারাম?

ভক্তা। খাদের মুখে সি বৈসা আছে গো ঠাকরুণ! ডাকব?

রমা। হ্যাঁ।

ভক্তা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ফুলটো চুলে পরেন ঠাকরণ।

[প্রস্থান

(রমা প্রথমে গুন গুন করিয়া পরে ক্রমশঃ স্ফুটকণ্ঠে গাহিল)

গান

কাঁটার মাঝে লুকিয়ে বুঝি ফুল ছিল গো, ফুল ছিল।
এবার সে কোন দখিন হাওয়া—
এবার সে কোন দখিন হাওয়া দোল দিল গো—দোল দিল॥
ছিল আঁধার বিভাবরী,
কূল-হারা মোর ছিল তরী,
আজ প্রভাতে, তোমার তীরে, কূল নিল গো কূল নিল।
কে জানিত ব্যথায় সুখের মূল ছিল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুনন্দার বাংলোর কক্ষ

(সুনন্দা একা গান গাহিতেছিল)

ফুলের মাঝে কাঁটায় বেদন কে দিল রে ?
আমার মনের দখিন হাওয়া কে নিল রে ?

(অতুল আসিয়া সুনন্দার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল। গান-
শেষে তাহার পিঠে হাত রাখিল। সুনন্দা পিছন
ফিরিয়া দেখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল)

অতুল। যে গানটা তুমি গাইলে সুনন্দা, ওটার ভাষার সঙ্গে সত্যিই কি তোমার অন্তরের যোগ আছে ?

(সুনন্দা অতুলের মুখের দিকে চাহিল—তারপর মুখ নত করিল)

অতুল। সুনন্দা !

সুনন্দা। (হাসিয়া) গান—গান। এ গান তো আমি রচনা ক'রে গাইনি।

অতুল। কবিরা তো হাজারে হাজারে, লাখে লাখে গান রচনা ক'রে এসেছেন। আনন্দের গান—সুখের গান—বেদনার গান—দুঃখের গান। তুমি এই গানটিই পছন্দ করলে কেন ?

(সুনন্দা আবার অতুলের মুখের দিকে চাহিল)

অতুল। আমি তোমার কাছে সত্যিসত্যি জানতে এসেছি সুনন্দা—তুমি কি সুখী হওনি ? তোমাকে কি আমি দুঃখ দিয়েছি ?

সুনন্দা। (হাসিয়া) কেন? হঠাৎ একথা তোমার মনে হল।

অতুল। তোমার বাবা একদিন আমায় বলেছিলেন। আমি সেটাকে তাঁর অতিরিক্ত স্নেহের দৃষ্টি-বিভ্রম মনে করেছিলাম। আজ রমা আমায় ঠিক সেই কথাই বললে। বাংলোর বারান্দায় উঠে শুনলাম যেন তুমি কাঁদছ। চমকে উঠলাম। তারপর বুঝলাম—কান্না নয় গান। কিন্তু সে গান—কান্নার চেয়েও মর্ম্মান্তিক ব'লে মনে হ'ল আমার।

সুনন্দা। বেশ আবার গান গাই শোন। আনন্দের গান, সুখের গান।

(সে পিয়ানোয় সুর তুলিল)

অতুল। (পিয়ানোয় আঘাত করিয়া একটা প্রচণ্ড বেসুরের সৃষ্টি করিয়া বাধা দিল) না।

(সুনন্দা কাতর বিস্ময়ে অতুলের দিকে চাহিল)

অতুল। আমার কথার উত্তর দাও সুনন্দা।

সুনন্দা। আমি কি কখনও তোমার কোন কথায় না করেছি, বলতে পার?

অতুল। না, তা করনি। কিন্তু একথা আমার কথার উত্তর নয়।

সুনন্দা। আমি যা বলব—তা কি তুমি—

অতুল। সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করব সুনন্দা। আমি জানি—তুমি কখন মিথ্যে বলবে না—বলতে পার না।

সুনন্দা। না, সে কথা আমি বলি নি। আমি বলছি, আমি যা বলব—তা তুমি সহ্য করতে পারবে?

(অতুল উঠিয়া দাঁড়াইল)

অতুল। তুমি আমাকে ক্ষমা কর সুনন্দা। তোমার জীবন আমি

বিষময় ক'রে দিয়েছি। তবু আমি যতটা পারি, সংশোধন করবার চেষ্টা করব। আজই আমি এখান থেকে চলে যাব। কেউ জানবে না।

সুনন্দা। তুমি এতবড় কাপুরুষ?

অতুল। কাপুরুষ নই বলেই আমি চলে যাব। কর্ত্তব্য সে যত কঠিন হোক—

সুনন্দা। কর্ত্তব্য? স্ত্রীকে অবহেলা করা—ভালো না বাসাই বুঝি পুরুষের কর্ত্তব্য?

অতুল। কি বলছ সুনন্দা? আমি তোমাকে অবহেলা ক'রি? আমি তোমাকে ভালবাসি না?

সুনন্দা। না। তুমি দু' হাত ভ'রে আমায় ঐশ্বর্য্য এনে দাও'—তাকে আমি ভালবাসা বলে মানতে পারিনে। তুমি আমাকে পুতুলের মত সাজাতে চাও, শিশুর মত যত্ন করতে চাও—সে আমার সহ্য হয় না। তুমি আমায় ক্ষমা করো। এ থেকে আমায় অব্যাহতি দাও।

অতুল। সুনন্দা! সুনন্দা!

সুনন্দা। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) কোন দিন, বল তুমি—জীবনে একটা দিনের জন্যেও—একটা দিনের সামান্য অংশ, একটা প্রহর—একটা ঘণ্টার জন্যেও তুমি তোমার কাজকে অবহেলা করেছ আমার জন্যে? আমার কাছে বসে—একটা কাজও তুমি ভুলে গেছ কখনও? বল—তুমি বল!

অতুল। সুনন্দা, আমায় তুমি ক্ষমা কর।

সুনন্দা। আমার মা—সমস্ত জীবন এই দুর্ভোগ ভোগ করে গেছেন। মা যখন মৃত্যুশয্যায়—বাবা কাজের জন্যে চলে গেছলেন বম্বে। মরবার সময় মা হেসেছিলেন। সে হাসি আমি ভুলতে পারিনে। আমার

জীবনেও দেখি—সেই অভিশাপ। তাই হাসতে গেলে—মায়ের সেই শেষ হাসিই আমার মনে পড়ে।

অতুল। (সুনন্দার দুই হাত ধরিয়া) সুনন্দা!

সুনন্দা। বলতে পার তোমাকে যে আমি পেলাম না, তুমি নিজেই যে আমাকে পেতে দিলে না, বঞ্চিত করলে—এ দুঃখ কেমন করে ভুলব?

অতুল। আজ থেকে আমি কাজকে ভুলব সুনন্দা। আজ আমার নতুন জীবনের এই আমার সংকল্প!

সুনন্দা। সংকল্প? (হাসিল)

অতুল। তুমি হাসছ? বিশ্বাস করতে পারছ না সুনন্দা?

সুনন্দা। সংকল্প ক'রে কাজ করা চলে, জীবনের ধারা পাল্টানো যায়, কিন্তু হৃদয়? সে কি—সংকল্পকে মানে?

অতুল। আমায় বিশ্বাস কর সুনন্দা, আমায় তুমি বিশ্বাস কর।

সুনন্দা। বিশ্বাস নয়। সেই আশ্বাসেই আজ আবার নতুন করে আমি বুক বাঁধলাম। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

(অতুলকে সে প্রণাম করিল)

অতুল। আজ আমাদের উৎসব। সমস্ত দিন আজ তোমার সঙ্গে কাটাব। ভালই হয়েছে! রমা নিখিলেশ এ উৎসবে আমাদের অতিথি। তাদের স্পর্শে আমাদের এই নতুন জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

(নেপথ্যে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর)

নেঃ রায়। তুমি? আরে! তুমি? উঃ—কতদিন পর বল তো!

অতুল। চল সুনন্দা—আমরা পালাই। তোমার বাবা আসছেন। আজ আমরা ইস্কুল পালানো ছেলে। চল—

উভয়ের প্রস্থান]

(রায়বাহাদুর ও ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ)

রায়। বস—ভাই—বস। ওঃ Those sweet college days মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে ভারী কষ্ট হয়। সে সব দিন আর ফিরে আসবে না! তুমি এসেছ—ওঃ কি আনন্দ যে হচ্ছে আমার—বিনোদ—

চ্যাটা। শিবপ্রসাদ! তুমি আমাকে আমার বই ছাপাবার জন্যে দেড় হাজার টাকার চেক পাঠিয়েছে, তার জন্যেই—আমায় আসতে হ'ল—

রায়। Excuse me for interruption ; এক মিনিট। দেড় হাজার টাকার মধ্যে আমি পাঠিয়েছি পাঁচশো টাকা। আর হাজার টাকা পাঠিয়েছেন আমার জামাই। তোমার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা সে তোমার ছাত্র। সে তার নাম তোমাকে—

চ্যাটা। না জানালেও আমি জেনেছি। অতুল মুখার্জ্জী। রমা আমাকে জানিয়েছে।

রায়। রমা?

চ্যাটা। রমা আমার মেয়ে। এখানে সে কলেরায় সেবা করতে এসেছে। সেই আমাকে লিখেছে।

রায়। রমা তোমার মেয়ে? কি আশ্চর্য্য দেখ দেখি? এতদিন সে এখানে এসেছে, আমায় পরিচয় দেয় নি! অতুলও আমায় জানায় নি! অন্যায়—এ অত্যন্ত অন্যায়।

চ্যাটা। শোন শিবপ্রসাদ, অতুল তোমার জামাই, এ কথা আমি জানতাম না।

রায়। My God! অতুল গেল কোথায়? কিন্তু তোমার মেয়ে wonderful মেয়ে, বিনোদ। যে সেবাটা তারা এখানে করলে, আমি

আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। জীবনের একটা দিক সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমার ভুল ধারণা ছিল, সে ধারণা আমার পাল্টে গেল।

চ্যাটা। শিবপ্রসাদ! তোমার চেক আমি তোমাকে ফেরৎ দিতে এসেছি।

রায়। ফেরত দিতে এসেছ? কেন বিনোদ?

চ্যাটা। তুমি দুঃখিত হয়ো না। এই নাও তোমার চেক।

(চেক বাড়াইয়া ধরিলেন)

রায়। বিনোদ!

চ্যাটা। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শিবপ্রসাদ।

(ভিতরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল অতুল,
বিবর্ণ পাংশু তাহার মূর্ত্তি)

রায়। ইচ্ছে হয় তুমি ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ো। নয় কাউকে দিয়ে দিয়ো। আমি যা দান করি, সে আমি কখনও ফিরিয়ে নিই না।

চ্যাটা। (অতুলের কাছে গিয়া) অতুল! তুমি এটা ফিরিয়ে নাও। ধর অতুল, ধর।

(অতুল কলের পুতুলের মত হাত বাড়াইয়া
চেক্ গ্রহণ করিল)

রমা কোথায় তুমি জান অতুল? সে কি এখানে—এই বাংলোতে?

অতুল। না। এখানকার কুলিদের—

চ্যাটা। থাক্. সে আমি খুঁজে নেব। তুমি দুঃখিত হয়ো না শিবপ্রসাদ, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তোমাকে ধন্যবাদ ভগবান, আমার তলোয়ারে মরচে পড়েনি। সোজা তলোয়ার!

[প্রস্থান

(রায়বাহাদুর অতুলের কাছে গিয়া চেকটা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন)

রায়। বেয়ারা, খাজাঞ্চী বাবু! কি ব্যাপার অতুল?

অতুল। আপনাকে আমি বলেছিলাম আমাদের এক প্রফেসারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—

রায়। Yes I remember—তা হ'লে এই বিনোদের মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথা ছিল? রমা সেই মেয়ে? সুনন্দা জানে এ কথা?

অতুল। জানে। তাকে আমি প্রথম দিনই বলেছি।

রায়। তা হ'লে তোমার কোন অপরাধ নাই অতুল। আমি বলছি। একখানা দেড় হাজার টাকার চেক আজই কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান কোন সাহিত্য-পরিষদে পাঠিয়ে দাও। আর কিছু আমাদের করবার নেই।

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। বাঃ বেশ লোক তুমি। পালিয়ে এসেছ তো? এ কি কি হ'ল এমন মুখ কেন তোমার?

রায়। কিছু না মা! অতর্কিতে একটা হুঁচোট খেয়েছে অতুল। কিন্তু তোকে দেখে বড় ভাল লাগছে মা। আ'য় তো—আমার কাছে আয় তো!

সুনন্দা। দাঁড়াও বাবা—তোমায় আগে প্রণাম করি। আমায় আশীর্ব্বাদ কর বাবা! আর ওঁর মঙ্গল আমার সব অমিলের মীমাংসা হয়ে গেছে!

(রায়বাহাদুরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল)

রায়। সত্যি মা—সত্যি?

সু। হ্যাঁ বাবা। (প্রণাম করিল)

রায়। অভিমানের বদলে আজ মালা পেয়েছিস—সেই মালা তোর—

(ঝড়ের মত প্রবেশ করিল—কুড়ারাম—পায়ে লাগাইয়া উল্টাইয়া ফেলিল একটা ফুলদানি সমেত টেবিল)—হুজুর সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—হুজুর—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

(সকলে স্তব্ধ হতভম্ব হইয়া গেল)

কুড়ারাম। (সে আজ ভয়ানক উত্তেজিত, সে দমিল না) খাদের ভিতর Gun powder জ্বলে গেল হুজুর—বারুদ জ্বলে গেল।

রায়। পুতুলের মত বলিলেন—বারুদ জ্বলে গেল ?

(অতুল দ্রুতপদে এতক্ষণে দরজার নিকট হইতে কুড়ারামের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

অতুল। মৃদুস্বরে বলিল—Gun powder জ্বলে গেল ?

কুড়া। আজ্ঞে হ্যাঁ। দখিণ দিকের মেন গ্যালারির পাশে ৫৮নং সুঁদের ভিতর দেওয়ালে—(হাত তুলিয়া দেখাইয়া) হোই অমন জায়গায় (হাত ঘুরাইয়া দেখাইয়া) এই এতখানি এক চাঙড় কয়লা জমে আছে। ভক্তা বেটা বললে—বাবু ওই কয়লাটো দেগে দি। এই হপ্তায় আজ্ঞে বিস্তর গাড়ী লাগবে—তা ভাবলাম যুক্তি মন্দ নয়। টোটা তোয়ের করে—ভক্তাকে নিয়ে—গেলাম দেখতে। বলি নিজের চোখে একবার দেখে দি।

অতুল। তারপর ?

ওভারম্যান কুড়ারাম। তারপর আজ্ঞা ? ভক্তা বেটা বারুদের জায়গা নামিয়ে রেখেছে কি—একেবারে—দিন—দিপ্য—মা—ন! চেয়ে দেখি ফাঁস করে জ্বলে উঠেছে বারুদ!

(এতক্ষণে সে স্তব্ধ হইল। এবং বিজয়ী বীরের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া দুলিতে লাগিল)

রায়। অতুল!

(অতুল সেল্‌ফ হইতে খানকয়েক বই লইয়া তাড়াতাড়ি উল্‌টাইতে লাগিল)

যা উপায় হয় স্থির কর অতুল ! তুমি আমায় বলেছিলে। কিন্তু এতখানি জায়গা ছেঁড়ে দিতে হবে বলে শু'ননি। তোমার কথা অবিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি।

(পদচারণা আরম্ভ করিলেন)

কুড়া। হুজুর !

রায়। চীৎকার ক'র না। বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তুমি।

কুড়া। আজ্ঞা !

রায়। (আঙুল দেখাইয়া) বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। বাইরে।

[কুড়ারাম বাহিরে গেল

(পদচারণা করিয়া) আমি জানি—আমি জানি ! এমনি একটা কিছু ঘট্‌বে, সে আমি জানি ! আমি যেন অনুভব করছিলাম ; and it is come.

অতুল। Overman বাবু !

(ওভারম্যানের প্রবেশ)

কুড়া। আজ্ঞা ! (দুলিতে লাগিল)

অতুল। ফায়ার-ব্রিক্‌স আর ফায়ার-ক্লে চাই। যত শীগ্‌গির হয়। আজই। দুপুরের মধ্যে।

কুড়া। যে আজ্ঞা।

অতুল। কলিয়ারির চারিদিকে গুর্খা গার্ড বসিয়ে দিন। কোন কুলি যেন না পালায়।

কুড়া। এখনি আজ্ঞা বসায়ে দিব।

অতুল। যে সমস্ত কুলি—খাদের নীচে গ্যাস বন্ধের কাজে work করবে—তাদের মজুরি দেওয়া হবে দু' টাকা।

রায়। দু' টাকার রাজী না হয় তিন টাকা, চার টাকা। বুঝলে?

বুড়া। আজ্ঞে হাঁ।

অতুল। যদি কেউ মারা যায়—

সুনন্দা। (সে এতক্ষণ পাথরের মুর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল) মারা যায়? তারা কি মারা যাবে?

অতুল। সুনন্দা! এ কি? তুমি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছ সুনন্দা!

সুনন্দা। কাজ করতে গেলে লোক মারা যাবে?

(অতুল হাসিল)

অতুল। অসম্ভব নয়।

রায়। কেউ মারা গেলে—পাঁচশো টাকা কম্পেনসেশন দেব আমি — পাঁচশো টাকা।

(নিখিলের স্বর বাহিরের দরজায় শোনা গেল)

নিখিল। (নেপথ্যে) আমি তাতে আপত্তি জানাতে এসেছি কাকাবাবু।

রায়। (ক্রুদ্ধভাবে) কে? কে?

(নিখিলেশের প্রবেশ, সে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল)

রায়। (স্তম্ভিত হইয়া) নিখিলেশ!

নিখিল। হ্যা কাকাবাবু, আমি। আপনাদের এই ব্যবস্থায় আমি আপত্তি জানাচ্ছি, কাকাবাবু। পশুকে বলি দেবার আগে তাকে চাল-বেলপাতা খেতে দিই আমরা। কিন্তু দোহাই আপনার—মানুষকে বলি দেবার জন্যে চাল বেলপাতার মত টাকা দিয়ে তাদের ভোলাবেন না!

রায়। নিখিলেশ, তুমি আমার জীবনের কুগ্রহ। তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ না করে ছাড়বে না?

নিখিল। এ কথা কেন বলছেন আপনি? আপনার অনিষ্টচিন্তা আমি জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যে করি নি। আপনাকে আমি—

রায়। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর, আমি তোমাকে স্নেহ করি। কিন্তু তবু তবু তুমি আমার জীবনের কুগ্রহ। অশুভ শনির বিবর্ণ ছায়ার ছাপ আমি যেন স্পষ্ট—

নিখিল। ছি—ছি, একি বলছেন আপনি কাকাবাবু?

সুনন্দা। বাবা! বাবা! কি বলছ তুমি? বাবা!

রায়। (অত্যন্ত রূঢ় স্বরে) সুনন্দা! (সুনন্দা সোফায় বসিয়া সোফাতেই মুখ লুকাইল)।

অতুল। (শিবপ্রসাদকে) আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। শান্ত হোন্ আপনি।

রায়। নিখিলেশ, তোমাকে আমি মিনতি করছি—এখান থেকে তুমি—

নিখিল। (রায়বাহাদুরকে প্রণাম করিয়া) ক্ষমা করবেন আমাকে। আমি তা পারি না। গরীব অশিক্ষিত মানুষের লোভের সুযোগ নিয়ে আপনারা তাদের মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যাবেন—তা জেনেও তাদের ফেলে আমি যেতে পারব না।

অতুল। (সুনন্দার নিকট হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) কি করবেন আপনি?

নিখিল। বিপদের গুরুত্ব তাদের আমি বুঝিয়ে দেব। লোভকে সম্বরণ করতে অনুরোধ করব। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তাদের প্রেরণা জোগাব আমি। তাদের আমি বারণ করব।

রায়। তুমি বারণ করবে নিখিলেশ? (হাসিলেন) ভাল! আমি তাদের ডাকব। তোমাকে আমি এক্ষুণি পুলিশের হাতে দিতে পারি,

কিন্তু তা আমি দেব না। তোমাকে স্নেহ করি—তার অপমান আমি করব না। তুমি তাদের বারণ কর, আমি তাদের ডাকব।

[দ্রুত প্রস্থান

অতুল। নিখিলেশবাবু! আপনাকে আমি শ্রদ্ধা দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনিই আমাকে প্রীতি দিয়ে বন্ধুত্বের সৌভাগ্য দিয়েছেন। আপনাকে আমি সেই বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি—মিনতি করছি।

নিখিল। (হাসিয়া) আজ যদি আমি আমার ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করি অতুলবাবু, তবে যে বন্ধুত্বকে আপনি সৌভাগ্য বলে মনে করেছেন—মুহূর্ত্তে সে দুর্ভাগ্যে পরিণত হবে। তা আমি পারি না অতুলবাবু!

অতুল। ভাবপ্রবণতায় হিসেবজ্ঞান হারাবেন না নিখিলেশবাবু। Don't be too much sentimental জানেন এ খনি কত বড় সম্পদ! যে সম্পদ একজনের ব'লে মনে করবেন না। এতে কত মানুষের জীবিকার সংস্থাপন হয় আপনি কল্পনা করতে পারেন না। এই কলিয়ারির কুলি-কর্ম্মচারীই তার সব নয়! আরও হয়—হাজার হাজার মানুষ এর ওপর নির্ভর ক'রে আছে। এ সম্পদ জাতির—এ সম্পদ দেশের।

নিখিল। কিন্তু মানুষের জন্যই সম্পদ অতুলবাবু, সম্পদের জন্যে মানুষ নয়।

অতুল। না—না—না—। নিখিলেশবাবু, মানুষের কোন মূল্য নাই যদি তার শক্তি না থাকে। আর ধন-সম্পদই তার শ্রেষ্ঠ শক্তি।

নিখিল। না। মাপ করবেন আমাকে, আমি স্বীকার করতে পারলাম না। সম্পদের শক্তি কৃত্রিম—সে মিথ্যা। মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তি—তার জীবনীশক্তি—সেই তার শ্রেষ্ঠ সত্য।

অতুল। (স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া)—নিখিলেশবাবু!

নিখিল। (হাসিয়া) অতুলবাবু।

অতুল। তা' হ'লে—

নিখিল। বলুন।

অতুল। আপনার সঙ্গে আমার বিরোধ অনিবার্য্য!

(পিছন ফিরিয়া সে সুনন্দাকে দেখিল না পর্য্যন্ত;
হ্যাট র‍্যাক্ হইতে টুপি ও শক্ত বাঁশের
ছড়িটা লইয়া চলিয়া গেল)

(রমার প্রবেশ)

রমা। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল নিখিলবাবু!

নিখিল। আমি যাচ্ছি রমা দেবী, দেখি যদি কিছু করতে পারি।

রমা। চলুন, আমিও যাব।

নিখিল। আপনি যাবেন? সুনন্দা দেবী—আমাদের মার্জ্জনা করবেন—আমরা বিদায় নিচ্ছি।

সুনন্দা। দাঁড়ান। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

রমা। সে কি?

সুনন্দা। হ্যাঁ। খাদের নীচে আমি আপনাদের নিয়ে যাব। কারও শক্তি হবে না বাধা দিতে। হৃদয়হীনতার আঘাত আর আমি সহ্য করতে পারছি না নিখিলেশবাবু: চলুন আমি যাব।

নিখিল। জয় হোক সুনন্দা দেবী আপনাদের জয় হোক।

সুনন্দা। জয়। (হাসিল) চলুন—চলুন।

তৃতীয় দৃশ্য

কয়লা-খাদের খনির অভ্যন্তর

দুইপাশে কয়লার স্তরের ঘন কাল অসমান দেওয়াল—মাথার উপরে কয়লার ছাদ। দুই দিকে টানেলের মত কয়লার গ্যালারি চলিয়া গিয়াছে। ঠিক মাঝখানেও একটি Side gallery ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে—সে গ্যালারির ভিতরটা যেন জমাট অন্ধকার বলিয়া মনে হয়। সম্মুখের দৃশ্যমান গ্যালারিতে দুই পাশে দুইটা হ্যারিকেন,—শালের রোলায় তৈয়ারী অসংস্কৃত দুইটী ষ্ট্যাণ্ডের উপর জ্বলিতেছে। তাহাতেই অতি অল্প খানিকটা রক্তাভ আলো হইয়াছে। অতুল দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একটা বড় টর্চ্চ। এক হাতে একটা বাঁশের শক্ত ছড়ি। পিছনে —কর্ণিব খং খং শব্দ উঠিতেছে। ইঞ্জিনের শব্দ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঘং—ঘং ঘণ্টার শব্দ।

কুড়া। (নেপথ্যে) ইঁটা—ইঁটা! মাটি। হো—ই।

দুইটী লোক একটা টব-গাড়ী ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

অতুল। জলদি! জলদি? জলদি নিয়ে যাও।

(টর্চ্চটা জ্বালিয়া অপর দিকে ট্যানেলের দিকে দিক-নির্দ্দেশ করিয়া দিল)

[টব-গাড়ী ঠেলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

নেপথ্যে ঘং—ঘং ঘণ্টা বাজিল।

কুড়া। (নেপথ্যে) আদমি গির গিয়া। আদমি গির গিয়া—

(ব্যস্ত হইয়া কুড়ারামের প্রবেশ)

কুড়া। আদমি—

অতুল। (তাহার হাত ধরিয়া, চীৎকার করবেন না। কি হয়েছে ?

কুড়া। আজ্ঞা ?

অতুল। কি হয়েছে ?

কুড়া। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। আবার একজন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

(ঢুলিতে লাগিল)

অতুল। যান, কাজে যান আপনি। আমি ব্যবস্থা করছি, যান্।

[অতুল দ্রুত চলিয়া গেল

কুড়া। (কপালের ঘাম মুছিয়া) পনেরটা হয়ে গেল। বারো, দুই এক। উঃ, দম বন্ধ হয়ে আসছে!

(অতুল ও আরও একজনের ষ্ট্রেচার লইয়া প্রবেশ)

অতুল। আপনি এখনও দাঁড়িয়ে এখানে ?

কুড়া। আর পারছি না জামাইবাবু, আর পারছি না। হু হু ক'রে ধুঁয়া বেরিয়ে আসছে।

অতুল। Stop work there, কাজ বন্ধ করুন ওখানে। ওখানে কাজ করা অসম্ভব। পিছিয়ে আসুন। আরও পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু, আর পিছায়ে এলে—খাদের থাকবে কি বলুন ? এতেই তো সিকি বাদ চলে গেল।

অতুল। কিন্তু যা অসম্ভব, তার জন্যে চেষ্টা ক'রে করবেন কি ?

(ম্যাপ দেখিতে লাগিল)

কুড়া। জামাইবাবু, ই খাদ আমি নিজের হাতে করেছি। ধু ধু করা ডাঙ্গা, ভালুকের দৌরাত্ম্য! ভালুকমুণ্ডার ডাঙ্গায় সন্ধ্যের পর মানুষ

হাঁটত না। সেই ডাঙ্গায় একলা থেকেছি জামাইবাবু! মাটির তলায় খাদ কেটেছি, উপরে ঘর গড়েছি!—জামাইবাবু, সেই খাদ—(কাঁদিয়া ফেলিল)।

অতুল। কাঁদছেন আপনি?

কুড়া। বুঝবেন না জামাইবাবু, খাদ আমার নয়, তবু আমার বুক ফেটে গেছে—

অতুল। বুঝি Overmanবাবু, আমি বুঝি! কিন্তু দুঃখ করে তো লাভ নেই। শুনুন—(ম্যাপ দেখাইয়া) এই সাতাশ নম্বরের মুখ; এইখানে পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। ঘাট থেকে সাতাশ পিছায়ে আসব জামাইবাবু?

অতুল। Overmanবাবু, এ আপনার কীর্ত্তি। সে কীর্ত্তির সমস্তটা যদি নষ্ট হতে না দিতে চান—তবে আমার কথার প্রতিবাদ করবেন না সাতাশ নম্বরে পিছিয়ে আসুন।

[প্রস্থান

কুড়া। যে আজ্ঞা।

(অতুল তাহার দিকে চাহিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে একটু সকরুণ হাসি হাসিল)

কুড়া। (নেপথ্যে) সাতাশ নম্বর। হোই সব সাতাশ নম্বরে পিছিয়ে আয়! হোই।

(তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ দূরে চলিয়া গেল)

(অতুল আবার ম্যাপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল)

ভক্তা। (নেপথ্যে) মাথলা! মাথলা! মাথলা।

(উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রবেশ, অতুল মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিল এবং আগাইয়া আসিল)

অতুল। ভক্তারাম!

ভক্তা। বাবু! মাথলা, আমার বেটা, আমার মাথলা !

অতুল। (হাসিয়া) আছে—সে ভালই আছে ভক্তারাম।

ভক্তা। আছে? লোকগুলা মারা গেল—মাথলা মরে নাই?

অতুল। না। সে ভাল আছে। কিন্তু কুলি কই?

ভক্তা। বাবু! (অপরাধীর মত চাহিয়া রহিল)

অতুল। কুলি কই?

ভক্তা। ডাকতে গিয়ে ডাকতে লারলাম, বাবু, পারলাম না ডাকতে।

অতুল। ডাকতে পারলে না?

ভক্তা। না। সেই বাবু, সেই ঠাকরুণ বারণ করলে বাবু, বললে পাপ। টাকার লোভে—

অতুল। Fool, a fool—a sentimental f ol—তুমি যাও, তোমাদের মালিক কোথায়? রায় বাহাদুর?

ভক্তা। মালিকবাবু খ্যাপার মত হয়ে গিয়েছে বাবু। ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে বেড়াইছে; মদ দিছে সবাইকে—টাকা দিছে—ডাকছে। আমি আর পারছি না বাবু। আমি আর পারছি না।

(বসিয়া পড়িল)

কুড়া। (নেপথ্যে) হঁ্যা—এইখানে—এই সাতাশ নম্বরে। সাতাশ নম্বরে। ইঁটা—মাটি—ইঁটা!

অতুল। জলদি, জলদি, ভক্তারাম—তুমি যাও যাও। কুলি নিয়ে এস কুলি নিয়ে এস। মজুরী আরও দু'টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখুনি যাও।

(নিখিলের প্রবেশ)

নিখিল। না। ভক্তারাম যাবে না। টাকার লোভ দেখিয়ে আর ওকে বিচলিত করবেন না অতুলবাবু!

অতুল। নিখিলেশবাবু?

নিখিল। হ্যাঁ, আমি।

নেপথ্যে। বাতি ধর, বাতি দেখাও। বাতি দেখাও।

অতুল। খাদের তলায় কে আপনাকে নামতে দিলে? কার হুকুমে—

নিখিল। হুকুম যে মানে হুকুম তারই জন্যে, অতুলবাবু। ও কথা বাদ দিন। এখন আমার একান্ত অনুরোধ—অতুলবাবু—

(বাতি ধরিয়া একটি লোক ও তাহার পিছনে সুনন্দার প্রবেশ)

একি? সুনন্দা?

সুনন্দা। হ্যাঁ—আমি! আমিই এঁদের নিয়ে এসেছি; মুন্সীর কোন দোষ নেই।

অতুল। ছি—ছি—ছি! একি করেছ সুনন্দা? একি করলে তুমি?

সুনন্দা। তোমাদের কীর্ত্তি দেখতে এসেছি। স্বার্থের জন্যে কতগুলো নরবলি তোমরা দিচ্ছ— তাই দেখতে এসেছি।

অতুল। না-না-না। স্বার্থের জন্য নয়!

সুনন্দা। স্বার্থের জন্য নয়?

অতুল। না। তুমি জান—(কয়লার স্তর দেখাইয়া) এই গুলোর মধ্যে কত লক্ষ মানুষের অন্ন রয়েছে, বস্ত্র রয়েছে, ওষুদ রয়েছে, পথ্য রয়েছে, সুখ রয়েছে, স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে? জান তুমি? কত অফুরন্ত গতির উৎস—কত নতুন শিল্পসম্পদের মূলধন?

সুনন্দা। কিন্তু তোমাদের Bank Balanceএর কথাটা এর থেকে বাদ দিলে যে?

নিখিল। না-না আপনি অতুলবাবুর ওপর অবিচার করেছেন মিসেস্ মুখার্জ্জী,—অতুলবাবু সে ভেবে এ কাজে নামেন নি। সে ভাবার ওঁর অবকাশ নেই। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি না

অতুলবাবু। কিন্তু লোভ দেখিয়ে পশুর মত মানুষগুলোকে হত্যা করবার আপনার অধিকার নাই। ওরা যদি আপনার কথার মূল্য বুঝে, আত্মহত্যার বদলে ত্যাগ-স্বীকার ক'রে আত্মদান করত, তাহ'লে আমি প্রতিবাদ করতাম না, আপনাকে সম্মান করতাম। ওদের সঙ্গে আমিও কাজে লাগতাম।

স্ত্রী। (নেপথ্যে) আমার ছেলে—আমার বাচ্চা—আমার বাচ্চা!

কুড়া। (নেপথ্যে) না-না। যেতে পাবি না। যেতে পাবি না। এই মৎ যানে দো। খবরদার!

সুনন্দা। কি হ'ল?

(একটি মেয়ের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)

স্ত্রী। আমার ছেলে! আমার বাচ্চা! আমার খোকা!

নিখিল। কোথায় তোমার ছেলে? কি হ'ল?

স্ত্রী। ওই পিছেকার সুঁদেবাবু, ঘুমাইছিল—শুয়ায়ে দিলাম—

অতুল। ছেলে নিয়ে কেন নামলে তুমি? কে নামতে দিলে?

স্ত্রী। ঝুড়িতে কাপড় ঢেকে লুকিয়ে আনলাম বাবু। ওরা যে পিছায়ে এসে গাঁথছে গো! আমার ছেলে?

নিখিল। কোথায় তোমার ছেলে?

স্ত্রী। ওই দিকে গো। ওই দিকে।

নিখিল। এস।

অতুল। না।

নিখিল। না-নয় অতুলবাবু, আমি যাব।

[দ্রুত পাশ কাটাইয়া প্রস্থান

অতুল। নিখিলেশবাবু—নিখিলেশবাবু!

(ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী প্রবেশ করিলেন)

চ্যাটা। এ অন্যায়—এ অধর্ম্ম—এ পাপ! un holy—un godly—অতুল—এ তোমার পাপ!

(অতুল ফিরিল)

অতুল। এ কি, আপনি কেন এলেন এখানে? কে আসতে দিলে?

রমা। (নেপথ্যে) বাবা! নিখিলেশবাবু!

অতুল। এ কি রমা? না—না—আপনাদের ফিরে যেতে হবে। আমি আসতে দেব না! মুন্সীবাবু—মুন্সীবাবু!

[প্রস্থান

কুড়ারাম। (নেপথ্যে) সরে যাও—সরে যাও। ধুয়া আগুন—

সুনন্দা। অগুন! নিখিলেশবাবু—নিখিলেশবাবু! নিখিলেশবাবু!

(ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল)

চ্যাটা। এ কি? যেয়ো না—তুমি যেয়ো না—সুনন্দা মা—

(অনুসরণ করিলেন)

ভক্তা। বাবু—জামাইবাবু! (উঠিবার চেষ্টা করিল)

(রমা ও অতুলের প্রবেশ)

অতুল। ফিরে যেতে হবে—তোমাদের ফিরে যেতে হবে। শাস্তি আমার প্রাপ্য হয়; এ কি? সুনন্দা? Dr. Chatterjee?

রমা। পাবেন বৈকি? শাস্তি পাবেন ভাগ্যের চিরাচরিত ধারায়। ঐশ্বর্য্য সম্পদে—

অতুল। ভক্তারাম—সুনন্দা কই—বুড়াবাবু কই?

ভক্তা। ঠাকরুণ গেল—ওই বাবুটাকে ডাকতে-ডাকতে। বুড়াবাবু ঠাকরুণকে ফিরাতে গেল বাবু! আমি উঠতে লারলাম—

অতুল। সুনন্দা! Dr. Chatterjee! সুনন্দা!

রমা। বাবা! বাবা!

(নিখিলেশ প্রবেশ করিল, বস্ত্রাবৃত শিশুটিকে লইয়া সঙ্গে শিশুর মা। ছেলেটিকে তাহার কোলে দিল!)

নিখিল। নাও তোমার ছেলে।

অতুল। নিখিলেশবাবু! সুনন্দা—Dr. Chatterjee এরা কই?

নিখিল। সে কি?

অতুল। সুনন্দা আপনাকে ডাকতে ডাকতে ছুটেছে। Dr. Chatterjee গেছেন তাকে ফেরাতে!

নিখিল। সুনন্দা—Dr. Chatterjee—

অতুল। সুনন্দা—Dr. Chatterjee—

(উভয়েই অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। ভিতর হইতে পিছন ফিরিয়া ভিতরের দিকটা দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া আসিল কুড়ারাম!)

কুড়া। প্রপে আগুন লেগেছে—ধ্বসে পড়ছে ছাদ—ধ্বসে পড়ছে—সরে যান—সরে যান!

(ভিতরে সশব্দে কয়লার ধ্বস। সুড়ঙ্গ মুখ বন্ধ হইয়া গেল)

(ছুটিয়া প্রবেশ করিলেন রায় বাহাদুর)

রায়। সুনন্দা—সুনন্দা! অতুল—সুনন্দা কই? সুনন্দা?

রমা। (মৃদু আর্ত্তস্বরে) বাবা! বাবা!

রায়। (অতুলকে ধরিয়া) অতুল—আমার সুনন্দা? অতুল?

অতুল। ওইখানে।

রায়। অতুল!

অতুল। কয়লার ধ্বস ছেড়েছে। সুনন্দা—Dr. Chatterjee ওরই ভিতরে সমাধিস্থ হয়েছেন!

রায়। সুনন্দা! সুনন্দা!

রমা। (মৃদুস্বরে) বাবা! বাবা!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাংলোর সেই সুসজ্জিত কক্ষ

মাসখানেক পর। রাত্রিকাল।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন রায়বাহাদুর আপনার স্ত্রীর ছবির সম্মুখে। দূরে কোথাও করুণ সুরে বাঁশী বাজিতেছে। অতুল দাঁড়াইয়া আছে একপ্রান্তে জানালার ধারে। তাহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে।

রায়। (স্ত্রীর ছবি লক্ষ্য করিয়া) তুমি, তুমি, তুমিই এর জন্যে দায়ী। অতুল, ইনি—এই মহিলাটি, this jealous woman, সুনন্দার মৃত্যুর জন্যে দায়ী এই মহিলাটি। এরই অভিসম্পাতে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

(অতুল তাঁহার দিকে শুধু ফিরিয়া চাহিল)

তোমায় আমি একদিন বলেছিলাম অতুল, সুনন্দার একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। তুমি বলেছিলে—'না'। তুমি অন্ধ অতুল, তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দেখেই বুঝেছিলাম। ওই ওকে আমি সমস্ত জীবন দেখেছিলাম কি না! ব্যাধি, ওটা একটা ব্যাধি, সুনন্দার মায়ের হয়েছিল; সেই ব্যাধি আবার সুনন্দার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

(অতুল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদু হাসিল)

Yes, it is a disease, hereditary disease. অতিক্ষুধা বলে একটা ব্যাধি আছে জান? দৈহিক অতিক্ষুধার মত মনের অতিক্ষুধা। স্বামী.

সন্তান, বাপ, ভাই—যাকে এরা স্নেহ করবে তাকেই এরা গ্রাস করতে চায়। তাদের ব্যক্তিত্ব, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত না করতে পারলে এদের তৃপ্তি হয় না। সুনন্দার মায়েরও এই ব্যাধি ছিল, সুনন্দার মধ্যেও তা' সঞ্চারিত হয়েছিল।

অতুল। আপনি স্থির হোন। এই দীর্ঘ একমাস ধরে—আপনি এমন শোকে অভিভূত হয়ে থাকলে তো চলবে না।

রায়। শোকে আমি অভিভূত হয়নি অতুল। অদৃষ্টের আঘাতকে আমি ব্যঙ্গ করছি। আমাকে আমি ব্যঙ্গ করছি।

[ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন

(অতুল সুনন্দার ছবির কাছে গিয়া দুই হাতে ছবিখানি ধরিয়া দাঁড়াইল)

(রায়বাহাদুরের পুনঃ প্রবেশ)

রায়। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব, অতুল।

অতুল। (ছবির নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া) বলুন।

রায়। বিবাহিত জীবনে তুমি কি সুখী হয়েছিলে অতুল ? সুনন্দা কি তোমাকে সুখী করতে পেরেছিল ?

অতুল। আমিই সুনন্দাকে সুখী করতে পারিনি।

রায়। তোমার কি মনে হয় অতুল, নিখিলেশের জন্যে—মানে, মনে-মনে সে—

অতুল। না-না। ও প্রশ্ন আপনি করবেন না। অসম্ভব, সে অসম্ভব। সুনন্দার দুঃখের কারণ আমি জানি।

রায়। তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করব আমি।

(অতুল তাঁহার মুখের দিকে চাহিল)

রায়। তুমি কি রমাকে ভালবাস ?

অতুল। আমি কাউকে ভালবাসিনি। আমি ভালবেসেছিলাম শুধু আমাকে। জীবনে আমি বড় হতে চেয়েছিলাম, আবার স্ত্রীপুত্রের আকাঙ্ক্ষা সেই বড়ত্বের শোভার জন্যে। ব্যাধি আমার, ব্যাধি আপনার, ব্যাধির বিকারে আমরাই সুনন্দাকে হত্যা করেছি।

রায়। সে সত্য আমি স্বীকার করে নিয়েছি, কলিয়ারির কাজ আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এই আত্মসর্ব্বস্ব কর্ম্মের পথ থেকে আমি অবসর নেব। আমি শান্তি চাই। Help me my boy. তুমি আমাকে সাহায্য কর।

অতুল। এই বিপর্য্যয়ের জন্যে আমিই সকলের চেয়ে বেশী দায়ী। সুনন্দা গেল, Dr. Chatterjee গেলেন; তাদের জন্যে দুঃখ আমর অনেক। কিন্তু কতকগুলি শিক্ষায় বঞ্চিত, অতি-দরিদ্রকে আমি শুধু-শুধু হত্যা করেছি।

রায়। না। সে দায়িত্বও আমার। আজ অন্তর দিয়ে অনুভব করছি কি জান? সে এক অদ্ভুত রহস্য। অতুল, মানুষ প্রকৃতির রোদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে বাঁচবার জন্যে ঘর তৈরী করে। সেই ঘরের রুদ্ধ-বায়ু অন্ধকার কোণে রুষ্ট প্রকৃতি বিকৃতরূপে দেখা দেয় নানা ব্যাধির মূর্ত্তিতে। অন্ধকার ঘরের কোণে যক্ষ্মা এসে বাসা বাঁধে। মাটির তলায় জলভরা খনির ভেতর গ্যাস জন্মায়। প্রকৃতি ছলনাময়ী; মানুষ যেখানে তাকে অতিক্রম করতে যায়, সেইখানেই তাকে আঘাত হানে। যুগে যুগে মানুষ হারে। আমরাও হেরেছি। তাতে লজ্জা নাই। অতুল, আমি আবার নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করতে চাই। অর্থ নয়, সম্মান নয়, বৈভব নয়, বিলাস নয়, স্নেহ মমতা, পুত্র কন্যা নিয়ে গৃহস্থের মত জীবন যাপন করতে চাই। তুমি, রমা, নিখিলেশ, তোমাদের সকলকে নিয়ে আবার আমি ঘর বাঁধব। আমি রমা নিখিলেশকে ছেড়ে দিইনি।

(অতুল চুপ করিয়া রহিল—শিবপ্রসাদ তাহার নিকটে আসিলেন)
হ্যাঁ, আমি সুখী হতে চাই, আমি সংসার চাই; পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী, কলহাস্যমুখর গৃহাঙ্গন, অভিমান-অধীর দিনরাত্রি চাই। অতুল, তোমাদের ছেলেমেয়েদের পিঠে নিয়ে আবার নূতন করে ঘোড়া সেজে বেড়াতে চাই।

অতুল। আপনি আমাকে মার্জ্জনা করবেন। [প্রস্থান

রায়। অতুল? অতুল!

(অন্যদিক দিয়া রমার প্রবেশ তাহার
চুল এলানো। বিষণ্ণ মূর্ত্তি)
(রমার প্রবেশ)

রমা। জ্যেঠামশাই।

রায়। মা। (মাথায় হাত দিয়া) বল মা, কি হয়েছে বল?

রমা। আমি কাল কলকাতা যেতে চাই। আপনার কাছে আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রায়। না। সে হয় না মা। আমি তোমায় বিদায় দিতে পারব না। তোমাকে আমি চাই, আমার প্রয়োজন আছে।

রমা। আপনার কাছে হাত জোড় করে আমি মিনতি করছি।

রায়। আমার দিকে চেয়ে দেখ মা,—নিঃস্ব, রিক্ত, সর্ব্বস্বান্ত।

রমা। জ্যেঠামশাই!

রায়। না—না—না—তোমার কোন কথা আমি শুনব না মা। বিনোদের কন্যা তুমি—আমারও কন্যা। তার অবর্ত্তমানে আমিই তোমার অভিভাবক। আমার সুনন্দাকে বাঁচাতে গিয়েই বিনোদ মারা পড়েছে, তোমাকে সে আমারই হাতে দিয়ে গেছে। তোমায় নিয়ে আবার আমি নূতন করে ঘর বাঁধব। নিখিলেশ, অতুল, বল—কে তোমার প্রিয়তর বল—

রমা। না। জ্যেঠামশাই! না। আমাকে আপনি রেহাই দিন, মুক্তি দিন।

[প্রস্থান

রায়। রমা—রমা। মা! (অনুসরণ করিতে গিয়া ক্ষান্ত হইলেন, ফিরিয়া হাসিলেন। সুনন্দার ছবির কাছে গেলেন) তুই কি আমায় অভিসম্পাত করেছিস মা! তুই আমাকে স্নেহবন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলি—সে বাঁধন আমি উপেক্ষা করেছিলাম। আজ আমার অন্তর যখন বন্ধনের জন্য কাঙাল হয়ে উঠল—তখন কেউ যে আমার বাঁধন মানতে চায় না—সবাই চাইছে মুক্তি!

(বাহিরে কোলাহল উঠিল। রায়বাহাদুর প্রথমটায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই ফিরিয়া চাহিলেন)

নেপথ্যে ভক্তা। হুজুর—মালিকবাবু! হুজুর!

নেপথ্যে কুড়া। হুজুর! বাবু!

(রায়বাহাদুর অগ্রসর হইলেন)

রায়। কে? কি চাও?

(কুড়ারাম আসিয়া দাঁড়াইল)

কুড়ারাম!

(ভক্তারামকেও এইবার দেখা গেল)

ভক্তারাম! বল কি চাও তোমরা?

কুড়ারাম। (হাতজোড় করিয়া বলিল) হুজুর!

ভক্তারাম। (নতজানু হইয়া বলিল) মালিকবাবু—অন্নদাতা!

রায়। না—না। পৃথিবীতে কেউ কারও অন্নদাতা নয়—কেউ কারও হুজুর নয়। ওঠ, ভক্তারাম ওঠ। বল কুড়ারাম—বল, জোড়হাত ক'রে নয়—এমনি বল কি বলছ? কি চাও?

কুড়া। হুজুর (রায়বাহাদুর মুখ তুলিয়া চাহিলেন)

হুজুর। কুলীরা সব কাঁদাকাটা করছে হুজুর, কর্ম্মচারী বাবুরা হাহাকার করছে।

রায়। কেন? কি হ'ল তাদের?

কুড়া। একমাস আজ কুঠি বন্ধ! আজ শুনছি কুঠি চিরকালের লেগে বন্ধ হয়ে যাবে। হুজুর, অন্নদাতা প্রভু আপনি। হুজুর, আমরা খাব কি? যাব কোথায়?

রায়। (উঠিয়া) আমি জানি কুড়ারাম। কিন্তু কি করব বল? কুঠি আমি বন্ধ করে দেওয়াই ঠিক করেছি। ভুল পথ, অশান্তির পথ, ও পথে আমি আর চলতে পারব না। তা ছাড়া এই কুঠির নীচে সম্পদের শয্যায় আমার সুনন্দা ঘুমিয়ে আছে। তার ঘুম কি ভাঙাতে পারি? না! তোমাদের সকলকে আমি তিন মাসের মাইনে দেব। তোমরা আগেকার মত চাষবাস করে খাও। এ বড় অশান্তির পথ—ভুল পথ!

কুড়া। হুজুর, চাষে কুলায় না বলেই তো এখানে এসেছি হুজুর। কুলিগুলার কান্না আপনি একবার নিজের চোখে দেখুন।

রায়। কাঁদতে তাদের বারণ কর। চারিদিকে চেয়ে দেখতে বল। কত গাছ—গাছে কত ফল। নদীতে কত জল। মানুষের জীবন যিনি দিয়েছেন, আহারের ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। কুঠি আমার আর চলবে না, সুনন্দার সমাধির শান্তিভঙ্গ আমি করতে পারব না।

(ভক্তারাম ও কুড়ারাম তবু দাঁড়াইয়া রহিল)

কুড়ারাম—ভক্তারাম তোমরা যাও। আমায় তোমরা রেহাই দাও, মুক্তি দাও। এ সম্পদের বন্ধন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। কুঠি আর চলবে না।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

(একটি উন্মুক্ত স্থানে দুইটি সমাধি, রাত্রিকাল আবছা অন্ধকার, আকাশে চাঁদ রহিয়াছে। রমা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শুভ্র তাহার পরিচ্ছদ)

(নিখিলেশ প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

নিখিল। (মৃদু চকিত স্বরে) কে ?

(রমা ঘুরিয়া দাঁড়াইল)

নিখিল। (মৃদু স্বরে) সুনন্দা ?

রমা। না। আমি। আমি রমা।

নিখিল। রমা ! রমা দেবী ! (ম্লান হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল কৈফিয়ত দেওয়ার মত) আমার ভ্রম হয়ে গেল রমা দেবী। মনে হ'ল—সমাধির তল থেকে সুনন্দা বুঝি উঠে এসে দাঁড়িয়েছে।

রমা। বাবার সমাধির নীচে একটু বসব ব'লে এসেছিলাম আমি।

নিখিল। আপনার কাছে আমার অপরাধ অনেক। একমাস হয়ে গেল—বৃদ্ধ শিবপ্রসাদবাবুকে নিয়ে এমন অবসর পাইনি যে, আপনার কাছে মার্জ্জনা চাই। সুনন্দা গেল—ডাঃ চ্যাটার্জ্জী গেলেন, কতকগুলি নিরীহ মানুষ গেল, সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী বোধ হয় আমি।

রমা। আপনি খুব আঘাত পেয়েছেন নিখিলেশবাবু—আমি বুঝতে পারছি।

নিখিল। হ্যাঁ। অত্যন্ত কঠিন আঘাত আমি পেয়েছি রমা। পৃথিবীর চেহারা যেন আমার চোখে পাল্‌টে গেছে। রমা, আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী। হ্যাঁ,

আমিই দায়ী। সুনন্দার মত এমন একটি মেয়ে—নারী যে এমন মধুর, এমন স্বর্গীয়—এ আমি কখনও কল্পনা করতে পারিনি। তারপর Dr. Chatterjee চলে গেছেন—

রমা। না-না-না নিখিলেশবাবু, বাবার কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। তা হ'লে আপনাদের সঙ্গে আমার কথা বলা পর্য্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠবে।

নিখিল। এ তিরস্কার আমার প্রাপ্য রমা, আরও অনেক তিরস্কার। সমস্ত কলিয়ারিতে আজ হাহাকার উঠেছে। রায়বাহাদুর কলিয়ারি বন্ধ করে দিয়েছেন। এ সমস্তর জন্যে আমি দায়ী। সেদিন অতুল-বাবুকে বলেছিলাম—মানুষের জন্যেই সম্পদ, সম্পদের জন্যে মানুষ নয়। সে আমার ভুল। জীবনই একমাত্র সত্য নয়। সেই জীবনকে যে শক্তি রক্ষা করে, সেই শক্তি জীবনের মতই সত্য। সম্পদের মধ্যেই সেই শক্তির বাস। এ সমস্তের জন্যে আমিই দায়ী।

রমা। দায়িত্ব আমার কম নয় নিখিলেশবাবু! এই দুর্ঘটনার মধ্যে আমিই টেনে এনেছিলাম আমার বাবাকে। তার শাস্তি আমি পেয়েছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি একা!

নিখিল। রমা! রমা দেবী!

রমা। না-না তার জন্যে আমার আক্ষেপ নাই। কিন্তু ওই বৃদ্ধ রায়বাহাদুরের অবস্থা দেখে আত্মগ্লানির আমার সীমা নেই। তিনি বার বার আমাকে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছেন—আমি শিউরে উঠছি নিখিলেশবাবু!

নিখিল। কেন রমা? তুমি তো তাঁর সুনন্দার অভাব পূর্ণ করতে পার। তুমি যদি অতুলবাবুকে মার্জ্জনা করে—

রমা। কি বলছেন আপনি?

নিখিল। আমার কথা শেষ করতে দাও রমা। আমার জীবন

থেকে আমি অতুলবাবুকে বুঝতে পারছি। বলেছি তো সুনন্দার মৃত্যুর পর আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গেছে। সমস্ত অন্তরাত্মা আজ আমায় বলছে—ওরে, তুই নিজেকে নিজে ফাঁকি দিয়েছিস, মানুষকে তুই ভালবাসিস নি, দয়া করেছিস। দয়া করবার তোর কি অধিকার! সে বলছে—আমি ভালবাসার জন চাই, আপনার জন চাই। আমার বলবার মানবীকে আমি চাই। অতুলবাবুর জীবনে এ বৈরাগ্যও তাই। তুমি তাকে ফেরাতে পার রমা, আমি জানি—তুমি তাকে—

রমা। নিখিলেশবাবু!

নিখিল। আমায় ক্ষমা কর রমা, আমি তোমার বন্ধু, সেই দাবিতেই—

রমা। না, আজ থেকে আমাদের সে বন্ধুত্বের অবসান হোক নিখিলেশবাবু!

[প্রস্থান

(নিখিলেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল
বিছে ছুটিয়া প্রবেশ করিল)

বিছে। দাদাবাবু! তুমি এখানে? এস তুমি চলে এস—পালিয়ে

নিখিল। কেন রে? কি হয়েছে?

বিছে। কুলীরা ক্ষেপেছে। তোমাকে মারবে। বলছে—ওই বাবুটা আমাদের কুঠি বন্ধ করালে! ওই শোন—গোলমাল করছে। সব গিয়েছে বাংলার সামনে!

নিখিল। সে কি। (সে অগ্রসর হইল)

বিছে। তুমি যাবে? যাচ্ছ দাদাবাবু?

নিখিল। আমাকে যে যেতেই হবে বিছে!

তৃতীয় দৃশ্য

বাংলো

(রায়বাহাদুর, ম্যানেজার অতুল, কুড়ারাম)

বাহিরে জনতা জমিয়া আছে। তাহার আভাস
পাওয়া যাইতেছে।

(নেপথ্যে) কুলী। মালিকবাবু! মালিকবাবু—হুজুর!

রায়। না—না—না। সে হয় না। সে আমি পারব না। ম্যানেজারবাবু ওদের বলে দিন আপনি। আমি মুক্তি চাই—রেহাই চাই।

ম্যানেজার। আমার কথাও ওরা শুনবে না। ওরা খেপে উঠেছে।

(নেপথ্যে) কুলী। মালিকবাবু! হুজুর!

(ভক্তারাম এবং দু' তিনজন কুলী প্রবেশ করিল)

ভক্তা। মালিকবাবু কুঠী চালাবার হুকুম দাও। মালিকবাবু!

রায়। সে হয় না। সুনন্দার সমাধির শান্তি ভঙ্গ করতে পারব না আমি। তোমাদের ছ' মাসের মজুরী ধরে দিচ্ছি। তোমরা ফিরে যাও। চাষ করে খাও। ভক্তারাম আমার কথা শোন।

ভক্তা। ছ' মাস পরে কি হবে মালিকবাবু? তখন আমরা কি করব—কি খাব? আর এখনই বা কোথা আমরা ফিরে যাব? কেনে যাব? আমরা লাঙল ভেঙে দিলাম, বলদ বেচে দিলাম, চাষ ভুলে গেলাম। সে আমরা যাব না মালিকবাবু। আমরা যাব না।

সঙ্গের কুলী কয়জন। যাব না—আমরা যাব না!

নেপথ্যে জনতা। ওই—ওই সেই বাবুটো। ওই!

" " মার, মার, উয়াকে মার!

" " ওই আমাদের কুঠি বন্ধ করালে! মার!

(ছুটিয়া রমার প্রবেশ)

রমা। ভক্তারাম—ভক্তারাম।

ভক্তা। ঠাকরুণ!

রমা। বাঁচাও তুমি—নিখিলেশবাবুকে বাঁচাও।

ভক্তা। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে!

[ছুটিয়া চলিয়া গেল

রমা। ওরা নিখিলেশবাবুকে ধরেছে। মেরে ফেলতে চায়।

রায়। সে কি? আমার রিভলভার! (দ্রুত গিয়া রিভলভার লইলেন টেবিল হইতে)

[অতুল বাহিরে চলিয়া গেল

(ও'দিক হইতে ভক্তারাম ও অতুলের সঙ্গে নিখিলেশ প্রবেশ করিল তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে)

রমা। নিখিলেশবাবু!

রায়। নিখিলেশ! উঃ, অকৃতজ্ঞের দল—মৃত্যুর হাত থেকে সেবা করে যারা বাঁচাল—তাকেই করলে আঘাত!

নিখিল। দোষ ওদের নয় কাকাবাবু, দোষ আমার। কিন্তু সে কথা থাক—এখন কলিয়ারী চালাবার হুকুম দিন!

রায়। না—নিখিলেশ না। ওরা ফিরে যাক—গ্রামে ফিরে যাক।

নিখিল। যাবে না কেনযাবে? পথ পিছনে ফেলে এল—সে পথে কেন ফিরবে? ফিরতে বললে—এই আঘাত নিতে হবে। পথ আগলে দাঁড়ালে মাড়িয়ে চলে যাবে। অতুলবাবু আপনি কলিয়ারী চালাবার ব্যবস্থা করুন।

অতুল। আমায় ক্ষমা করবেন নিখিলেশবাবু। আমি পারব না।

নিখিল। অতুলবাবু, সেদিন আপনি কয়লার স্তর দেখিয়ে বলেছিলেন—এর মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ পথ্য; অক্ষরে অক্ষরে সে কথা সত্য অতুলবাবু। আমার ভুল আমি স্বীকার করছি। আজ স্বীকার করছি—মানুষের জন্যে সম্পদ হলেও, সেই সম্পদের মধ্যেই রয়েছে তার জীবনীশক্তি। মানুষের দেহে জীবনের বাস, কিন্তু জীবনীশক্তির রস পৃথিবীর বুকে, সে তাকে আহরণ করতেই হবে। কাকাবাবু, কলিয়ারি চালাবার ব্যবস্থা করুন।

রায়। না নিখিলেশ, আমার সুনন্দার সমাধি—

নিখিল। তবু, তবু সে সমাধির শান্তিভঙ্গ করতে হবে। কাকাবাবু, আপনার সুনন্দা গেছে; কিন্তু এদের সুনন্দার কথা ভেবে দেখুন। আপনার জাতির কথা ভাবুন কাকাবাবু। যৌবনের সংকল্পের কথা, খিদিরপুর ডকের সেই ছবি মনে করুন।

রায়। খিদিরপুর ডকে কয়লা-বোঝাই জাহাজের সঙ্গে আমার সুনন্দাকে আমি ভাসিয়ে দিয়েছি নিখিলেশ। ও কথা আমায় বল না। বলতে পার কেন করব? কার জন্যে করব?

নিখিল। মানুষ করতে বাধ্য বলে করবেন। আপনার জাতির জন্যে করবেন। পৃথিবীর মানুষের জন্যে করবেন। কাকাবাবু, পৃথিবীতে অহরহ মানুষ মরছে, যে মরে গেল—তার জন্যে যারা বেঁচে থাকে তারা যদি পঙ্গু হয়, আত্মহত্যা করতে চায়, তবে সৃষ্টি যে একদিনে শেষ হয়ে যাবে।

ভক্তা। মালিকবাবু—হুজুর।

রায়। পারি, হুকুম দিতে পারি এক সর্তে। আমার পাওনা আমাকে দাও। আমি সংসার চাই, সুখ চাই, শান্তি চাই। রমা, তুমি, অতুল আমার পাশে দাঁড়াও। তোমাদের নিয়ে আমায় নতুন করে ঘর বাঁধতে দাও। তোমরা বিবাহ কর,—অতুল—

নিখিল। রমা দেবী!

রমা। না। মার্জ্জনা করবেন আমাকে।

[প্রস্থান

(নেপথ্যে জ্যোতির্ম্ময়ীর কণ্ঠস্বর)

জ্যোতি। (নেপথ্যে) নিখিল! নিখিল!

নিখিল। কে? কে? মা?

(জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবেশ)

জ্যোতি। হ্যাঁ—আমি! এ কিরে, তোর কপালে—

নিখিল। (হাসিয়া) ও একটু কেটে গেছে মা।

রায়। বউদি আপনি?

জ্যোতি। হ্যাঁ, ঠাকুরপো।

নিখিল। কিন্তু তুমি এখন হঠাৎ এলে যে মা?

জ্যোতি। ডাক নিয়ে এসেছি নিখিল। মানুষে মানুষে হানাহানি লেগেছে বাবা। হানাহানির বিরাম নাই। জমিদার প্রজায়—বিরোধ বেঁধেছে গ্রামে। তোকে যে যেতে হবে নিখিলেশ! এখানকার কাজ কি এখনও তোর শেষ হয় নি? আমি তাদের থামাতে পারি নি। অধিকার নিয়ে বিরোধ। হয় তো কাল সকালেই সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

নিখিল। (অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে) সত্যি মা, সত্যি?

জ্যোতি। হ্যাঁ। কিন্তু তুই যে এত খুসী হয়ে উঠলি? এ কি খুসীর কথা?

নিখিল। খুসীর কথা নয় মা? তারা দুর্ভিক্ষে হাহাকার ক'রে আমাদের দয়ার জন্যে হাত পাতেনি। অধিকার নিয়ে লড়াই করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। খুসীর কথা নয় মা? এই তো আমি চাচ্ছিলাম। আমি আসছি মা—আমি আসছি!

প্রস্থান

রায়। আপনার কাছে আজ আমি ভিক্ষা চাইছি বউদি!

জ্যোতি। (কাপড়ে চোখ মুছিয়া) নিখিলেশ আমাকে সব লিখেছে ঠাকুরপো, আমি সব শুনেছি। কি বলে আপনাকে সান্ত্বনা দেব ঠাকুরপো—আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

রায়। সান্ত্বনা আমি পেয়েছি বউদি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন সে সান্ত্বনা যেন আমার অক্ষয় হয়। বউদি আবার আমি নতুন করে সংসার পাতব। বউদি অবিনাশদা—নিখিলেশকে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি নতুন করে আমাকে ভিক্ষে দিন।

(রমার প্রবেশ)

(জ্যোতির্ম্ময়ীকে প্রণাম করিল)

জ্যোতি। রমা! মা!

রায়। আপনি আমার সংসার পেতে দিয়ে যান বউদি! রমা—নিখিল—অতুল—এদের নিয়ে আমি সংসার পাতব। নিখিলেশের সঙ্গে—

(নিখিলেশের প্রবেশ)

(যাত্রীর বেশ)

নিখিল। না কাকাবাবু, আমি অযোগ্য।

রায়। নিখিলেশ! একি? তুমি কি—?

নিখিল। (প্রণাম করিয়া) রাত্রের মধ্যে একটি ট্রেণ, আর না বেরুলে এ ট্রেণ ধরতে পারব না কাকাবাবু। কিন্তু দোহাই—কলিয়ারী চালাবার ব্যবস্থা করুন।

রায়। বলতে পার নিখিলেশ—এই সর্ব্বনাশা সম্পদের সাধনায়—মগ্ন থাকতে কি বলে বলছ তুমি? তোমরা হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ভাবে হৃদয়হীন। অন্ধের মত দুই হাত বাড়িয়ে—ভেসে বেড়াচ্ছি—কেউ হাত বাড়ালে না! কেউ না।

নিখিল। উপায় নেই কাকাবাবু! আমার উপায় নাই! সাক্ষাৎ যোগিনীর মত মা আমার যে ডাক নিয়ে এসেছেন—তাতে আমার না গিয়ে উপায় নেই কাকাবাবু!

(রায়বাহাদুর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

রায়। নিখিল, আমার কাছে থেকে তুমি কি কাজ করতে পাঁর না? আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তোমার।

নিখিল। যখনই দরকার হবে—আপনার কাছে হাত পেতে চেয়ে নেব। কিন্তু সম্পত্তি? সম্পত্তি সম্পদ—কোন মানুষের একার নয়—সকল মানুষের। তবু সমাজ—আইন আজ বলে সম্পত্তি আপনার। সেই বিধানেই সম্পত্তি সুনন্দার—অতুলবাবু তাঁর স্বামী—তিনি কর্ম্মী—এর গৌরব তিনিই রাখতে পারবেন। এ সমস্ত তাঁর।

অতুল। না—সুনন্দার সম্পত্তিতে আমার অধিকার নেই। আমি তাকে—সে আমাকে—

নিখিল। সে আপনাকে জীবনের মধ্যে একান্ত ভাবে আপনার করে চেয়েছিল। আমাকে বিশ্বাস করুন—তার সে মুগ্ধদৃষ্টি তৃষিতদৃষ্টি আমি দেখেছি। তাই তো তাকে আমার এত ভাল লেগেছিল। ভগ্নীর শ্রদ্ধায় তাকে অন্তরে অন্তরে পূজা করে আমি ধন্য হয়েছি।

রায়। নিখিলেশ!

নিখিল। আমাকে বিশ্বাস করুন—কাকাবাবু—

রায়। সেই জন্যেই তো তোমাকে সন্তানের মত পেতে চাচ্ছি। নিখিলেশ—

নিখিল। না কাকাবাবু—আমায় পথ ডাকছে। 'বন্দরে বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ।' আদেশ এসেছে! আপনি অতুলবাবুকে নিয়ে কলিয়ারী চালাবার ব্যবস্থা করুন। অতুলবাবু—পৃথিবী চলছে—এই টুকরো টুকু কি থেমে থাকবে।

অতুল। ম্যানেজারবাবু বয়লারে আগুন দিতে বলুন।

[ম্যানেজারের প্রস্থান

(ভক্তা কুড়ারামও চলিয়া গেল)

নিখিল। জয় হোক—আপনাদের জয় হোক।

(রায়বাহাদুরকে প্রণাম করিল)

কাকাবাবু, আপনি অতুলবাবু আর রমা দেবীকে নিয়ে ঘর বাঁধুন।

[প্রস্থান

জ্যোতি। (রমাকে) তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি মা—

রমা। না—না—না। আমি যাব।

জ্যোতি। রমা? কি বলছ?

রমা। আমি যাব—ওই ওর সঙ্গে যাব—তুমি ওকে ডাক মা—ডাক।

জ্যোতি। সে কি? কিন্তু—আমি তো ওকে ফেরাতে পারব না মা। পার, তুমি ওকে গিয়ে ধর।

অতুল। এস রমা এস—আমি তোমায় পৌঁছে দি এস। নিখিলেশ-বাবু—নিখিলেশবাবু!

[রমাকে লইয়া প্রস্থান

জ্যোতি। আশীর্ব্বাদ—তোমাদের আমি আশীর্ব্বাদ করছি। (রায়বাহাদুরের প্রতি) আমি যাই ঠাকুরপো! ওদের বরণ করতে হবে—আশীর্ব্বাদ করতে হবে।

[প্রস্থান

[রায়বাহাদুর একা দাঁড়াইয়া রহিলেন। চারিদিক চাহিলেন। জানালা দিয়া দেখিলেন ফিরিলেন]

রায়। নিষ্ঠুর পৃথিবী। এখানে আপনার ধন হারালে ফেরে না। সুনন্দা—সুনন্দা! (ছবির দিকে দেখিলেন) তোকে নিজের অবহেলায়

হারিয়েছি—আজ সমস্ত পৃথিবী আমাকে অবহেলা করে চলে গেল। কেউ চাইলে না আমাকে। যাবার সময় ফিরেও তাকালে না। আমিও তাকাব না—নিষ্ঠুর পৃথিবী—তোমার দিকে আমিও আর ফিরে তাকাব না। তুমি একদিন আমার উপর অভিমান করেছিলে। আমিও করব তাই। কেন করব না।

(টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইলেন রিভলভার।
আলো নিভাইয়া দিলেন। নিভাইয়া
দিতে দিতে বলিলেন)

আঃ চোখে জল আসে কেন? চোখের জল? আঃ ছি!

(মুছিয়া ফেলিয়া আলো নিভাইলেন)

[অন্ধকার মঞ্চের মধ্যে সব কিছু বিলুপ্ত হইয়া গেল। পিস্তলের আওয়াজ হইল। রঙ্গমঞ্চ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তরের মধ্যে সমাধি মন্দির

(নিখিলেশ প্রণাম করিতেছিল)

(রমা ও অতুল প্রবেশ করিল)

অতুল। (মৃদুস্বরে) বিদায় রমা! আমি যাই।

[প্রস্থান

(নিখিলেশ প্রণাম সারিয়া উঠিল)

রমা। দাঁড়াও।

নিখিল। কে? রমা?

রমা। হ্যাঁ আমি।

নিখিল। তুমি আমার সঙ্গে যাবে? রমা এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

রমা। হ্যাঁ যাব। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াও। বাবাকে প্রণাম করে। সুনন্দাকে প্রণাম করে।

(প্রণাম করিল)

নিখিল। (দাঁড়াইয়া আবৃত্তি করিল)

মা কাঁদিছে পিছে—

প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে—

ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে

বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে—

রমা। (উঠিয়া) না—না। বাজবে না বিচ্ছেদের হাহাকার। দোরে দাঁড়িয়ে অবগুণ্ঠনের তলে—চোখ মার্জ্জনা করব না আমি।

তোমার সঙ্গে আমার যাত্রা। দাও—তোমার হাত দাও। আরামের শয্যাতল শূন্য পড়ে থাক—কোন আক্ষেপ নাই আমার। চল!

নিখিলেশ। চল রমা—চল।

(নেপথ্যে বয়লারের বাঁশী বাজিয়া উঠিল)

কলিয়ারী চলছে। পৃথিবী চলছে। চল—ওই ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। ওই!

[প্রস্থান

(জ্যোতির্ম্ময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন সঙ্গে বিছে)

বিছে। ওই যাচ্ছে—মা ওই!

জ্যোতি। (হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন) আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ! ওরে আমি তোদের আশীর্ব্বাদ করছি।

— শেষ —